পুরুলিয়ায়
গীতাঞ্জলি
ফরেস্ট রিট্রিট
বুকিংয়ের জন্য যোগাযোগ
অনিকেতঃ ৮৩৩৪৮২৬৯৭৫
শান্তনুঃ ৯৮৭৫৬৫৮২৩৮

দুরন্ত বার্তা

সুচিকিৎসা
মাসিক স্বাস্থ্য পত্রিকা
দামঃ ১৫ টাকা
পত্রিকা সংগ্রহ করতে আজই নিকটবর্তী এজেন্টের সাথে যোগাযোগ করুন।

১ ইন্টারনেট সংস্করণ http://durantbarta.com কলকাতা Volume No. 31, Issue No.: 210 Wednesday, 1 July, 2026 ❋ ৩১ বর্ষ, ২১০ সংখ্যা ❋ ১৬ আষাঢ় ১৪৩৩, বুধবার, ১ জুলাই ২০২৬ ❋ আজ ৮ পাতা ❋ মূল্য- ৩ টাকা

হুল দিবসে আদিবাসী ক্ষমতায়নের বার্তা মুখ্যমন্ত্রী

সাঁওতালি ভাষার স্বীকৃতিতে স্মরণ করলেন অটলবিহারীকে

নিজস্ব প্রতিনিধি, বাঁকুড়া, ৩০ জুনঃ মুখ্যমন্ত্রী হওয়ার পর এই প্রথম বাঁকুড়া জেলায় পা রাখলেন শুভেন্দু অধিকারী। মঙ্গলবার হুল দিবস উপলক্ষে রাজ্য সরকারের জনজাতি উন্নয়ন বিভাগের উদ্যোগে আয়োজিত রাজ্য স্তরের মূল অনুষ্ঠানটি হয় বাঁকুড়ার মুকুটমণিপুরে। সেখান থেকেই সিধু, কানু, চাঁদ এবং ভগবান বিরসা মুন্ডা-সহ সাঁওতাল বিদ্রোহের সমস্ত অমর শহিদদের প্রতি গভীর শ্রদ্ধা ও 'গড় জোহাড়' নিবেদন করেন মুখ্যমন্ত্রী। প্রতিকূল আবহাওয়া উপেক্ষা করে সভায় উপস্থিত হাজার হাজার মানুষকে ধন্যবাদ জানানোর পাশাপাশি লোকশিল্পী, শিক্ষক ও চিকিৎসকদের মতো আদিবাসী সমাজের গুণীজনদের বিশেষ সংবর্ধনা দেন তিনি। মুকুটমণিপুরের মঞ্চ থেকে মুখ্যমন্ত্রী বলেন,

আজকের বিকশিত ও স্বাধীন ভারতের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপিত হয়েছিল জনজাতিদের এই ঐতিহাসিক শোষণ ও অত্যাচার বিরোধী আন্দোলনের মধ্য দিয়েই। তিনি বলেন, ''আমরা যে আজ স্বাধীন ভারতে বসবাস করছি, ব্রিটিশদের দাসত্ব থেকে মুক্তি পেয়েছি, তার সোপান তৈরি হয়েছিল হুল বিদ্রোহের আগুন থেকেই। জল, জমি ও জঙ্গলের অধিকার প্রতিষ্ঠার এই লড়াই আজও আমাদের সমাজে সমান প্রাসঙ্গিক।'' এ দিনের বক্তৃতায় জনজাতি সমাজের উন্নয়নে বিজেপির কেন্দ্রীয় নেতৃত্বের অবদানের কথা বিশেষভাবে তুলে ধরেন মুখ্যমন্ত্রী। প্রয়াত প্রধানমন্ত্রী অটলবিহারী বাজপেয়ীর ঐতিহাসিক পদক্ষেপের কথা উল্লেখ করে শুভেন্দু বলেন, ''পণ্ডিত রঘুনাথ মুর্মু আবিষ্কৃত 'অলচিকি' লিপিতে লেখা সাঁওতালি ভাষাকে অতীতে কেউ যোগ্য মর্যাদা দেয়নি। আমাদের শ্রদ্ধেয় প্রধানমন্ত্রী অটলবিহারী বাজপেয়ী প্রথম এই ভাষাকে সংবিধানের অষ্টম তফশিলে অন্তর্ভুক্ত করে জনজাতি সমাজকে প্রকৃত রাষ্ট্রীয় স্বীকৃতি দিয়েছিলেন। শুধু তাই নয়, জনজাতিদের দীর্ঘদিনের লড়াইয়ের ফসল 'ঝাড়খণ্ড' রাজ্যটিও গঠিত হয়েছিল অটলজির জমানাতেই।'' বর্তমান কেন্দ্র ও

● এরপর ৬ পাতায়...

বামেদের ৩৪ বছর ক্ষমতায় থাকার পিছনে কাদের 'অবদান'?

বলে দিলেন শমীক

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ৩০ জুনঃ পশ্চিমবঙ্গে বামেদের ৩৪ বছর ক্ষমতায় থাকা নিয়ে নানা কাটাছেঁড়া চলে। টানা ৩৪ বছর ক্ষমতায় থাকার পিছনে কারণ কী, সেই প্রশ্ন নানা সময় ওঠে। এবার বামেদের বাংলায় সাড়ে তিন দশক ক্ষমতায় থাকার 'কারণ' ব্যাখ্যা করলেন রাজ্য কলকাতার ন্যাশনাল লাইব্রেরিতে বিজেপির টিচার্স সেলের তরফে শিক্ষক সম্মেলনের আয়োজন করা হয়। সেখানে বক্তব্য রাখতে গিয়ে বামেদের ৩৪ বছরের ক্ষমতায় টিকে থাকার প্রসঙ্গ তোলেন শমীক ভট্টাচার্য। বাম জমানায় শিক্ষকদের ভূমিকার কথা তুলে ধরে তিনি

বিজেপির সভাপতি শমীক ভট্টাচার্য। তিনি বললেন, বামেদের ৩৪ বছর ক্ষমতায় থাকার পিছনে শিক্ষকদের ভূমিকা রয়েছে। নিজের বক্তব্য নিয়ে যুক্তিও দিলেন শমীক। মঙ্গলবার বলেন, ''৩৪ বছর বাম শাসন টিকে থেকেছিল, কারণ তাদের সংগঠনের মূল চাবিকাঠি ছিল পশ্চিমবঙ্গের শিক্ষকরা। শিক্ষকদের জন্য বামফ্রন্ট

● এরপর ৬ পাতায়...

তারাতলা বিপর্যয়ে এবার বড় পদক্ষেপ সিট-এর

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ৩০ জুনঃ ১৬ জনের মৃত্যু। আহত বেশ কয়েকজন। কীভাবে ঘটল এতবড় বিপর্যয়? তারাতলা বিপর্যয়ের কারণ খোঁজার চেষ্টা করছে লালবাজারের বিশেষ তদন্তকারী দল। আর সেই খোঁজেই তারাতলা বিপর্যয়ে এবার জোড়া চিঠি পাঠাল লালবাজার। কলকাতা পৌরনিগম ও পোর্ট ট্রাস্টকে চিঠি দিয়ে নথি চাইল সিট। জমির জন্য কী প্ল্যান জমা দেওয়া হয়েছিল এবং কী নথি জমা পড়েছে, তা জানতে চাওয়া হয়েছে পৌরনিগমের কাছ থেকে। আর মাটি পরীক্ষা হয়েছিল কি না, তাও জানতে চাওয়া হয়েছে পোর্ট ট্রাস্টের কাছে। তারাতলায় নির্মীয়মাণ গুদাম ভেঙে পড়ার ঘটনায় গুদামের শম্ভুনাথ বহেরাকে গ্রেফতার করা হয়েছে। আবার কলকাতা পৌরনিগমের প্রাক্তন মেয়র ফিরহাদ হাকিমের প্রাক্তন ওএসডি কালীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়কেও গ্রেফতার করা হয়েছে। সূত্রেরা, ধৃত ২ জনই এখনও মুখ খুলছেন না। এই অবস্থায় বহেরা ব্রাদার্সের থেকে উদ্ধার হওয়া নথি খতিয়ে দেখছে বিশেষ তদন্তকারী দল। জমি লিজের জন্য কোনও দালালি ছিল কি না, তাও জানতে মরিয়া পুলিশ। কাজ শেষের জন্য কোনও সময় বেঁধে দেওয়া হয়েছিল কিনা, তাও পুলিশ জানতে চায়। তারাতলা বিপর্যয়ের পর ঘটনাস্থলে গিয়েছিলেন মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী। পরে এই নিয়ে বিধানসভায় বিবৃতিও দেন। পূর্বতন তৃণমূল সরকারকে নিশানা করেন তিনি। তারাতলার ঘটনার জন্য দায়ী কাউকে ছাড়া হবে না বলে হুঁশিয়ারি দিয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী। তিনি বলেন, ''তারাতলার এই গুদামের নকশায় ঠিক কী ধরনের ত্রুটি ছিল এবং কীভাবে তা অনুমোদন পেল, তা খতিয়ে দেখা হবে।'' সেজন্য 'ফ্যাক্ট ফাইন্ডিং টিম' গঠন করেছে রাজ্য সরকার। একইসঙ্গে তৃণমূলকে নিশানা করে শুভেন্দু বলেছিলেন, ''প্রোমোটারদের দিয়ে এই কলকাতাকে মৃত্যুকুপে পরিণত করা তৃণমূল কংগ্রেস, সমস্ত বিল্ডিং প্ল্যান অফ আন্ডার কনস্ট্রাকশন আমরা অডিট করাব। তারপর তো প্রপার্টি অ্যাটাচমেন্ট করে আদায় করব। আপনারা নিশ্চিত থাকুন একদম জিরো টলারেন্স। এক ইঞ্চিও টলারেশন আমরা করব না।''

হলদিয়া পেট্রোকেমিক্যালে বিধ্বংসী আগুন, ঝলসে গেলেন অনেকে

নিজস্ব প্রতিনিধি, হলদিয়া, ৩০ জুনঃ হলদিয়া পেট্রোকেমিক্যালে ভয়াবহ আগুন। আজ সকালে হলদিয়ার ১৩ নম্বর ওয়ার্ডে চিরঞ্জিপুর এলাকায় পেট্রোকেমিক্যালে আগুন লাগে বলে জানা গিয়েছে। প্রথমে ঘটনাস্থলে পৌঁছেয় দমকলের ৬টি ইঞ্জিন। পরে আরও ৬টি ইঞ্জিন পৌঁছয়। অর্থাৎ মোট ১২টি ইঞ্জিন ঘটনাস্থলে পৌঁছায়। আগুন নিয়ন্ত্রণে আনতে হিমশিম খান দমকল কর্মীরা। ঘটনায় বেশ কয়েকজন ঝলসে গিয়েছেন বলে খবর। জানা গিয়েছে, ঘটনায় অগ্নিদগ্ধ ১৫ জন। তাঁদের মধ্যে আশঙ্কাজনক ৬ জন। তাঁদের গ্রিন করিডোর করে আনা হয় কলকাতায়। এদিকে, অগ্নিকাণ্ডের জেরে হলদিয়া-পাঁশকুড়া রুটে ট্রেন চলাচল ব্যাহত হয় বলে খবর। স্থানীয় সূত্রে খবর, এদিন ভোরে পেট্রোকেমিক্যালে আগুন লাগে। ন্যাপথা পাইপলাইন লিক করে আগুন লাগে বলে খবর। স্থানীয়রা জানিয়েছেন, গতকাল রাত থেকেই গ্যাসের গন্ধ পাচ্ছিলেন তাঁরা। তারপর আজ ভোর সাড়ে ৪টে বা পৌনে পাঁচটা নাগাদ বিস্ফোরণের শব্দ শোনা যায়। তারপরই বেরিয়ে দেখেন আগুনের লেলিহান শিখা। দাউ দাউ করে সব জ্বলছে। গ্যাস লিক করায় আগুন দ্রুত ছড়িয়ে পড়ে পাশের বস্তিতেও। মুহূর্তের মধ্যে আশেপাশের একাধিক বাড়ি জ্বলে যায়। সঙ্গে সঙ্গে ঘটনাস্থলে পৌঁছয় দমকলের ইঞ্জিন। আগুন নিয়ন্ত্রণে আনতে জল ও ফোম স্প্রে করা হয়।

কিন্তু, তারপরেও আগুন নিয়ন্ত্রণে আনতে রীতিমতো বেগ পেতে হয়েঠে বলে খবর। এদিকে, স্থানীয়দের দাবি, বেশ কয়েকজন ঝলসে গিয়েছেন। তাঁদের মধ্যে দুইজন মহিলা অগ্নিদগ্ধ হয়েছেন। তাঁদের উদ্ধার করে হলদিয়া মহকুমা হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে। কয়েজনের অবস্থা আশঙ্কাজনক। তাঁদের তমলুক মেডিক্যাল কলেজ ও হাসপাতালে স্থানান্তরিত করা হয়েঠে। অগ্নিকাণ্ডের জেরে এলাকার বেশ কিছু বাড়ি ক্ষতিগ্রস্থ হয়েছে। অনেক বাড়ি-দোকান জ্বলে গিয়েছে। এলাকা থেকে প্রচুর মানুষকে নিরাপদ স্থানে সরিয়ে নিয়ে যাওয়া হয়েছে। স্থানীয়দের অভিযোগ, তাঁরা আগের থেকেই গ্যাসের গন্ধ পাচ্ছিলেন। কারখানা কর্তৃপক্ষকেও জানিয়েছিলেন। কিন্তু, অভিযোগ, প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ করা হয়নি। অগ্নিকাণ্ডের জেরে, রেল পরিষেবা ব্যাহত হয়েছে। হলদিয়া-পাঁশকুড়া রুটে ট্রেন চলাচল বন্ধ ছিল।

ধর্মতলায় ২১ জুলাইয়ের সভা নয়! কালীঘাট ও ঋতব্রত-তৃণমূলের দুই শিবিরকেই জানাল পুলিশ

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ৩০ জুনঃ ধর্মতলায় এ বছর ২১ জুলাইয়ের সভা করা যাবে না। কালীঘাট তৃণমূল এবং ঋতব্রত বন্দ্যোপাধ্যায়ের নেতৃত্বাধীন তৃণমূল- দুই শিবিরকেই স্পষ্ট করে জানিয়ে দিল কলকাতা পুলিশ। লালবাজারের তরফে জানানো হয়েছে, ধর্মতলার মতো অত্যন্ত ব্যস্ত এলাকায় রাস্তা আটকে কোনও রাজনৈতিক কর্মসূচি আয়োজনের অনুমতি দেওয়া সম্ভব নয়। প্রসঙ্গত, প্রতি বছরের মতো এ বারও ২১ জুলাই 'শবিদ দিবস' পালন করতে চেয়ে পুলিশের কাছে অনুমতি চেয়েছিল কালীঘাট তৃণমূল। সঙ্গে জুড়েছিল ঋতব্রত বন্দ্যোপাধ্যায়ের গোষ্ঠীও। ধর্মতলার ভিক্টোরিয়া হাউসের সামনে সভা আয়োজনের আবেদন জানিয়েছিল উভয় পক্ষ। কিন্তু শেষ পর্যন্ত সেই অনুমতি মিলল না। এই সিদ্ধান্তকে ঘিরে রাজনৈতিক মহলে জোর চর্চা শুরু হয়েছে। কারণ, চলতি বছরে তৃণমূলের অন্দরে তৈরি হওয়া

বিভাজনের জেরে ২১ জুলাইকে কেন্দ্র করে শুরু থেকেই প্রবল স্নায়ুযুদ্ধ চলছিল। কে কোথায় সভা করবে, কার নিয়ন্ত্রণে থাকবে ঐতিহ্যবাহী কর্মসূচি - তা নিয়ে দীর্ঘদিন ধরেই চাপানউতোর চলছিল দুই পক্ষের মধ্যে। গত রবিবার সেই টানাপড়েন প্রকাশ্যে আসে। কালীঘাট তৃণমূলের কয়েকজন নেতা ও কর্মী ভিক্টোরিয়া হাউসের সামনে গিয়ে রীতিমতো ফিতে দিয়ে মাপজোক শুরু করেন। সভামঞ্চ কোথায় হবে, কী ভাবে কর্মসূচির প্রস্তুতি নেওয়া হবে, তা নিয়েই ব্যস্ত হয়ে পড়েছিলেন তাঁরা। কিন্তু ব্যস্ত রাস্তায় এ ভাবে মাপজোক করাকে কেন্দ্র করে যান চলাচলে বিঘ্নের অভিযোগ ওঠে। সোমবার বিধানসভায় এই ঘটনা নিয়ে ক্ষোভপ্রকাশ করেন মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী। তিনি সরাসরি প্রশ্ন তোলেন, কী ভাবে ব্যস্ত রাস্তার উপর এ ধরনের কাজ করা হল। মুখ্যমন্ত্রীর ওই মন্তব্যের পরেই নড়েচড়ে বসে পুলিশ প্রশাসন। অভিযোগ, রাস্তা আটকে মাপজোকের কারণে সাধারণ মানুষের চলাচলে সমস্যা তৈরি হয়েছিল। সেই অভিযোগের ভিত্তিতে দোলা সেন, কুণাল ঘোষ-সহ কয়েকজন তৃণমূল নেতার বিরুদ্ধে মামলা দায়ের করে পুলিশ। আর তার ঠিক পরের দিনই লালবাজার জানিয়ে দেয়, ধর্মতলায় ২১ জুলাইয়ের সভার অনুমতি দেওয়া হবে না। ওয়াকিবহাল মহলের মতে,

● এরপর ৬ পাতায়...

গাইডলাইন তৈরি করতে হবে

বদলের বাংলায় এবার ডিম নিয়ে বড় নির্দেশ রাজ্যকে

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ৩০ জুনঃ ডিম থেরাপি। জন প্রতিনিধিদের ওপর প্রকাশ্যে ডিম ছোড়া। অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়কে দিয়ে যে 'ব্যধি'র সূচনা হয়েছিল, তা রীতিমতো সংক্রমণের আকার নেয়। তা নিয়ে কলকাতা হাইকোর্টে দায়ের হয় জনস্বার্থ মামলা। সেই মামলায় এবার রাজ্যকে গাইডলাইন তৈরি করার নির্দেশ ভারপ্রাপ্ত প্রধান বিচারপতির। হলফনামা দিয়ে রাজ্য জানাবে কত ঘটনা এরকম ঘটেছে, কী পদক্ষেপ করা হয়েছে। মঙ্গলবার বিচারপতি তপোব্রত চক্রবর্তী ও বিচারপতি পার্থসারথী চট্টোপাধ্যায়ের বেঞ্চে এই মামলার শুনানি ছিল। বিচারপতি রাজ্যকে নির্দেশ দেন, সামাজিক সচেতনতা তৈরি করতে হবে। কী পদক্ষেপ নিয়েছেন? বিচারপতির পর্যবেক্ষণ, এক-দু'জনকে গ্রেফতার করে কী হবে? বিচারপতি পার্থসারথী চট্টোপাধ্যায় বলেন, ''সবার সুরক্ষা সুনিশ্চিত করা সরকারের দায়িত্ব।'' রাজ্যের অ্যাডিশন্যাল এজি রাজদীপ মজুমদার বলেন, ''নিজেদের হাতে কেউ আইন তুলবেন না, এটা আমরা বলেছি। কোনও অভিযোগ না পেলে আমরা কীভাবে পদক্ষেপ নেব?'' কল্যাণ বন্দ্যোপাধ্যায় তখন বলেন, ''পুলিশ এগুলো নিজেই করছে। পুলিশ মব লিঞ্চিং করছে আর জনগণ কী

● এরপর ৬ পাতায়...

৪৪০ কোটির অ্যাকাউন্ট নিয়ে আরও বিপাকে তৃণমূল

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ৩০ জুনঃ একদিকে হাইকোর্টে অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের ধাক্কার পর ধাক্কা। এরই মধ্যে বড় ধাক্কা কালীঘাট-পন্থী তৃণমূলের। কয়েক'শ কোটির অ্যাকাউন্ট ফ্রিজ হয়ে থাকায় এমনিতেই বিপাকে পড়েছে মমতা-পন্থী তৃণমূল শিবির। সেই মামলার দ্রুত শুনানির আর্জিতেও সাড়া দিল না কলকাতা হাইকোর্ট। তহবিল নিয়ে অভিযোগের ভিত্তিতে তৃণমূলের তিনটি অ্যাকাউন্ট ফ্রিজ করে দেওয়া হয়েছে। ঋতব্রত শিবিরের ১০ জন বিধায়ক পুলিশের কাছে লিখিত অভিযোগ দায়ের করেছিলেন। তাঁদের বক্তব্য ছিল ৪৪০ কোটির ওই তহবিলের কোনও স্বচ্ছতা নেই। এরপরই তিনটি অ্যাকাউন্ট ফ্রিজ করে দেওয়া হয়। সেই অ্যাকাউন্ট পুনরায় চালু করতে হাইকোর্টের দ্বারস্থ হয়েছে তৃণমূল। মামলার দ্রুত শুনানির আর্জি জানায় তৃণমূল। সেই আর্জি খারিজ করে দিয়েছেন বিচারপতি সৌগত ভট্টাচার্য। মঙ্গলবার বিচারপতি স্পষ্ট জানিয়েছেন, মামলা হবে তালিকা মেনেই। কাউকেই কোনও বাড়তি সুবিধা দেওয়া হবে না। কেন্দ্রের তরফে সলিসিটর জেনারেল তুষার মেহতা জানিয়েছেন, তিনি কয়েকদিন থাকছেন না। আগামী ২ জুলাইয়ের আগে যেন শুনানি না হয়, সেই আর্জি জানিয়েছিলেন তিনি। আজ (মঙ্গলবার) বা আগামিকাল (বুধবার) নয়, মামলার শুনানি যেন পরশুর আগে না করা হয় সেই আবেদন জানানো হয়েছিল। বিদেশযাত্রার আর্জি নিয়ে আদালতে গিয়েছিলেন অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়। সেই মামলাতেও দ্রুত শুনানির আর্জি খারিজ হয়ে যায়। তালিকায় যত নম্বরে অভিষেকের মামলা রয়েছে, সেই অনুযায়ীই শুনানি হবে বলে জানিয়ে দেন বিচারপতি।

অশান্তির আশঙ্কা!

ধর্মতলা চত্বরে মিছিল-ধর্না বন্ধে জমায়েতে ৬০ দিনের নিষেধাজ্ঞা, বিজ্ঞপ্তি পুলিশের

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ৩০ জুনঃ ধর্মতলা চত্বরে আগামী ৬০ দিনের জন্য কড়া নিষেধাজ্ঞা জারি করল কলকাতা পুলিশ। সম্ভাব্য বিক্ষোভ, অশান্তি এবং জনশৃঙ্খলা ভাঙনের আশঙ্কায় এই পদক্ষেপ নেওয়া হয়েছে বলে জানিয়েছে পুলিশ-প্রশাসন। কলকাতার পুলিশ কমিশনার অজয় নন্দ ভারতীয় নাগরিক সুরক্ষা সংহিতার ১৬৩ ধারার আওতায় এই নির্দেশ জারি করেছেন। পুলিশের নির্দেশ অনুযায়ী, আগামী ২ জুলাই থেকে ৩০ আগস্ট পর্যন্ত ধর্মতলার একটি বিস্তীর্ণ এলাকায় পাঁচ জন বা তার বেশি মানুষের জমায়েত নিষিদ্ধ থাকবে। একইসঙ্গে মিছিল, সভা, ধর্না, বিক্ষোভ কর্মসূচি আয়োজনেও নিষেধাজ্ঞা জারি করা হয়েছে। পুলিশের তরফে জানানো হয়েছে, নির্ভরযোগ্য সূত্রে এমন তথ্য মিলেছে যে, ওই এলাকায় হিংসাত্মক বিক্ষোভ এবং বড়সড় অশান্তির আশঙ্কা রয়েছে। তার জেরে জনশান্তি বিঘ্নিত হতে পারে এবং আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতির অবনতি ঘটতে পারে। সেই কারণেই আগাম সতর্কতামূলক ব্যবস্থা হিসেবে এই সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। নিষেধাজ্ঞার আওতায় পড়ছে বউবাজার থানা, হেয়ার স্ট্রিট থানা এবং সদর ট্র্যাফিক গার্ডের অন্তর্গত নির্দিষ্ট অংশ। কেসি দাস মোড় থেকে ভিক্টোরিয়া হাউস তথা সিইএসসি দফতর পর্যন্ত বিস্তীর্ণ এলাকায় এই নির্দেশ কার্যকর হবে। তবে বেন্টিঙ্ক স্ট্রিটকে এই নিষেধাজ্ঞার বাইরে রাখা হয়েছে। পুলিশ কমিশনারের নির্দেশে স্পষ্ট বলা হয়েছে, এই সময়ের মধ্যে পাঁচ বা তার বেশি মানুষের জমায়েত করা যাবে না। লাঠি, আগ্নেয়াস্ত্র বা অন্য কোনও বিপজ্জনক অস্ত্র বহনেও নিষেধাজ্ঞা জারি হয়েছে। এমন কোনও কাজ করা যাবে না, যাতে শান্তিভঙ্গ, জনদুর্ভোগ বা যান চলাচলে বিঘ্ন ঘটে। প্রশাসনের বক্তব্য, ধর্মতলা কলকাতার অন্যতম ব্যস্ত এলাকা। প্রতিদিন হাজার হাজার মানুষ ওই পথ ব্যবহার করেন। সেখানে রাজনৈতিক জমায়েত বা বিক্ষোভ থেকে বড়সড় বিশৃঙ্খলার আশঙ্কা রয়েছে। তাই বৃহত্তর জনস্বার্থেই এই সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। পুলিশ আরও জানিয়েছে, এত সংখ্যক মানুষের কাছে আলাদা করে নোটিস পৌঁছে দেওয়া সম্ভব নয়। সেই কারণেই ভারতীয় নাগরিক সুরক্ষা সংহিতার ১৬৩ ধারার উপধারা অনুযায়ী একতরফা ভাবে এই নির্দেশ জারি করা হয়েছে। সংবাদমাধ্যম, কলকাতা পুলিশ গেজেট এবং বিভিন্ন থানার নোটিস বোর্ডের মাধ্যমে এই নির্দেশ প্রকাশ করা হবে। রাজনৈতিক মহলের একাংশের মতে, সাম্প্রতিক সময়ে ধর্মতলা ঘিরে একাধিক রাজনৈতিক কর্মসূচি, পাল্টা কর্মসূচি এবং উত্তেজনার আবহ তৈরি হয়েছিল। বিশেষ করে ২১ জুলাইয়ের কর্মসূচি নিয়ে বিভিন্ন রাজনৈতিক শিবিরের টানাপোড়েনের মধ্যেই পুলিশের এই পদক্ষেপ তাৎপর্যপূর্ণ বলে মনে করা হচ্ছে।

মন্ত্রিসভায় একঝাঁক রদবদল, নিট কেলেঙ্কারির জেরে পদ হারাতে চলেছেন ধর্মেন্দ্র প্রধান!

সংবাদ সংস্থা, নয়াদিল্লি, ৩০ জুনঃ জল্পনা গত কয়েকদিনের। এবার মোদি মন্ত্রিসভায় বড়সড় রদবদল হতে চলেছে। সেটা সম্ভবত আগামী মাসের শুরুতেই। আর সমস্ত জল্পনার মধ্যে যেটা সবচেয়ে বড়, তা হল নিট কেলেঙ্কারির জেরে শিক্ষামন্ত্রী ধর্মেন্দ্র প্রধানকে নাকি সরানো হবে তাঁর পদ থেকে। অন্যদিকে তাঁর পরিবর্তে অর্থমন্ত্রী নির্মলা সীতারমণকে নাকি নতুন শিক্ষামন্ত্রী করা হবে। তাঁর মন্ত্রকের দায়িত্ব পাবেন পীযূষ গোয়েল। যদিও এখনও পর্যন্ত প্রশাসনের তরফে এই বিষয়ে কিছুই বলা হয়নি। তবে সোশাল মিডিয়া ও সংবাদমাধ্যম, নানা সূত্রের দাবি এমনই। দাবি রয়েছে আরও অনেকগুলি পরিবর্তন নিয়েও। সদ্যই প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি তৃতীয় মেয়াদের দু'বছর পূর্ণ করেছেন। বিজেপির অতীতের রীতি বলছে, মোদি প্রধানমন্ত্রী হওয়ার দু'বছর পর মন্ত্রিসভায় রদবদল হয়। তাছাড়া নীতীন নবীন

বিজেপির সভাপতি হওয়ার পর পাঁচমাস কেটে গেলেও তাঁর নতুন 'টিম' তৈরি হয়নি। বিজেপি সূত্র বলছে, এবার মন্ত্রিসভার রদবদল এবং বিজেপির সাংগঠনিক রদবদল দুটো হবে একে অপরের সঙ্গে সাযুজ্য বজায় রেখে। অর্থাৎ মন্ত্রিসভা থেকে কিছু মুখ আসবেন সংগঠনে। আবার মন্ত্রিসভায় কিছু নতুন মুখকে সুযোগ দেওয়া হবে। কিছু পুরনো নেতাকে ছুটিও দিয়ে দেওয়া হতে পারে। ধর্মেন্দ্রর শিক্ষামন্ত্রীর পদ হারানোর পাশাপাশি আরও যেসব নাম ভেসে আসছে তাঁদের মধ্যে রয়েছে নীতীন গড়করির নাম। তাঁকে পরিবহণ মন্ত্রীর পদ থেকে সরানো হতে পারে। পাশাপাশি শোনা যাচ্ছে, আপ থেকে পদ্ম শিবিরে যোগ দেওয়া রাঘব চাড্ডা, প্রাক্তন আরবিআই শক্তিকান্ত দাসকে মন্ত্রীসভায় যুক্ত করা হতে পারে। বিহারের প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী নীতীশ কুমারকেও দেওয়া হতে পারে বড় দায়িত্ব। সেই সঙ্গেই অনুরাগ ঠাকুরও নতুন মন্ত্রক পেতে পারে পারেন বলে গুঞ্জন। তবে, বলে রাখা ভালো, এই ধরনের গুঞ্জন সংক্রান্ত কোনও প্রতিক্রিয়া মোদি সরকারের তরফে এখনও পাওয়া যায়নি। কবে নতুন মন্ত্রিসভা বিষয়ে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নেওয়া হবে তাও এখনও জানা যায়নি।

তারাতলা বিপর্যয়ের পর কলকাতার ছ'তলা বা তার উঁচু সমস্ত ভবনে 'বিল্ডিং অডিট' শুরু পুরসভার

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ৩০ জুনঃ তারাতলার বিপর্যয়ের পর মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারীর কড়া নির্দেশে কলকাতা-সহ রাজ্যের মোট ১৩টি পুরসভা এলাকায় সমস্ত ধরনের নির্মাণকাজ আপাতত স্থগিত রাখা হয়েছে। এই আপকালীন পরিস্থিতিতে শহরের মাথা তোলা বহুতলগুলির সামগ্রিক কাঠামোগত অডিট বা 'বিল্ডিং অডিট' শুরু করার আগে, প্রতিটি ওয়ার্ডের একটি নিখুঁত খতিয়ান বা তালিকা তৈরির কাজ শুরু করল কলকাতা পুরসভা। পুর প্রশাসন সূত্রে খবর, চলতি সপ্তাহ থেকেই এই বিশেষ সমীক্ষা জোরকদমে শুরু হয়ে গিয়েছে। পুরসভার বিল্ডিং বিভাগকে দেওয়া নির্দেশিকায় স্পষ্ট বলা হয়েছে, কোন ওয়ার্ডে কতগুলি বহুতলের নির্মাণকাজ চলছে, তার একটি পুঙ্খানুপুঙ্খ বিবরণ সংগ্রহ করতে হবে। লালবাজার ও নবান্নের শীর্ষ কর্তাদের মতে, এই প্রাথমিক তালিকাটি হাতে চলে এলে পরবর্তী পর্যায়ের প্রযুক্তিগত অডিটের কাজটি অত্যন্ত সুশৃঙ্খল ও দ্রুততার সঙ্গে করা সম্ভব হবে। বাণিজ্যিক নির্মাণ এবং সাধারণ আবাসিক বহুতল- উভয় ক্ষেত্রেই ছ'তলা বা তার বেশি উচ্চতার ভবনগুলিকে এই অডিট প্রক্রিয়ায় বিশেষ

অগ্রাধিকার দেওয়া হচ্ছে। রাজ্য সরকারের তরফে ইতিমধ্যেই বিভিন্ন দফতরের বিশেষজ্ঞদের নিয়ে একটি উচ্চপর্যায়ের অডিট কমিটি গঠন করা হয়েছে। কলকাতা পুরসভা এলাকায় এই পরিদর্শনের কাজটিকে গতি দিতে বরোভিত্তিক একটি বিশেষ 'যৌথ পরিদর্শন টিম' গঠনের সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। যদিও এই দল গঠনের প্রক্রিয়াটি এখনও সম্পূর্ণ শেষ হয়নি, তবে যৌথ তল্লাশি শুরু হওয়ার আগেই নিজেদের ঘরের প্রস্তুতি সেরে রাখছেন পুর কর্তৃপক্ষ। এই যৌথ পরিদর্শক দলে থাকছেন- ১) কলকাতা পুরসভার বিল্ডিং বিভাগের আধিকারিক ২) রাজ্য পূর্ত দফতর ও কেএমডিএ-র প্রতিনিধি ৩) সিইএসসি ও রাজ্য বিদ্যুৎ পর্ষদের প্রযুক্তিবিদ ৪) কলকাতা পুলিশ, দমকল এবং বিপর্যয় মোকাবিলা দফতরের আধিকারিকবৃন্দ। তথ্যাদি সংগ্রহের কাজকে আরও নিখুঁত করতে গত সোমবার পুরসভার তরফে একটি বিশেষ ফর্ম বা 'তথ্যপত্র' প্রকাশ করা হয়েছে। যেখানে সংশ্লিষ্ট ডেভেলপার বা নির্মাণকারী সংস্থাকে তাঁদের প্রজেক্টের ধরন, পুরসভার অনুমোদনের নথি, ব্যবহৃত নির্মাণ প্রযুক্তি এবং অন্যান্য সমস্ত প্রাসঙ্গিক বিষয়ের বিবরণ দিতে বলা হয়েছে। পুরসভার লক্ষ্য- নিজেদের তথ্যভাণ্ডারের সঙ্গে এই ফর্মের বয়ান মিলিয়ে দেখে সম্ভাব্য কারচুপি বা অসঙ্গতিগুলি গোড়াতেই চিহ্নিত করা। পুরসভা সূত্রে জানা গিয়েছে, বিষয়টি শুধু ডেভেলপারদের দেওয়া তথ্যের মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকছে না। শহরের লাইসেন্সপ্রাপ্ত বিল্ডিং সার্ভেয়ার, স্থপতি এবং স্ট্রাকচারাল

● এরপর ৬ পাতায়...

এসআইআর-এর পর মিজোরামের ভোটার তালিকা থেকে বাদ ৪৬,১৯১ হাজার নাম

আইজল(সংবাদ সংস্থা), ৩০ জুন ঃ মিজোরামে ' বিশেষ নিবিড় সংশোধন' (এসআইআর) প্রক্রিয়া সম্পন্ন হওয়ার পর ভোটার তালিকা থেকে ৪৬,১৯১ হাজার নাম বাদ পড়েছে। এসআইআর-এর পর এখন রাজ্যের মোট ভোটারের সংখ্যা হয়েছে ৮,২৮,৮৭৭। এসআইআর কর্মসূচির বলে ভোটার তালিকার গণনাপত্র ১০০ শতাংশ ডিজিটাইজেশন সম্পন্ন করে দেশের ১৬টি রাজ্য ও তিনটি কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলের মধ্যে প্রথম স্থান অর্জন করেছে মিজোরাম। ভারতের নির্বাচন কমিশনের নির্ধারিত ২৮ জুনের সময়সীমার তিন দিন আগেই এই কাজ সম্পন্ন হয়েছে।রাজ্যের যুগ্ম মুখ্য নির্বাচন আধিকারিক এথেল রোথাংপুই জানান, গত ২০ মে শুরু হয়েছিল ' স্পেশাল ইনটেনসিভ রিভিশন' (বিশেষ নিবিড় সংশোধন সংক্ষেপে এসআইআর)। নির্ধারিত সময়ের তিনদিন আগে, গত গত বৃহস্পতিবার সন্ধ্যায় ডিজিটা লাইজেশনের কাজ শেষ হয়েছে। ১,৩০১ জন বুথ লেভেল অফিসার (বিএলও) ভোটার গণনার কাজ করেছেন। এসআইআর প্রক্রিয়া সমস্ত গণনাপত্র ডিজিটালাইজেশনের মাধ্যমে সম্পন্ন হয়েছে। তিনি জানান, এসআইআর প্রক্রিয়ায় মোট ৪৬,১৯১ জনের নাম ভোটার তালিকা থেকে বাদ দেওয়া হয়েছে। যাঁদের নাম বাদ পড়েছে, তাঁদের মধ্যে ২১,২৯০ জনের মৃত্যু হয়েছে, ১৩,৯৯২ জন স্থায়ীভাবে অন্য রাজ্য বা বিদেশে চলে গিয়েছেন, ৮,৩৫২ জনকে খুঁজে পাওয়া যায়নি এবং ২,২৪৫ জনের ক্ষেত্রে দ্বৈত নাম নথিভুক্ত থাকার প্রমাণ মিলেছে।তিনি জানান, ২০০৫ সালের শেষ এসআইআর-এর সময় মিজোরামে ভোটারের সংখ্যা ছিল ৫.৫৯ লক্ষের বেশি।২০২৫ সালে তা বেড়ে ৮.৭৫ লক্ষের বেশি হয়েছিল। এর মধ্যে পুরুষ ভোটার ৪.২৩ এবং মহিলা ভোটার ৪.৫১ লক্ষের বেশি।যুগ্ম মুখ্য নির্বাচন আধিকারিক জানান, ধর্মীয় বিশ্বাসের দরুন ৩২৯ জন যোগ্য ভোটার এবারের এসআইআর প্রক্রিয়ায় নতুন করে নাম অন্তর্ভুক্ত বা পুনর্নিবন্ধন করতে অস্বীকার করেছেন। এঁরা হয় ২০২৫ সালের ভোটার তালিকায় অন্তর্ভুক্ত ছিলেন, অথবা তাঁদের পরিবারের সদস্যদের নাম আগের সংশোধন প্রক্রিয়ায় তালিকাভুক্ত ছিল। তাঁদের বক্তব্য, বাইবেলে উল্লেখিত ' নাম্বার অব দ্য বিস্ট' (৬৬৬)-এর সঙ্গে সংশ্লিষ্ট ধর্মীয় বিশ্বাসের কারণেই নাকি তাঁরা এই সিদ্ধান্ত নিয়েছেন।খসড়া ভোটার তালিকা আগামী ৪ জুলাই প্রকাশ করা হবে। এর পর ৫ জুলাই থেকে ৪ আগস্ট পর্যন্ত ভোটাররা দাবি ও আপত্তি জানাতে পারবেন। সেই প্রক্রিয়া শেষ হওয়ার পর চূড়ান্ত ভোটার তালিকা প্রকাশ করা হবে বলে জানান যুগ্ম মুখ্য নির্বাচন আধিকারিক এথেল রোথাংপুই। এদিকে বিরোধী দল মিজোরামের চাকমা অধ্যুষিত এলাকাগুলির ভোটার তালিকা বিস্তারিতভাবে যাচাই করার দাবি জানিয়েছে মিজো জিরলাই পওল (এমজেডপি)। সংগঠনটি অভিযোগ করেছে, ওই অঞ্চলে ভোটারের সংখ্যা ১২১ শতাংশ বেড়েছে এবং নতুন ৯৭টি গ্রামের উদ্ভব হয়েছে।অভিযোগের পরিপ্রেক্ষিতে যুগ্ম মুখ্য নির্বাচন আধিকারিক এথেল রোথাংপুই আশ্বাস দিয়ে জানান, মিজো জিরলাই পওল-এর উত্থাপিত উদ্বেগ ও অভিযোগগুলি নির্বাচন কমিশন খতিয়ে দেখছে।

হুল দিবসে সাঁওতাল বিদ্রোহের শহিদদের শ্রদ্ধাঞ্জলি মুখ্যমন্ত্রীর

নিজস্ব প্রতিনিধি,কলকাতা, ৩০ জুন ঃ হুল দিবস যথাযোগ্য মর্যাদার সঙ্গে রাজ্য জুড়ে পালিত হচ্ছে। মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী তরফে ও শ্রদ্ধাঞ্জলি নিবেদন করা হয়েছে। হুল দিবসে সমাজ মাধ্যমে তিনি লিখেছেন, হুল দিবসের এই পবিত্র ও তাৎপর্যপূর্ণ মুহূর্তে, সাঁওতাল বিদ্রোহের অমর শহিদদের প্রতি আমি আমার গভীর শ্রদ্ধা নিবেদন করছি। ব্রিটিশ ঔপনিবেশিক শোষণের বিরুদ্ধে লড়াইয়ে সিধো, কানহু, চাঁদ, ভৈরব ও আরও অনেকের মতো বীর নেতাদের অতুলনীয় সাহসিকতা, অদম্য মনোবল এবং সর্বোচ্চ আত্মত্যাগ আমাদের দেশের ইতিহাসে চিরকাল এক গৌরবোজ্জ্বল অধ্যায় হয়ে থাকবে।নিজেদের ভূমি, অধিকার ও মর্যাদা রক্ষার ক্ষেত্রে তাঁদের অবিচল নিষ্ঠা আজও আমাদের সকলকে ন্যায়বিচার ও সাম্যের পক্ষে দৃঢ়ভাবে দাঁড়াতে অনুপ্রাণিত করে। আজ আমরা তাঁদের অদম্য সাহসের প্রতি শ্রদ্ধাবনত মস্তকে সম্মান জানাই এবং তাঁদের সেই চিরস্থায়ী ঐতিহ্যকে স্মরণ করি।

ডিম ছোড়া ঠেকাতে নির্দেশ কলকাতা হাই কোর্টের

নিজস্ব প্রতিনিধি,কলকাতা, ৩০ জুন ঃ পালাবদলের পর অপছঃদের নেতাকে হাতের নাগালে পেলেই ডিম ছুড়ছে উত্তেজিত জনতা। ডিম ছোড়া ঠেকাতে নির্দেশ দিল কলকাতা হাই কোর্ট। আদালত সূত্রের খবর, মঙ্গলবার মামলার শুনানিতে হাই কোর্টের ভারপ্রাপ্ত প্রধান বিচারপতি তপোব্রত চক্রবর্তীর নেতৃত্বাধীন ডিভিশন বেঞ্চ বলেছে, অভিযুক্তকে নিয়ে নিরাপদে যাতায়াতের ক্ষেত্রে গাইডলাইন তৈরি করতে হবে। রাজ্যের কাছে বিস্তারিত রিপোর্টও তলব করা হয়েছে। এদিন মামলার শুনানিতে ভারপ্রাপ্ত প্রধান বিচারপতি তপোব্রত চক্রবর্তী বলেন, সমাজিক সচেতনতা তৈরি করতে হবে। বিচারপতি পার্থসারথি চট্টোপাধ্যায় বলেন, সবার সুরক্ষা সুনিশ্চিত করা সরকারের দায়িত্ব।ডিম ছোড়ার ঘটনা নিয়ে করা জনস্বার্থ মামলায় এদিন হাই কোর্টের পর্যবেক্ষণ, মানুষ নিজেদের হাতে আইন তুলে নিতে পারেন না। রাজ্যের সামাজিক দায়িত্ব সবাইকে নিরাপত্তা দেওয়া। এই ব্যাপারে একটা গাইডলাইন তৈরি করে রাজ্যকে তা প্রচার করতে হবে বলে জানিয়েছে হাই কোর্ট। এভাবে ডিম ছুড়লে কী আইনি ব্যবস্থা নেওয়া হবে তারও প্রচার করতে হবে রাজ্যকে।

সেপ্টেম্বরে শুরু হতে পারে মেগা বাজেটের চলচ্চিত্র প্রলয়ের শুটিং, মুখ্য চরিত্রে রণবীর সিং

মুম্বই(সংবাদ সংস্থা), ৩০ জুন ঃ শুরু হল বলিউডের অন্যতম বহু প্রতিক্ষিত ছবি 'প্রলয়'-এর প্রস্তুতি । ছবিতে প্রধান চরিত্রে রয়েছেন অভিনেতা রণবীর সিং। ছবির পরিচালনায় পরিচালক জয় মেহতা। ছবির নির্মাতারা জানিয়েছেন, এই বছরের সেপ্টেম্বরে শুরু হতে পারে ছবির শুটিং। ছবির কিছু উল্লেখযোগ্য অংশের শুটিং হবে অস্ট্রেলিয়ায় ।নির্মাতাদের সূত্রে জানা গেছে, ছবির পরিচালক এবং টিমের সঙ্গে চিত্রনাট্য, চরিত্র সহ বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ দিক নিয়ে আলোচনা করছেন রণবীর। চরিত্রের জন্য চলছে বিশেষ প্রশিক্ষণ। প্রায় ৩০০ কোটি টাকার বাজেটে নির্মিত হতে চলেছে প্রলয়। ফলত এটি হতে চলেছে রণবীর সিং-এর অভিনয় জীবনের সর্বাপেক্ষা ব্যয়বহুল একক ছবি । এছাড়া আরও একটি বিশেষ দিক, ছবির মাধ্যমে বলিউড জগতে পা রাখতে চলেছেন দক্ষিণ ভারতীয় অভিনেত্রী কল্যাণী প্রিয়দর্শন । ছবির বিষয়বস্তু এবং উপস্থাপনা সামনে আসতেই দর্শকদের মধ্যে তৈরি হয়েছে উন্মাদনা ।

ঘোষণা

দুরন্ত প্রকাশন (প্রাঃ) লিমিটেড বা তার কোনও এজেন্ট এই সংবাদপত্রে প্রকাশিত কোনও বিজ্ঞানের যথার্থতা ও নির্ভরযোগ্যতার ব্যাপারে কোনও ভাবে দায়বদ্ধ নয়। এই সংবাদপত্রে প্রকাশ করা বিজ্ঞাপনগুলি শুধুমাত্র সরল বিশ্বাসে গ্রহণ করা হয়। এই ঘোষণা ভারত সরকারের স্পেশাল ক্রাইম ব্রাঞ্চের নির্দেশ অনুযায়ী ছাপা হচ্ছে।

ভারত সফরে বুধবার আসছেন জাপানের প্রধানমন্ত্রী সানায়ে তাকাইচি

টোকিও, ৩০ জুন ঃ জাপানের প্রধানমন্ত্রী সানায়ে তাকাইচি আগামী ১ জুলাই থেকে তিন দিনের ভারত সফরে আসছেন। সফরকালে তিনি প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর সঙ্গে দ্বিপাক্ষিক বৈঠকে মিলিত হবেন। জাপান সরকারের দাবি, অর্থনৈতিক সহযোগিতা আরও জোরদার করাই এই সফরের মূল লক্ষ্য।জাপান সরকারের এক শীর্ষ আধিকারিক জানিয়েছেন, নয়াদিল্লিতে দুই দেশ অর্থনৈতিক নিরাপত্তা সংক্রান্ত একটি যৌথ ঘোষণাপত্র প্রকাশ করতে পারে। সেখানে অর্থনৈতিক চাপ বা জবরদস্তির বিরুদ্ধে যৌথ অবস্থানের উল্লেখ থাকার সম্ভাবনা রয়েছে।জানা গেছে , সেমিকন্ডাক্টর, রেয়ার আর্থ-সহ গুরুত্বপূর্ণ খনিজ, তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি, পরিচ্ছন্ন জ্বালানি এবং চিকিসা সামগ্রীর মতো পাঁচটি অগ্রাধিকারপ্রাপ্ত ক্ষেত্রে সহযোগিতা আরও বিস্তৃত করার বিষয়ে দুই দেশের মধ্যে ঐকমত্য হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে।গত বছরের অক্টোবরে প্রধানমন্ত্রী পদে দায়িত্ব নেওয়ার পর এটাই সানায়ে তাকাইচির প্রথম ভারত সফর। সফর ঘোষণা করে জাপানের প্রধান মন্ত্রিপরিষদ সচিব মিনোরু কিহারা বলেন, অর্থনৈতিক নিরাপত্তা, বিনিয়োগ এবং উদ্ভাবনের ক্ষেত্রে সহযোগিতা বাড়িয়ে ভারতের সঙ্গে কৌশলগত সম্পর্ককে আরও শক্তিঃশালী করাই জাপানের লক্ষ্য।তিনি আরও বলেন, মুক্ত ও উন্মুক্ত ইন্দো-প্যাসিফিক গড়ে তুলতে ভারত-জাপান সম্পর্ক আরও সুদৃঢ় হওয়া অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।এই সফর এমন এক সময়ে হচ্ছে, যখন জাপান-চিন সম্পর্ক এখনও উত্তেজনাপূর্ণ। গত নভেম্বরে সংসদে সানায়ে তাকাইচি বলেছিলেন, তাইওয়ানের উপর হামলার পরিস্থিতি তৈরি হলে মার্কিন সমর্থনে জাপানের প্রতিরক্ষা বাহিনী প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ নিতে পারে।অন্যদিকে, হিমালয় সীমান্তে চিনের সঙ্গে ভারতের দীর্ঘদিনের সীমান্ত বিরোধ রয়েছে। সম্প্রতি মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পের শুল্কনীতি ঘিরে আন্তর্জাতিক বাণিজ্য পরিস্থিতির পরিবর্তনের মধ্যে ভারত অর্থনৈতিক স্বার্থকে গুরুত্ব দিয়ে চিনের সঙ্গেও সম্পর্ক স্বাভাবিক করার চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে।

ভূমিকম্পে মৃত্যু বেড়ে ১,৭১৯, এখনও নিখোঁজ বহু

কারাকাস, ৩০ জুন ঃভেনেজুয়েলায় ভয়াবহ ভূমিকম্পে মৃতের সংখ্যা বেড়ে হয়েছে ১,৭১৯। এখনও বহু মানুষ নিখোঁজ। ধ্বংসস্তূপের নীচে প্রাণের সন্ধানে চলছে তল্লাশি ও উদ্ধারকাজ। ভয়াবহ ভূমিকম্পের পরে কেটে গিয়েছে অন্তত ৫ দিন। এখনও চলছে উদ্ধারকাজ। ভেনেজুয়েলা সরকার এক বিবৃতিতে জানিয়েছে, ভূমিকম্পে মৃতের সংখ্যা বেড়ে দাঁড়িয়েছে ১,৭১৯।গত গত বুধবারের ভূমিকম্পে প্রায় ৮০০টি বহুতল ভেঙে পড়েছে। সব জায়গায় প্রাণের খোঁজে এখনও তল্লাশি চালাচ্ছেন উদ্ধারকারী দলের সদস্যেরা। খবর সূত্র থেকে জানা

ভূপেন্দ্র যাদবকে জন্মদিনের শুভেচ্ছা মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারীর

নিজস্ব প্রতিনিধি,কলকাতা, ৩০ জুনঃকেন্দ্রীয় পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন বিষয়ক মন্ত্রী ভূপেন্দ্র যাদবকে জন্মদিনের শুভেচ্ছা জানিয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী। কেন্দ্রীয় মন্ত্রীর দীর্ঘায়ু ও সুস্বাস্থ্য কামনা করেছেন শুভেন্দু।মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু এদিন সামাজিক মাধ্যমে জানান, কেন্দ্রীয় পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন বিষয়ক মন্ত্রী ভূপেন্দ্র যাদব মহাশয়ের আজ শুভ জন্মদিন। বিধাননগরে তাঁর সঙ্গে সাক্ষাৎ করে জন্মদিনের আন্তরিক শুভেচ্ছা ও শুভকামনা জানান শুভেন্দু। মুখ্যমন্ত্রী আরও জানান, করুণাময় ঈশ্বরের কাছে ওনার সুস্বাস্থ্য, দীর্ঘায়ু ও সর্বাঙ্গীণ মঙ্গল প্রার্থনা করি।

অমরনাথ যাত্রা নির্বিঘ্ন করতে অত্যাধুনিক ও বহুস্তরীয় নিরাপত্তা বলয়

জম্মু, ৩০ জুন ঃ ৩ জুলাই থেকে জম্মু ও কাশ্মীরে শুরু হতে চলেছে অমরনাথ যাত্রা। তীর্থযাত্রায় নিরাপত্তা বলয় নিশ্ছিদ্র করতে তৎপর হল যৌথ সুরক্ষা বাহিনী। এই নিরাপত্তা ব্যবস্থার মূল কেন্দ্র হিসেবে মনোনীত করা হয়েছে জম্মুতে স্থাপিত অত্যাধুনিক ইন্টিগ্রেটেড কমান্ড অ্যান্ড কন্ট্রোল সেন্টারকে। এর কন্ট্রোল রুম থেকে যাত্রাপথ, বেস ক্যাম্প, স্পর্শকাতর এলাকা এবং সুরক্ষাবাহিনীর গতিবিধির উপর টানা ২৪ ঘণ্টা নজর রাখা হবে।এই ইন্টিগ্রেটেড কমান্ড অ্যান্ড কন্ট্রোল সেন্টারের সঙ্গে যুক্ত করা হয়েছে বিভিন্ন নিরাপত্তা সংস্থার লাইভ ফিড বা ভিডিও লিঙ্ক। উচ্চ ক্ষমতাসম্পন্ন সিসিক্যামেরা, কৃত্তিম বুদ্ধিমত্তা চালিত ভিডিও অ্যানালিটিক্স, মুখাবয়ব চেনার প্রযুক্তি, ড্রোনের মাধ্যমে আকাশপথে নজরদারি এবং জিপিএস ট্র্যাকিং এর মাধ্যমে সম্পূর্ণ যাত্রাপথের প্রতিটি মুহূর্তের উপর কড়া নজর রাখা হচ্ছে। যেকোনও ধরনের সন্দেহজনক গতিবিধি চোখে পড়ামাত্রই এই কন্ট্রোল সেন্টার থেকে তাৎক্ষণিক ভাবে সংশ্লিষ্ট সুরক্ষা বাহিনীকে সতর্কবার্তা পাঠানো হবে।

অধ্যাপক প্রশান্ত চন্দ্র মহলানবিশের ১৩৩তম জন্মবার্ষিকী এবং পরিসংখ্যান দিবস ২০২৬ উদযাপন করল ইন্ডিয়ান স্ট্যাটিস্টিক্যাল ইনস্টিটিউট

কলকাতা(পিআইবি), ৩০ জুনঃ ইন্ডিয়ান স্ট্যাটিস্টিক্যাল ইনস্টিটিউট (ISI), কলকাতা, আজ তার কলকাতাস্থিত সদর দপ্তরে পরিসংখ্যান দিবস এবং কর্মী দিবসের সঙ্গে অধ্যাপক প্রশান্ত চন্দ্র মহলানবিশের ১৩৩তম জন্মবার্ষিকী উদযাপন করল। ইন্ডিয়ান স্ট্যাটিস্টিক্যাল ইনস্টিটিউটের প্রতিষ্ঠাতা বা ভারতীয় পরিসংখ্যান সংস্থার এবং ভারতের পরিসংখ্যান বিজ্ঞানের অগ্রদূতের উল্লেখযোগ্য ঐতিহ্যকে স্মরণ করতে এই কর্মসূচিটি বিশিষ্ট শিক্ষাবিদ, বিজ্ঞানী, অনুষদ সদস্য, গবেষক, ছাত্র এবং কর্মীদের জোটবদ্ধ করল।কেন্দ্রীয় পরিসংখ্যান ও কর্মসূচি বাস্তবায়ন মন্ত্রক (MoSPI) দ্বারা ঘোষিত ২০২৬ সালের পরিসংখ্যান দিবসের মূল ভাবনা (থিম) প্রশাসনিক তথ্য সম্পর্কিত সম্ভাবনার উন্মোচন (Unlocking the Potential of Administrative Data)।অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন অশোকা ইউনিভার্সিটির উপাচার্য অধ্যাপক সোমক রায়চৌধুরী। বিশেষ অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন আইএসআই-এর প্রাক্তন ভারপ্রাপ্ত নির্দেশক এবং অনুষদ সদস্য অধ্যাপক দীপঙ্কর দাশগুপ্ত। এই অনুষ্ঠানে আরও উপস্থিত ছিলেন আইএসআই-এর নির্দেশক অধ্যাপক অমর্ত্য কুমার দত্ত, আইএসআই-এর সভাপতি অধ্যাপক শঙ্কর কুমার পাল, ডিন অফ স্টাডিজ অধ্যাপক বিশ্বব্রত প্রধান, অভ্যর্থনা কমিটির আহ্বায়ক ড. পারমিতা দাস, আইএসআই ওয়ার্কার্স অর্গানাইজেশনের সভাপতি ড. পার্থ প্রতিম মহন্ত এবং আইএসআই-এর চিফ এক্সিকিউটিভ (প্রশাসন ও অর্থ) শ্রী রবীন্দ্র কুমার।সমাবেশে বক্তব্য রেখে অধ্যাপক অমর্ত্য কুমার দত্ত সাম্প্রতিক বছরগুলিতে ইনস্টিটিউটের অগ্রগতি এবং গবেষণা ও উচ্চশিক্ষার জন্য ভারতের অন্যতম প্রধান প্রতিষ্ঠান হিসাবে সংস্থার সুনামের কথা তুলে ধরেন। তিনি বলেন, আইএসআই তার উচ্চ মান বজায় রাখার সঙ্গে সঙ্গে পরিসংখ্যান, গণিত, কম্পিউটার বিজ্ঞান, অর্থনীতি এবং আন্তঃবিষয়ক গবেষণায় তার শ্রেষ্ঠত্বের জন্য জাতীয় এবং আন্তর্জাতিক স্বীকৃতি লাভ করেছে। অধ্যাপক শঙ্কর কুমার পাল ইন্ডিয়ান স্ট্যাটিস্টিক্যাল ইনস্টিটিউট প্রতিষ্ঠা এবং ভারতে পরিসংখ্যান বিজ্ঞানের ভিত্তি স্থাপনে অধ্যাপক পি. সি. মহলানবিশের দূরদর্শী নেতৃত্বের কথা স্মরণ করে তাঁর প্রতি আন্তরিক শ্রদ্ধা নিবেদন করেন। তিনি তাঁর অভিমত প্রকাশ করে বলেন, অধ্যাপক মহলানবিশের অগ্রণী কর্মপন্থা পরিসংখ্যানকে বৈজ্ঞানিক গবেষণা, অর্থনৈতিক পরিকল্পনা এবং জননীতির একটি গুরুত্বপূর্ণ হাতিয়ারে রূপান্তরিত করেছে, যা একটি চিরস্থায়ী প্রভাব ফেলে এবং প্রতিষ্ঠানটিকে এগিয়ে নিয়ে চলেছে।প্রধান বক্তা হিসাবে অধ্যাপক সোমক রায়চৌধুরী আধুনিক বৈজ্ঞানিক গবেষণায়, বিশেষ করে জ্যোতির্বিজ্ঞানে, তথ্য এবং পরিসংখ্যান বিজ্ঞানের ক্রমবর্ধমান গুরুত্বের কথা তুলে ধরেন। তিনি ব্যাখ্যা করে বলেন, কিভাবে আজকের জ্যোতির্বিজ্ঞান সংক্রান্ত আবিষ্কারগুলি বিপুল পরিমাণ পর্যবেক্ষণমূলক তথ্যের বিশ্লেষণের ওপর ব্যাপকভাবে নির্ভর করে। তিনি জোর দিয়ে বলেন যে অর্থপূর্ণ বৈজ্ঞানিক অন্তর্দৃষ্টি আহরণের জন্য শক্তিঃশালী পরিসংখ্যানগত পদ্ধতিগুলি অপরিহার্য হয়ে উঠেছে। তিনি পরিসংখ্যানগত গবেষণার অগ্রগতি এবং বিভিন্ন বিষয়ে গবেষণাকে শক্তিশালী করা এবং বৈজ্ঞানিক প্রতিভা বিকাশের ক্ষেত্রে আইএসআই-এর গুরুত্বপূর্ণ অবদানের কথাও স্বীকার করেন।বিশেষ অতিথি হিসাবে অধ্যাপক দীপঙ্কর দাশগুপ্ত ভারতের অর্থনৈতিক পরিকল্পনা এবং পরিসংখ্যানগত উন্নয়নে অধ্যাপক প্রশান্ত চন্দ্র মহলানবিশের অগ্রণী অবদানের কথা স্মরণ করেন। তিনি বৈজ্ঞানিক পরিসংখ্যানগত বিশ্লেষণ এবং প্রমাণ-ভিত্তিক নীতি প্রণয়নের মাধ্যমে পরিকল্পনা কমিশনকে সহায়তা করার ক্ষেত্রে ইনস্টিটিউটের ঐতিহাসিক ভূমিকার কথা স্মরণ করেন। আইএসআই-এর সঙ্গে তাঁর ব্যক্তিগত সংযোগের কথা ভাগ করে নিয়ে অধ্যাপক দাশগুপ্ত জাতীয় উন্নয়নে এই প্রতিষ্ঠানের দীর্ঘদিনের প্রাতিষ্ঠানিক শ্রেষ্ঠত্ব এবং চিরস্থায়ী অবদানের কথা তুলে ধরেন।অধ্যাপক বিশ্বব্রত প্রধান আইএসআই-এর ঐতিহাসিক বিবর্তনের কথা বক্তব্যে তুলে ধরেন এবং একটি অগ্রণী গবেষণা প্রতিষ্ঠান থেকে আন্তর্জাতিকভাবে স্বীকৃত শ্রেষ্ঠত্ব কেন্দ্রে পরিণত হওয়ার যাত্রাটিতে আলোকপাত করেন।ড. পারমিতা দাস আইএসআই-এর সাম্প্রতিক প্রাতিষ্ঠানিক ও গবেষণা সংক্রান্ত সাফল্যগুলি তুলে ধরেন এবং উদীয়মান চ্যালেঞ্জগুলি মোকাবিলার জন্য ক্রমাগত প্রাতিষ্ঠানিক শক্তিঃশালীকরণ ও পুনর্গঠনের প্রয়োজনীয়তার ওপর জোর দেন। তিনি উচ্চশিক্ষা, গবেষণা এবং শিক্ষার্থীদের উন্নয়নে আরও উসাহিত করার জন্য নীতিগত সহায়তার আহ্বান জানান।কর্মচারীদের পক্ষে বক্তব্য রাখার সময় ড. পার্থ প্রতিম মহন্ত কয়েক দশক ধরে ইনস্টিটিউটের প্রাতিষ্ঠানিক ও গবেষণা সংক্রান্ত শ্রেষ্ঠত্ব বজায় রাখার ক্ষেত্রে এর কর্মচারীদের অমূল্য অবদানকে স্বীকার করেন।শ্রী রবীন্দ্র কুমার কর্তৃক ধন্যবাদ জ্ঞাপনের মধ্য দিয়ে কর্মসূচিটি সমাপ্ত হয়।অধ্যাপক প্রশান্ত চন্দ্র মহলানবিশ প্রতিষ্ঠিত ইন্ডিয়ান স্ট্যাটিস্টিক্যাল ইনস্টিটিউট ভারতে পরিসংখ্যান বিজ্ঞানের অগ্রগতি, অর্থনৈতিক পরিকল্পনা, গাণিতিক গবেষণা এবং তথ্য-চালিত নীতি নির্ধারণে একটি অগ্রণী ভূমিকা পালন করে চলেছে। পরিসংখ্যান দিবসের বার্ষিক উদযাপন রাষ্ট্রের প্রতি তাঁর চিরস্থায়ী অবদানকে স্মরণ করে এবং সমসাময়িক উন্নয়নমূলক চ্যালেঞ্জগুলি মোকাবিলার ক্ষেত্রে পরিসংখ্যান বিজ্ঞানের গুরুত্বকে পুনর্ব্যক্ত করে।

হুল দিবসে সাঁওতাল বিদ্রোহের বীরদের প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন রাষ্ট্রপতির

নয়াদিল্লি, ৩০ জুন ঃ হুল দিবসে সাঁওতাল বিদ্রোহের বীরদের প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন করেছেন রাষ্ট্রপতি দ্রৌপদী মুর্মু। রাষ্ট্রপতি উল্লেখ করেন, তাঁদের বীরত্ব, আত্মত্যাগ ও আত্মাহুতি দেশবাসীকে অনুপ্রাণিত করে যাবে। মঙ্গলবার সকালে এক্স মাধ্যমে রাষ্ট্রপতি জানান, ' হুল দিবস' উপলক্ষ্যে সিধু-কানহু, চাঁদ-ভৈরব, ফুলো-ঝানো এবং সাঁওতাল বিদ্রোহের সেই অমর বীর নারী ও পুরুষদের আত্মত্যাগ ও শহিদ হওয়ার ঘটনার প্রতি আমি আমার বিনম্র শ্রদ্ধা নিবেদন করছি। আদিবাসী সমাজের ওপর চলা শোষণের বিরুদ্ধে এবং নিজেদের অস্তিত্ব ও পরিচিতি রক্ষার তাগিদে তাঁরা এক ঐতিহাসিক সংগ্রাম চালিয়েছিলেন। তাঁদের অসীম সাহস, আত্মত্যাগ ও শহিদ হওয়ার ঘটনা দেশের সকল নাগরিককে চিরকাল অনুপ্রাণিত করে যাবে। অন্যদিকে রাঁচিতে হুল দিবস উপলক্ষে ঝাড়খণ্ডের মুখ্যমন্ত্রী হেমন্ত সোরেন হুল বিপ্লবের বীর শহিদদের প্রতি শ্রদ্ধা জানান। মঙ্গলবার সমাজ মাধ্যমে এক বার্তায় তিনি অমর শহিদ সিধো, কানহু, চাঁদ-ভৈরব, বীরাঙ্গনা ফুলো-ঝানো, চুন্নি মাঝি এবং সুবি হাঁসদাকে স্মরণ করে 'হুল জোহার' জানান। মুখ্যমন্ত্রী বলেন, ১৮৫৫ সালের ৩০ জুন ভোগনাডিহ থেকে শুরু হওয়া হুল বিপ্লব শোষণ, অত্যাচার ও অবিচারের বিরুদ্ধে আদিবাসী সমাজের ঐতিহাসিক সংগ্রামের প্রতীক। জল, জঙ্গল, জমি, ভাষা, সংস্কৃতি ও আত্মপরিচয় রক্ষার জন্য বীর পূর্বপুরুষরা নিজেদের সর্বস্ব উসর্গ করেছিলেন। কিন্তু অন্যায়ের কাছে কখনও মাথা নত করেননি।হেমন্ত সোরেন আরও বলেন, ঝাড়খণ্ডের পরিচয় গড়ে উঠেছে বীর পূর্বপুরুষদের আত্মত্যাগ ও সংগ্রামের ইতিহাসের উপর। তাঁদের ত্যাগ ও আদর্শ আগামী প্রজন্মকে চিরকাল অনুপ্রাণিত করবে। রাজ্য গঠনের ২৫ বছর পূর্তির পর ঝাড়খণ্ড নতুন উদ্যম ও নতুন সংকল্প নিয়ে এগিয়ে চলেছে। বীর পূর্বপুরুষদের স্বপ্ন বাস্তবায়নের পাশাপাশি জল, জঙ্গল ও জমি রক্ষায় রাজ্য সরকার নিরন্তর কাজ করে যাবে বলেও তিনি আশ্বাস দেন। বার্তার শেষে মুখ্যমন্ত্রী 'হুল জোহার', 'জোহার ঝাড়খণ্ড' এবং 'জয় ঝাড়খণ্ড' ধ্বনি ব্যক্ত করেন।

দেশের নতুন সেনাপ্রধান হলেন জেনারেল ধীরজ শেঠ, গ্রহণ করলেন দায়িত্ব

নয়াদিল্লি(সংবাদ সংস্থা), ৩০ জুন ঃ দেশের নতুন সেনাপ্রধান হলেন জেনারেল ধীরজ শেঠ। জেনারেল উপেন্দ্র দ্বিবেদীর উত্তরসূরী হলেন তিনি। মঙ্গলবারই নতুন সেনাপ্রধান হিসেবে দায়িত্ব গ্রহণ করেছেন ধীরজ শেঠ। সেনাপ্রধান পদের দায়িত্ব নেওয়ার প্রাক্কালে সেনাবাহিনীর ভাইস চিফ অফ আর্মি স্টাফ হিসাবে কর্মরত ছিলেন তিনি। চার দশকের দীর্ঘ কর্মজীবনে লেফটেন্যান্ট জেনারেল ধীরজ বাহিনীতে দু'টি অপারেশনাল কমান্ডের নেতৃত্ব দিয়েছেন।পুণের খড়কওয়াসলায় ন্যাশনাল ডিফেন্স অ্যাকাডেমি (এনডিএ)-র প্রাক্তন ক্যাডার লেফটেন্যান্ট জেনারেল ধীরজ। ১৯৮৬ সালের ডিসেম্বরে তিনি আর্মার্ড কোরের অফিসার হিসাবে নিযুক্তঃ হন। দীর্ঘ কর্মজীবনে বাহিনীতে অবদানের জন্য বহু পদকও পেয়েছেন। ২০২২ সালে ' অতি বিশিষ্ট সেবা পদক' পান এই সেনাকর্তা। পরে ২০২৫ সালে 'পরম বিশিষ্ট সেবা পদক' এবং ২০২৬ সালে ' উত্তম যুদ্ধ সেবা পদক'ও পান। সেনা কমান্ডার হিসাবে তিনি সাউথ ওয়েস্টার্ন কমান্ড এবং সাদার্ন কমান্ড উভয়েরই দায়িত্বে ছিলেন।মরুভূমি অঞ্চলের এক আর্মার্ড রেজিমেন্ট , ওয়েস্টার্ন থিয়েটারে একটি আর্মার্ড ব্রিগেড সামলানোর অভিজ্ঞতা রয়েছে তাঁর। জম্মু ও কাশ্মীরে জঙ্গিদমনের জন্য কাউন্টা ইনসার্জেন্সি ফোর্সকেও নেতৃত্ব দিয়েছেন তিনি। দেশের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ ইউনিট ' সুদর্শন চক্র কোর'-এরও নেতৃত্ব দিয়েছেন লেফটেন্যান্ট জেনারেল ধীরজ।

ক্ষেত বাঁচাও অভিযানের সমাপ্তি, যুগান্তকারী পদক্ষেপের কথা জানালেন শিবরাজ

রেওয়াড়ি(সংবাদ সংস্থা), ৩০ জুন ঃক্ষেত বাঁচাও অভিযানের সমাপ্তি হল মঙ্গলবার। এদিন মধ্যপ্রদেশের রেওয়াড়িতে ক্ষেত বাঁচাও অভিযান'-এর সমাপনী অনুষ্ঠানে যোগ দিয়ে কেন্দ্রীয় মন্ত্রী শিবরাজ সিং চৌহান বলেন, আমরা এখন প্রযুক্তিকে কাজে লাগাচ্ছি, যাতে অদূর ভবিষ্যতে আপনাদের-আমাদের কৃষক ভাইদের-মাটির স্বাস্থ্য কার্ড বানানোরও প্রয়োজন না হয়। এল নিনোর কারণে সৃষ্ট জল সংকটের মধ্যে কৃষিকাজের জন্য আমরা কৌশল তৈরি করছি, যার মধ্যে রয়েছে আগাম ফসল ফলানোর ব্যবস্থা করা, যেগুলির জন্য কম জলের প্রয়োজন হয়। আমরা এমন বীজেরও ব্যবস্থা করছি যা আমাদের কম জলে ভালো ফসল ফলাতে সাহায্য করবে।' বাঁচাও অভিযান'-এর সমাপনী অনুষ্ঠানে যোগ দিয়ে হরিয়ানার মুখ্যমন্ত্রী নয়াব সিং সাইনি বলেন, ক্ষেত বাঁচাও অভিযানের লক্ষ্য শুধু জমিকে বাঁচানোই নয়, বরং জল সংরক্ষণ, মাটির স্বাস্থ্য নিশ্চিত করা, পরিবেশ রক্ষা এবং ভবিষ্যৎ প্রজন্মের ভবিষ্য সুরক্ষিত করা। এখন এই অঞ্চলের উন্নয়নকে ত্বরান্বিত করার লক্ষ্যে ১২১ কোটি টাকা মূল্যের ১১টি প্রকল্পের উদ্বোধন ও ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করার সুযোগও আমার হয়েছে। বিশেষ করে বাওয়ালের উন্নয়নের জন্য, ৮১ কোটি টাকার নয়টি প্রকল্পের মধ্যে ৪০ কোটি টাকার দুটি প্রকল্পের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করা হয়েছে। এই ভর্তুকি বাবদ ৮৬৪ কোটি টাকা ইতিমধ্যে ১০ লক্ষ ১৩ হাজারেরও বেশি কৃষকের অ্যাকাউন্টে জমা করা হয়েছে বলে খবর সূত্র জানা গিয়েছে আজকে।

গুন্ডা দমন বিলের প্রয়োজনীয়তা ব্যাখ্যা রাহুল সিনহার

নিজস্ব প্রতিনিধি,কলকাতা, ৩০ জুন ঃ গুন্ডা দমন বিলের প্রয়োজনীয়তা ব্যাখ্যা করলেন বিজেপির রাজ্যসভার সাংসদ রাহুল সিনহা। মঙ্গলবার তৃণমূল কংগ্রেসের সমালোচনা করে তিনি বলেন, পশ্চিমবঙ্গে তৃণমূল কংগ্রেস গুন্ডাদের রাজত্ব প্রতিষ্ঠা করেছিল। সর্বত্র অপরাধীর আনাগোনা ছিল এবং সাধারণ নাগরিকদের জীবনযাপন করা কঠিন হয়ে পড়েছিল। সেই কারণেই এই আইনটি আনতে হয়েছে।রাম মন্দিরের অনুদান বিতর্ক প্রসঙ্গে বিজেপি সাংসদ রাহুল সিনহা বলেন, রাম মন্দিরের অনুদানের অনিয়মগুলিকে সরকার অত্যন্ত গুরুত্বের সঙ্গে দেখছে এবং এতে জড়িত সকলের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়া হবে।উল্লেখ্য, বিধানসভায় পাস হয়ে গিয়েছে গুন্ডা-দমন সংক্রান্ত ২টি বিল। আইনশৃঙ্খলার গুরুতর অবনতি থেকে হিংসাত্মক বিক্ষোভের আঁচ পেলে, এবার ঘটনা ঘটার আগেই অভিযুক্তঃকে গ্রেফতার করতে পারবে পুলিশ। এছাড়া যে কোনও সরকারি ও বেসরকারি সম্পত্তি নষ্টের ক্ষেত্রে গুন্ডাদের সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত করার সংস্থান রয়েছে আরেকটি বিলে।

এশিয়ান গেমসের মহিলা ক্রিকেট দল ঘোষণা করল ভারত

কলকাতা, ৩০ জুন ঃ সেপ্টেম্বরে জাপানের আইচি-নাগোয়ায় অনুষ্ঠিতব্য এশিয়ান গেমসের মহিলা ক্রিকেট প্রতিযোগিতার জন্য ভারত তাদের দলে একটি গুরুত্বপূর্ণ পরিবর্তন এনেছে। হয়াস্তিকা ভাটিয়ার পরিবর্তে দলে নেওয়া হযেছে ১৭ বছর বয়সী উইকেটরক্ষক-ব্যাটসম্যান জি কমলিনীকে। মহিলা টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপের গ্রুপ পর্ব থেকে বিদায় নেওয়া দলটির তুলনায় বাকি স্কোয়াডটি মূলত অপরিবর্তিত রয়েছে।গোড়ালির লিগামেন্টের চোটের কারণে বিশ্বকাপ অভিযান সংক্ষিপ্ত হয়ে গেলেও, ফিটনেস ছাড়পত্র সাপেক্ষে অফস্পিন অলরাউন্ডার শ্রেয়াঙ্কা পাটিলকে দলে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। টুর্নামেন্টে পাটিলের পরিবর্তে খেলা লেগ-স্পিনার প্রেমা রাওয়াতকে দলে রাখা হয়নি।ডব্লিউপিএল-এ মুম্বই ইন্ডিয়ান্সের হয়ে মুগ্ধ করা কমলিনী ভারতের হয়ে একটি টি-টোয়েন্টি আন্তর্জাতিক ম্যাচ খেলেছেন। ভাটিয়া তিনটি বিশ্বকাপ ম্যাচে অংশ নিয়ে ৪১ রান করেছেন। ২০২৩ এশিয়ান গেমসে জেতা মহিলা ক্রিকেটের স্বর্ণপদক রক্ষার লড়াইয়ে নামবে ভারত, যেখানে বাংলাদেশ, পাকিস্তান, শ্রীলঙ্কা, জাপান, থাইল্যান্ড, মালয়েশিয়া এবং চিনও প্রতিদ্বন্দ্বিতা করবে।২০২৬ এশিয়ান গেমসের জন্য ভারতীয় দলঃহরমনপ্রীত কৌর (অধিনায়ক), স্মৃতি মান্ধানা (সহ-অধিনায়ক), শেফালি ভার্মা, জেমিমাহ রদ্রিগেস, দীপ্তি শর্মা, রিচা ঘোষ (উইকেটরক্ষক), জি কমলিনী (উইকেটরক্ষক), ভারতী ফুলমালি, শ্রীচরানি, রেণুকা সিং, ক্রান্তি গৌড়, অরুন্ধতি রেড্ডি, শ্রেয়াঙ্কা পাটিল (নানদা শর্মা), রানা শর্মা (উপজেক্ট)।

রাশিফল

মেষঃআজকের দিনটি আপনার জন্য সুযোগে ভরপুর। আপনার আত্মবিশ্বাস বৃদ্ধি পাবে, যা আপনাকে নতুন চ্যালেঞ্জ গ্রহণে উসাহিত করবে। এই সময়ে নিজের লক্ষ্যগুলির প্রতি মনোযোগী হওয়া জরুরি। তাতে কাজে সাফল্যের অনুভূতি আরও বাড়বে। শুভদিন

বৃষঃআজকের দিনটি আপনার জীবনে স্থিতিশীলতা ও ভারসাম্য নিয়ে আসার ইঙ্গিত দিচ্ছে। সম্পর্ককে আরও গভীর ও আবেগের বন্ধনকে আরও দৃঢ় করার জন্য এটি অনুকূল সময়।

মিথুনঃআপনি আপনার আবেগ নিয়ন্ত্রণ করুন এবং যত তাড়াতাড়ি সম্ভব আপনার ভয় থেকে পরিত্রাণ পাওয়ার চেষ্টা করুন, কারণ তাৎক্ষণিকভাবে আপনার স্বাস্থ্যের প্রভাবিত হওয়ার সম্ভাবনা আছে এবং ভাল স্বাস্থ্য উপভোগে আপনার প্রতিবন্ধকতা আছে। প্রেম আসবে।

কর্কট রাশি ঃ স্ত্রীর স্বাস্হ্যের সঠিক দেখভাল এবং নজরের প্রয়োজন। আপনার বাসস্থান সংক্রান্ত বিনিয়োগ লাভজনক হবে না।

সিংহঃ আজকের দিনটি আপনার জন্য বিশেষ শুভ। আপনার বিশ্বাসযোগ্য ব্যক্তিত্বের কারণে মানুষ আপনার প্রতি আকৃষ্ট হবে। সামাজিক যোগাযোগকে কাজে লাগিয়ে নতুন সম্পর্ক গড়ে তুলতে পারবেন। আপনি উৎসাহ ও শক্তিতে ভরপুর থাকবেন, যা কাজে সাফল্য পেতে সাহায্য করবে।।

কন্যাঃআজ আপনার সঙ্গ এবং সম্পর্কও বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠবে। বন্ধু ও পরিবারের সঙ্গে সময় কাটালে আনন্দ ও মানসিক তৃপ্তি পাবেন। আপনি যদি সম্পর্কে থাকেন, তবে খোলামেলা যোগাযোগ করুন এবং নিজের অনুভূতি ভাগ করে নিন এতে পারস্পরিক বোঝাপড়া আরও বাড়বে। স্বাস্থ্যের দিক থেকে নিশ্চিত করুন যে আপনার দৈনন্দিন রুটিনে সুষম খাদ্য ও নিয়মিত ব্যায়াম রয়েছে। প্রেম আসতে পারে আজ।

তুলাঃ মানসিক শান্তির জন্য আপনার উত্তেজনার সমাধান করুন। আজকে আপনার কোনো কাছের লোকের সাথে আপনার ঝগড়া হতে পারে আর সেটা কোর্ট পর্যন্ত যেতে পারে। সংসারে শান্তি।

বৃশ্চিকঃ কাছের মানুষের সঙ্গে সততার সঙ্গে যোগাযোগ করলে আপনার সম্পর্ক আরও দৃঢ় হবে। কোনও পুরনো সমস্যা বা মানসিক চাপের অবসান হতে পারে।

ধনুঃ আঘাত এড়ানোর জন্য বসে থাকার সময় বিশেষ যত্ন নিন। উপরন্তু ভালো ভঙ্গিমা যে শুধু একজনের ব্যক্তিত্বের বিকাশ ঘটায় তাই নয়, বরং স্বাস্থ্য এবং বিশ্বাস উন্নত করতেও এক গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। অর্থের ব্যয়।

মকরঃ আজ আপনার মধ্যে ইতিবাচক শক্তির প্রবাহ থাকবে। কর্মক্ষেত্রে অগ্রগতি হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে, যা আপনাকে নিজের লক্ষ্য পূরণে আরও অনুপ্রাণিত করবে।।

কুম্ভঃ আপনি কিছু আঘাতের সম্মুখীন হলে চরম সাহস এবং শক্তি প্রদর্শন করা প্রয়োজন। আপনি আপনার আশাবাদী মনোভাব দ্বারা সহজেই এর থেকে অতিক্রম করতে পারবেন। বিবাহের যোগ হবে আজ

মীনঃযেহেতু আপনার নিরন্তর উদ্যমের সাথে সাধারণ বুদ্ধি এবং বোধশক্তি মিলিত হয়ে আপনার সাফল্য নিশ্চিত করবে তাই আপনার ধৈর্য্য বজায় রাখুন।

আবহাওয়া

চলতি সপ্তাহজুড়েই দক্ষিণবঙ্গে ঝড়-বৃষ্টি চলবে। কয়েকটি জেলায় ভারী বৃষ্টির সম্ভাবনাও রয়েছে। উত্তরবঙ্গে দুর্যোগ চলবে। পাহাড় এবং সংলগ্ন জেলাগুলিতে ভারী থেকে অতিভারী বৃষ্টির সম্ভাবনা রয়েছে। সোমবারের বৃষ্টির পর মঙ্গলবার কলকাতায় বেশ কিছুটা নেমেছে তাপমাত্রা। কেটেছে ভ্যাপসা গরম।আলিপুর আবহাওয়া দফতর সূত্রের খবর, চলতি সপ্তাহজু।ইে দক্ষিণবঙ্গের প্রায় প্রতিটি জেলাতেই বজ্রবিদ্যুৎ-সহ বৃষ্টির সম্ভাবনা রয়েছে। সঙ্গে বইতে পারে ঝোড়ো হাওয়া। অন্যদিকে, উত্তরবঙ্গে সপ্তাহের শেষের দিকে কমতে পারে দুর্যোগের সম্ভাবনা, তবে থামবে না। মঙ্গলবার দার্জিলিং, জলপাইগুড়ি, কালিম্পং, কোচবিহার, আলিপুরদুয়ারে ভারী থেকে অতিভারী বৃষ্টি হতে পারে। ভারী বৃষ্টির পূর্বাভাস রয়েছে উত্তর ও দক্ষিণ দিনাজপুরে। বাকি জেলাগুলিতেও চলবে ঝড়বৃষ্টি। দার্জিলিং, জলপাইগুড়ি, কালিম্পং, কোচবিহার, আলিপুরদুয়ারে বুধবার ভারী বৃষ্টির সতর্কতা রয়েছে। আপেক্ষিক আর্দ্রতা আজ হতে পারে ৯৬ শতকরা এবং সর্বনিম্ন ৭০ শতকরা আবহাওয়া দপ্তর থেকে জানা।

জোয়ার-ভাটা

জোয়ার-সকাল ০৮টা ৫০মিনিট এবং রাত ০৯ টা ৫০মিনিটে। **ভাটা**-বেলা ০১টা ৫০মিনিট এবং রাত ১১টা ৫০ মিনিট। সূর্যঃউদয় সকাল ৪ টা ৫৫মিনিটে হতে পারেএবং অস্ত যাবে আজ ৬টা ২১মিনিটে হতে পারে।

তৃণমূল পরিচালিত সাহাজাদাপুর পঞ্চায়েতে অনাস্থা প্রস্তাব বাতিল হলো

নিজস্ব সংবাদদাতা, জয়নগর, ৩০ জুন ঃ মঙ্গলবার জয়নগর ২ নং ব্লকের তৃণমূল পরিচালিত সাহাজাদাপুর গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রধান আকিজা খানের বিরুদ্ধে অনাস্থা ভোট পর্ব অনুষ্ঠিত হয়। এই পঞ্চায়েতের মোট সদস্য সংখ্যা ২০ জন।এদিন এই অনাস্থা পর্বে যাতে কোনো রকম অশান্তি না হয় সে কারনে বকুলতলা থানার ওসি শান্তনু বিশ্বাসের নেতৃত্বে বিশাল পুলিশ বাহিনী ও কেন্দ্রীয় বাহিনী মোতায়েন ছিলো পঞ্চায়েত অফিস চত্বরে। এদিন প্রধানের বিরুদ্ধে আনা অনাস্থায় ১১ জন সদস্য থাকার কথা থাকলেও মোট ১০ জন সদস্য উপস্থিত থাকায় ভোটাভুটি পর্ব বাতিল বলে ঘোষণা করেন জয়নগর ২ নং ব্লকের নির্বাচন আধিকারিক স্বরূপ দে।এদিন এই ভোট পর্বে বিজেপির ৫ জন সদস্য অনুপস্থিত থাকবে বলে আগেই ঘোষণা করে ছিলো।এদিনের অনাস্থায় থাকার সম্মতি দিয়েছিলো ৮ জন তৃণমূল কংগ্রেসের সদস্য,এক জন সিপিএমের সদস্য ও দুজন নির্দল সদস্য।এর মধ্যে একজন তৃণমূল কংগ্রেসের সদস্য জয়নাল শিকারী অনুপস্থিত ছিলো।এদিন জয়নগর দু নং ব্লক সূত্রে জানা গেল,এদিনের অনাস্থা বাতিল হয়ে যাওয়ায় আগামী এক বছর আর কোনো অনাস্থা হবে না সাহাজাদাপুর পঞ্চায়েতে।

স্মৃতির খেয়া সাহিত্য পত্রিকার দ্বিতীয় বর্ষ উন্মোচন

নববারাকপুর, ৩০ জুন ঃ রবিবার সন্ধ্যায় নববারাকপুরে স্থানীয় রামকৃষ্ণ পাঠাগারে বিবেকানন্দ মঞ্চে উদ্বোধন হল সুলেখক সংগীত শিল্পী গৌরী বিশ্বাস মিত্র সম্পাদনায় স্মৃতির খেয়া সাহিত্য পত্রিকার দ্বিতীয় বর্ষ সংখ্যা। ছিল সাহিত্য আলোচনা, গান এবং কবিতাপাঠ। পত্রিকার কবি লেখক গল্পকার শিল্পীরা একটা সুন্দর পরিবেশে সাংস্কৃতিক মেলবন্ধন গড়ে তোলেন এদিন। পরিচালনায় সুধন্য সঙ্গীতালয়। শুরুতে আনন্দধ্বনি প্রতিষ্ঠানের শিল্পী কলাকুশলিরা উদ্বোধনী সমবেত সংগীত আলোকের এই ঝর্না ধারায় ধুইয়ে দাও... পরিবেশন করেন। এরপর প্রথামাফিক মঙ্গল প্রদীপ প্রজ্বলন এবং প্রয়াত শিক্ষিকা রেখা মিত্র, রবীন্দ্রনাথ মিত্র এবং সর্বাণী মিত্র এর প্রতিচ্ছবিতে মাল্যদান এবং নীরবতা পালন করা হয়। অতিথি বরনের পর নববারাকপুর থেকে প্রকাশিত দ্বিতীয় বর্ষের স্মৃতির খেয়া সাহিত্য পত্রিকার মোড়ক উন্মোচন করা হয়। মঞ্চে উপস্থিত ছিলেন শিক্ষাবিদ সুগায়ক পূর্ণেন্দু বসু, সাহিত্যিক শ্যামসু দর গুই, শিক্ষক সংস্কৃত বিশেষজ্ঞ অধ্যাপক শম্ভুনাথ দে, লেখক স্বপন কুমার ভট্টাচার্য, কবি প্রিয়জি ভৌমিক, কবি মেঘমালা বসু, লেখক নন্দিনী মুখোপাধ্যায়, সাহিত্যিক শ্রীমন্ত বক্সী, সমাজকর্মী মনোজ কান্তি সরকার, সংগীত শিল্পী সূর্য শেখর রায় প্রমুখ। দ্বিতীয় পর্বে সাহিত্য আলোচনা বিষয় ভাষার মাতৃ স্বরূপা সংস্কৃত। প্রাঞ্জল ভাষায় সংস্কৃত ভাষার প্রচার প্রসার পঠন পাঠন জ্ঞান চর্চা নিয়ে দীর্ঘ বক্তব্য রাখেন শিক্ষাবিদ পূর্ণেন্দু বসু, সংস্কৃত বিশেষজ্ঞ অধ্যাপক শম্ভুনাথ দে এবং বরিষ্ঠ সাহিত্যিক শ্যামসুন্দর গুই। এরপর একে একে উপস্থিত শিল্পী কলাকুশলিরা সংগীত কবিতা পাঠ করে সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান মাতিয়ে রাখেন। সমগ্র অনুষ্ঠানটি সুষ্ঠভাবে পরিচালনা ও সঞ্চালনার দায়িত্বে ছিলেন পত্রিকা সম্পাদক তথা শিক্ষিকা ও সুগায়ক গৌরী বিশ্বাস মিত্র।

বৈধ ভোটারদের নাম অন্তর্ভুক্তির দাবিতে বারুইপুরে ডেপুটেশন

উজ্জ্বল বন্দ্যোপাধ্যায়,বারুইপুর, ৩০ জুন ঃ সোমবার বারুইপুর মহকুমা ভোটাধিকার সুরক্ষা সমন্বয় সমিতির উদ্যোগে ভোটার তালিকা থেকে বাদ পড়া হাজার হাজার বৈধ নাগরিকদের প্রাক্তন সাংসদ ডাক্তার তরুণ মন্ডলের নেতৃত্বে বিক্ষোভ মিছিল ও মহকুমা শাসকের কাছে ডেপুটেশন জমা দিলো। যুদ্ধকালীন তপরতায আগামী দিনে যদি এই ভোটার তালিকা থেকে বাদ পড়া সকল বৈধ ভোটারদের নাম ভোটার তালিকায না অন্তর্ভুক্ত করা হয় তাহলে আগামীদিন আরো বৃহত্তর আন্দোলনের পথ তারা বেছে নেবে বলে এদিন হুশিয়ারি দেন।প্রসঙ্গত উল্লেখ্য এই বিক্ষোভ ডেপুটেশন থেকে প্রাক্তন সাংসদ ডা তরুণ মন্ডল জানান আগামী ১৪ ই জুলাই এই ভোটাধিকার সুরক্ষা সমন্বয় সমিতির পক্ষ থেকে গোটা রাজ্যের ভোটার তালিকা থেকে বাদ পড়া লক্ষ লক্ষ মানুষকে নিযে হাইকোর্টের চিফ জাস্টিস ও নির্বাচন কমিশন দপ্তরে বিক্ষোভ ডেপুটেশন কর্মসূচি পালন করা হবে।

ডোমজুড়ের রুদ্রপুরে পঞ্চায়েত অফিসেই তালা আটকে বিক্ষোভ

অন্নপূর্ণা যোজনা নিয়ে নিরপেক্ষভাবে কাজ করছে না তৃণমূল পরিচালিত পঞ্চায়েত, অভিযোগ তুলে পঞ্চায়েত অফিসেই তালা আটকে বিক্ষোভ ডোমজুারে রুদ্রপুরে। অন্নপূর্ণা ভান্ডারের ফর্ম পূরণ করে জমা দেওয়ার পরেও তা নির্দিষ্ট পোর্টালে আপডেট করার কাজে তৃণমূল পরিচালিত পঞ্চায়েত স্বেচ্ছাচারিতা করছে এবং নিরপেক্ষভাবে কাজ করছে না বলে এবার অভিযোগ উঠেছে। এর প্রতিবাদে সোমবার হাওাার ডোমজুারে রুদ্রপুর পঞ্চায়েত অফিসে তালা ঝুলিয়ে দেন গ্রামবাসীরা। সোমবার ঘটনাটি ঘটে ডোমজুড় থানার অন্তর্গত রুদ্রপুর পশ্চিম পাাা গ্রাম পঞ্চায়েতে। অভিযোগ, এর জেরে এদিন পঞ্চায়েত কর্মীরা বেশ কিছুক্ষণ বাইরেই বসে থাকেন। এদিকে, সরকারি অফিসে তালা পাার খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে ছুটে আসে ডোমজুড় থানার বিশাল পুলিশ বাহিনী ও কেঃদ্রীয বাহিনী। এরপর চাবি আনিয়ে তালা খুলিয়ে কর্মীদের অফিসে ঢোকানো হয়। অভিযোগ, তৃণমুল পরিচালিত ওই পঞ্চায়েত অফিসে অন্নপূর্ণার ভাণ্ডার বেছে বেছে কিছু জনকে পাইয়ে দেওয়ার চেষ্টা হচ্ছিল বলে অভিযোগ। এরপরই পঞ্চাযেতের গেটে তালা ঝুলিযে দেওয়া হয়। এই নিযে চরম উত্তেজনা ছাায় রুদ্রপুর গ্রাম পঞ্চাযেতে।

দলবিরোধী মন্তব্যে ক্ষমা চাইতে বলা হলে ভেবে দেখবঃ হুমায়ূন কবির

সৈকত দাস, কলকাতা,৩০ জুন ঃ দীর্ঘ ৪৩ বছরের রাজনৈতিক জীবনে একাধিক মামলার সম্মুখীন হলেও কোনও মামলাতেই তিনি দোষী সাব্যস্ত হননি বলে দাবি করলেন তৃণমূল কংগ্রেসের সাসপেন্ড হওয়া বিধায়ক হুমায়ূন কবির। পাশাপাশি, দলবিরোধী মন্তব্যের জন্য যদি তাঁকে ক্ষমা চাইতে বলা হয়, তাহলে তিনি বিষয়টি বিবেচনা করবেন বলেও জানান তিনি। সম্প্রতি সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে হুমায়ূন কবির বলেন, আমি ৪৩ বছর ধরে রাজনীতি করছি। আমার বিরুদ্ধে অনেক মামলা হয়েছে, কিন্তু কোনও মামলাতেই আমি দোষী সাব্যস্ত হইনি। আমাকে তৃণমূল কংগ্রেস থেকে সাসপেন্ড করা হয়েছিল।তিনি আরও বলেন, আমি রাজনৈতিকভাবে চেয়েছিলাম তৃণমূল সরকারের অবসান ঘটুক। ৪ মে বিকেল ৪টা পর্যন্ত যারা তৃণমূলের দুর্নীতিগ্রস্ত লোক ছিল, তারা এখন বিজেপির পতাকা হাতে নিয়েছে। আজ তৃণমূলের ৯ জন বিধায়কের মধ্যে ৮ জনই বিজেপির ঘনিষ্ঠ হয়ে গিয়েছেন। নিজের রাজনৈতিক অবস্থান স্পষ্ট করে হুমায়ূন কবির দাবি করেন, তিনি দু'টি বিধানসভা কেন্দ্রে বিজেপিকে পরাজিত করেই বিধায়ক নির্বাচিত হয়েছেন। তাঁর অভিযোগ, যাঁরা অতীতে তৃণমূলের হয়ে দাপট দেখিয়েছেন, তাঁদের অনেকেই এখন বিজেপিতে যোগ দিয়েছেন। মুর্শিদাবাদের আইন-শৃঙ্খলা পরিস্থিতি নিয়েও সরব হন তিনি। তাঁর বক্তব্য, যারা গুণ্ডা ছিল, তাদের বিরুদ্ধে জিরো টলারেন্সের কথা বলা হলেও মুর্শিদাবাদে সেই নীতি কার্যকর হচ্ছে না। মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের প্রসঙ্গ টেনে তিনি বলেন, মুখ্যমন্ত্রী একজন রাজনৈতিক নেতা, তিনি তাঁর মতো করে বলতেই পারেন। তবে আমিও আমার এবং আমার ছেলেকে নিয়ে কথা বলব।আগামী বিধানসভা নির্বাচন প্রসঙ্গে হুমায়ূন কবিরের দাবি, যদি নির্বাচনে জবরদস্তি না হয়, তাহলে রেজিনগরে আমরা ভালো ফল করব।

জমি দুর্নীতি মামলায় গ্রেপ্তারির আশঙ্কা,হাই কোর্টে আগাম জামিনের আবেদন অতীন ঘোষের

নিজস্ব সংবাদদাতা,কলকাতা, ৩০ জুন ঃ কলকাতার প্রাক্তন ডেপুটি মেয়র তথা তৃণমূল কংগ্রেস নেতা অতীন ঘোষকে ঘিরে জমি সংক্রান্ত দুর্নীতির অভিযোগ নতুন করে রাজনৈতিক মহলে চর্চার বিষয় হয়ে উঠেছে। এই মামলায় গ্রেপ্তারির আশঙ্কা থেকেই তিনি কলকাতা হাই কোর্টের দ্বারস্থ হয়ে আগাম জামিনের আবেদন জানিয়েছেন। মঙ্গলবার বিচারপতি শুভ্রা ঘোষের এজলাসে তাঁর পক্ষ থেকে এই আবেদন দাখিল করা হয়। আদালত ইতিমধ্যেই মামলাটি গ্রহণ করেছে। আগামী সপ্তাহেই এই আবেদনের শুনানি হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে। ফলে আদালত প্রাক্তন ডেপুটি মেয়রকে অন্তর্বর্তী সুরক্ষা বা আগাম জামিন দেয় কি না, সেদিকেই এখন নজর রাজনৈতিক মহল থেকে আইনজীবী মহল-সবার। এই মামলায় ইতিমধ্যেই পুলিশ অতীন ঘোষের পাশাপাশি তাঁর কন্যা প্রিয়দর্শিনী ঘোষকেও তলব করেছে। তদন্তকারী সংস্থা অভিযোগের ভিত্তিতে প্রয়োজনীয় তথ্য সংগ্রহের কাজ শুরু করেছে। তদন্তের অগ্রগতির মধ্যেই আগাম জামিনের আবেদন জানিয়ে আদালতের দ্বারস্থ হয়েছেন তৃণমূল নেতা। তাঁর আইনজীবীর দাবি, এই মামলায় অতীন ঘোষ ও তাঁর পরিবারের সদস্যদের অযথা জড়িয়ে দেওয়া হয়েছে। সেই কারণেই দ্রুত শুনানির আবেদন জানানো হয়েছে, যাতে আইনি প্রক্রিয়ার মধ্যেই বিষয়টির নিষ্পত্তির পথে এগোনো যায়। অভিযোগকারীর দাবি অনুযায়ী, তাঁকে জোরপূর্বক কম মূল্যে বাড়ি-সহ একটি মূল্যবান জমি বিক্রি করতে বাধ্য করা হয়েছিল। এই ঘটনায় প্রায় ৫০ লক্ষ টাকার প্রতারণা হয়েছে বলেও অভিযোগ করা হয়েছে। অভিযোগকারী পেশায় একজন হোটেল ব্যবসায়ী। তাঁর বক্তব্য, শুধুমাত্র অতীন

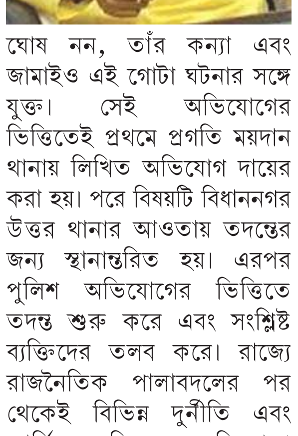

ঘোষ নন, তাঁর কন্যা এবং জামাইও এই গোটা ঘটনার সঙ্গে যুক্ত। সেই অভিযোগের ভিত্তিতেই প্রথমে প্রগতি ময়দান থানায় লিখিত অভিযোগ দায়ের করা হয়। পরে বিষয়টি বিধাননগর উত্তর থানার আওতায় তদন্তের জন্য স্থানান্তরিত হয়। এরপর পুলিশ অভিযোগের ভিত্তিতে তদন্ত শুরু করে এবং সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিদের তলব করে। রাজ্যে রাজনৈতিক পালাবদলের পর থেকেই বিভিন্ন দুর্নীতি এবং আর্থিক অনিয়মের অভিযোগে একাধিক শাসকদলের নেতা-মন্ত্রী তদন্তের মুখে পড়েছেন। অতীতেও নানা মামলায় প্রাক্তন মন্ত্রী, বিধায়ক এবং প্রভাবশালী রাজনৈতিক ব্যক্তিত্বদের বিরুদ্ধে তদন্ত হয়েছে এবং কয়েকজনকে গ্রেপ্তারও করা হয়েছে। সেই প্রেক্ষাপটেই অতীন ঘোষের বিরুদ্ধে ওঠা এই জমি সংক্রান্ত অভিযোগ নতুন করে রাজনৈতিক বিতর্কের জন্ম দিয়েছে। যদিও সমস্ত অভিযোগ সম্পূর্ণ অস্বীকার করেছেন অতীন ঘোষ। তাঁর বক্তব্য, অভিযোগকারীকে তিনি ব্যক্তিগতভাবে চেনেন না। তাঁর দাবি, সংশ্লিষ্ট সম্পত্তিটি তাঁর মেয়ে আইনসম্মতভাবেই ক্রয় করেছিলেন এবং সেই লেনদেনের সঙ্গে কোনও বেআইনি কার্যকলাপের সম্পর্ক নেই। এক সংবাদমাধ্যমকে দেওয়া প্রতিক্রিয়ায় তিনি জানিয়েছেন, তাঁর দীর্ঘ প্রায় ৫০ বছরের রাজনৈতিক জীবনে কখনও তাঁর বিরুদ্ধে দুর্নীতির অভিযোগ প্রমাণিত হয়নি। তাই বর্তমান অভিযোগকেও তিনি ভিত্তিহীন বলেই দাবি করেছেন। একই সঙ্গে অতীন ঘোষ স্পষ্ট জানিয়েছেন, তদন্তকারী সংস্থা যে কোনও তথ্য চাইলে তিনি তা দিতে প্রস্তুত এবং তদন্তে সম্পূর্ণ সহযোগিতা করবেন। আইনকে সম্মান জানিয়েই তিনি আদালতের শরণাপন্ন হয়েছেন বলে তাঁর ঘনিষ্ঠ মহলের দাবি। এখন এই মামলায় হাই কোর্ট কী নির্দেশ দেয় এবং আগাম জামিনের আবেদন মঞ্জুর হয় কি না, তার উপরই পরবর্তী আইনি প্রক্রিয়া অনেকটাই নির্ভর করবে। আগামী সপ্তাহে সম্ভাব্য শুনানিকে কেঃদ্র করে এই মামলার দিকে রাজনৈতিক এবং প্রশাসনিক মহলের নজর আরও বাড়তে চলেছে।

প্রাক্তন পরিবহণমন্ত্রী স্নেহাশিস চক্রবর্তীর ঘনিষ্ঠ তৃণমূল নেতার বিরুদ্ধে বিস্ফোরক অভিযোগ

নিজস্ব সংবাদদাতা, হুগলি,৩০ জুন ঃ গ্রেফতার হচ্ছেন একের পর এক নেতা। রাজ্যে পালাবদলের পর একের পর এক তৃণমূল নেতার বিরুদ্ধে তোলাবাজি, দুর্নীতির অভিযোগ সামনে আসছে। এবার হুগলিতে প্রাক্তন পরিবহণমন্ত্রী স্নেহাশিস চক্রবর্তীর ঘনিষ্ঠ এক তৃণমূল নেতার বিরুদ্ধে বিস্ফোরক অভিযোগ উঠল। সমবায় সমিতির প্রায় দুই কোটি টাকার আর্থিক তছরুপের অভিযোগে উঠেছে ওই নেতার বিরুদ্ধে। অভিযোগের ভিত্তিতে গ্রেফতার করা হয়েছে স্নেহাশিস চক্রবর্তীর ঘনিষ্ঠ জাঙ্গীপাড়ার তৃণমূল নেতা তথা রসিদপুর গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রধান ও সমবায় সমিতির ম্যানেজার স্বপন পাত্র। রবিবার রাতে তাঁকে গ্রেফতার করে জাঙ্গীপাড়া থানার পুলিশ। জাঙ্গীপাড়ার প্রাক্তন বিধায়ক তথা প্রাক্তন পরিবহণমন্ত্রী স্নেহাশিস চক্রবর্তীর ঘনিষ্ঠ ছিলেন স্বপন পাত্র। জাঙ্গীপাড়ার রসিদপুর গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রধান এবং সমবায় সমিতির ম্যানেজার থাকাকালীন প্রায় ২ কোটি টাকার বেশি আর্থিক তছরুপের অভিযোগ রয়েছে তাঁর বিরুদ্ধে। ব্যক্তি দেখে সুদের হার নিণয় করতেন এই তৃণমূল নেতা। এমনকি প্রাক্তন পরিবহণমন্ত্রী স্নেহাশিস চক্রবর্তীকে কোনও কাগজপত্র ছাড়াই লক্ষ লক্ষ টাকা ঋণ পাইয়ে দেওয়ার অভিযোগ আছে এই তৃণমূল নেতার বিরুদ্ধে। এদিন পুলিশ স্বপন পাত্রকে গ্রেফতার করার পর স্থানীয় বাসিন্দারা সেখানে জড়ো হন। স্বপন পাত্রকে দেখে 'চোর চোর' স্লোগান দেন। গ্রেফতার করার পর পুলিশ দ্রুত ওই তৃণমূল নেতাকে নিয়ে চলে যায়। গত কিছুদিন ধরে বিভিন্ন জায়গায় ধৃত তৃণমূল নেতাদের উদ্দেশে ডিম ছুড়তে দেখা গিয়েছে বিক্ষিপ্ত জনতাকে। এদিন উত্তেজিত জনতা 'চোর চোর' স্লোগান দিলেও ধৃত নেতার উপর ডিম-হামলা করেনি। স্থানীয় বাসিন্দাদের অভিযোগ, ধৃত তৃণমূল নেতা বিভিন্ন দুর্নীতিতেও অভিযুক্ত। স্বপন পাত্রের গ্রেফতারি নিয়ে প্রাক্তন পরিবহণমন্ত্রী স্নেহাশিসের কোনও বক্তব্য পাওয়া যায়নি।

রচনাকে অসিতের কটাক্ষ, মেক আপ ছাড়া নিজের ফেস ভ্যালুর প্রমাণ দিন রচনা

নিজস্ব সংবাদদাতা, চুঁচুড়া, ৩০ জুন ঃ এনসিপিআই দলে যোগ দেওযা রচনাকে অসিতের কটাক্ষ, মেক আপ ছাড়া নিজের ফেস ভ্যালুর প্রমাণ দিন রচনা। তৃণমূল সাংসদ কল্যাণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের আক্রমণের জবাব দিতে গিয়ে হগলির সাংসদ রচনা বন্দ্যোপাধ্যায় দাবি করেছিলেন, তাঁর পরিচিত এবং জনপ্রিয়তাকে ব্যবহার করেছে তৃণমূল। এবার হুগলির সাংসদকে পাল্টা দিলেন চুঁচুড়ার প্রাক্তন বিধায়ক অসিত মজুমদার। রচনাকে তীব্র আক্রমণ অসিতের। শুধু তাই নয়, রচনাকে কটাক্ষ করে অসিত মজুমদারের আরও দাবি, হুগলিতে তৃণমূলের প্রতীক এবং মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের মুখ সামনে রেখে রাম-শ্যাম-যদু-মধুকে দাঁড় করালেও লোকসভা নির্বাচনে জিতে যেত। তৃণমূলের প্রতীক ছেড়ে সাংসদ পদ থেকে ইস্তফা দিয়ে ফের ভোটে লড়ার জন্যও রচনাকে চ্যালেঞ্জ ছুড়েছেন শ্রীরামপুর সাংগঠনিক জেলার তৃণমূল সভাপতি অসিত। রচনা বন্দ্যোপাধ্যায়ের উদ্দেশে অসিত বলেন, ' ছাড়া ওনার ফেস ভ্যালুটা একবার দেখান না, ওনার কত ফেস ভ্যালু। না সেজে সকালবেলা নিজের ফেসটা দেখাবেন মানুষকে। তাহলেই কী ফেস ভ্যালু বোঝা যাবে।' বিধানসভা নির্বাচনের আগেও রচনা বন্দ্যোপাধ্যায়ের সঙ্গে চুঁচুড়ার তৎকালীন বিধায়ক অসিত মজুমদারের সংঘাত প্রকাশ্যে এসেছিল। সেই সময় কোনওক্রমে পরিস্থিতি সামাল দিয়েছিল তৃণমূল শীর্ষ নেতৃত্ব। আসরে নেমেছিলেন শ্রীরামপুরের সাংসদ কল্যাণ বন্দ্যোপাধ্যায়। এবার রচনার সঙ্গে তৃণমূলের দূরত্ব বাড়তেই হুগলির সাংসদকে বেলাগাম আক্রমণ করলেন অসিত। অসিত বলেন, ' এতদিন কিছুই বুঝতে পারেননি। দিল্লির জল খেয়ে মোদিকে চিনে ফেলেছেন। দিদি নাম্বার ওয়ান হাতছাড়া হয়েছে, তাই কান্নায ভেঙে পড়ে নাটকবাজি করছেন। রচনা বলে নয়, হুগলি লোকসভা থেকে রাম, শ্যাম, যদু, মধু যেই দাঁড়াতো তৃণমূলের প্রতীক ও মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের ছবি নিয়ে, সেই জিততো।' হুগলির সাংসদের বিরুদ্ধে দলবাজির অভিযোগও তুলেছেন অসিত মজুমদার। তাঁর অভিযোগ, ' চুঁচুড়ায় কোনও গ্রুপবাজি ছিল না। রচনা এসে গ্রুপ বাজি করে তৃণমূল কংগ্রেসকে ধ্বংস করেছেন। উনি চলে যাওয়ায় মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের শাপমোচন হয়েছে। হুগলির সাংসদকে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের নখের যোগ্য নন। সৎ সাহস থাকলে সংসদ তহবিলের টাকার তদন্ত করা হোক। আগে সাংসদ তহবিলের কাজের খতিয়ান দিক উনি। ন্যাকা ন্যাকা কথা বলে দিদি নাম্বার ওয়ান চলে গিয়েছে বলে কেঁদে লাভ নেই। ওঁর পাপের জন্যই দিদি নাম্বার ওয়ান থেকে ওনাকে তাড়িয়েছে।'

শালিমার স্টেশন সংলগ্ন নেপালি পাড়া বস্তিতে রেলের জমিতে 'জবরদখলকারী' সরাতে বুলডোজার নিয়ে অভিযান

শ্রেয়া আদক, হাওড়া, ৩০ জুন ঃ হাওড়া স্টেশন চত্বর, টিকিয়াপাড়া বস্তি, লিলুয়ার ঝিল রোডের পর এবাও বুলডোজার চলল হাওড়ার শালিমার স্টেশন সংলগ্ন নেপালী পাড়া বস্তিতে। মঙ্গলবার রেলের ওই উচ্ছেদ অভিযানকে কেন্দ্র করে উত্তেজনা ছড়ায়। দক্ষিণ-পূর্ব রেলের জমি দখলমুক্ত করতে এদিন সকাল থেকেই বিশাল পুলিশ বাহিনী ও আরপিএফ নিয়ে নামানো হয় বুলডোজার। উচ্ছেদের প্রতিবাদে স্থানীয় বাসিন্দা ও হকাররা বিক্ষোভ দেখাতে শুরু করলে পরিস্থিতি সামাল দিতে লাঠি উঁচিয়ে তাড়া করে রেল পুলিশ। রেল কর্তৃপক্ষের দাবি, শালিমার স্টেশন চত্বরে রেলের জমিতে বেআইনিভাবে জাঁকিয়ে বসেছিল একাধিক দোকানপাট ও বস্তি। স্টেশন সংলগ্ন রাস্তা তৈরির কাজের জন্যই এই উচ্ছেদ অভিযান চালানো অত্যন্ত জরুরি ছিল। যদিও বিক্ষোভকারীদের অভিযোগ, মহামান্য হাইকোর্টে যখন এই উচ্ছেদ সংক্রান্ত মামলার শুনানি চলছে, ঠিক সেই সময়েই আদালতের কোনো নির্দেশ বা কাগজপত্রের তোয়াক্কা না করে বুলডোজার দিয়ে উচ্ছেদ করছে রেল। উল্লেখ্য, এদিন সকালে বুলডোজারের সাহায্যে এলাকায় অবৈধ দখলের বিরুদ্ধে বড়সড় অভিযান চালানো হয়। এদিন সকাল থেকে শুরু হওয়া এই অভিযানে বুলডোজার দিয়ে একের পর এক অবৈধ নির্মাণ ভেঙে ফেলা হয়। আইনশৃঙ্খলা বজায় রাখতে ঘটনাস্থলে মোতায়েন ছিল রেলওয়ে প্রোটেকশন ফোর্স (আরপিএফ), কেন্দ্রীয় বাহিনী ও রাজ্য পুলিশের বিশাল বাহিনী। এদিন শালিমারের নেপালি বস্তির শতাধিক ঘরবাড়ি ও দোকান ঘর ভেঙে দেওয়া হয় বলে জানা গেছে। এর ফলে গৃহহারা হন প্রায় হাজারখানেক মানুষ। এরা দীর্ঘ কয়েক দশক ওই জায়গায় বসবাস করছিলেন। এদিকে এতগুলি পরিবারকে একসঙ্গে উচ্ছেদের প্রতিবাদে এদিন বাসিন্দদের নিয়ে প্রতিবাদে সরব হন সিপিএমের যুব সংগঠন ডিওয়াইএফআই এর স্থানীয় নেতৃত্ব। রেল সূত্রে জানা গিয়েছে, দীর্ঘদিন ধরে রেলের জমি দখল করে বহু বাড়ি, দোকান ও অন্যান্য নির্মাণ

হয়েছিল। একাধিকবার নোটিশ জারি করে জমি খালি করার নির্দেশ দেওয়া হলেও নির্ধারিত সময়ের মধ্যে তা না হওয়ায় অবশেষে এদিন উচ্ছেদ অভিযানে নামে রেল প্রশাসন। অভিযান চলাকালীন বহু বাড়ি, দোকান ও অবৈধ কাঠামো গুঁড়িয়ে দেওয়া হয়। রেল কর্তৃপক্ষের দাবি, উদ্ধার হওয়া জমি ভবিষ্যতের রেল প্রকল্প এবং নিরাপত্তা সংক্রান্ত প্রয়োজনীয় কাজে ব্যবহার করা হবে। উচ্ছেদকে কেন্দ্র করে এলাকায় উত্তেজনা তৈরি হলেও কড়া নিরাপত্তার কারণে গোটা অভিযান শান্তিপূর্ণভাবেই সম্পন্ন হয়। রেল কর্তৃপক্ষ স্পষ্ট জানিয়েছে, রেলের জমিতে অবৈধ দখলের বিরুদ্ধে ভবিষ্যতেও এ ধরনের অভিযান অব্যাহত থাকবে। এদিকে, উচ্ছেদ হওয়া বাসিন্দাদের অভিযোগ, মাত্র পাঁচ দিনের নোটিশে বিকল্প বাসস্থানের ব্যবস্থা করা সম্ভব নয়। কমল দেবী নামে এক বাসিন্দা বলেন, প্রায় দুই প্রজন্ম ধরে এখানে বসবাস করছি। এত কম সময়ে বাড়ি ভাড়া পাওয়া যাচ্ছে না। অনেকেই অগ্রিম ২০ হাজার টাকা চাইছেন যা আমাদের পক্ষে দেওয়া সম্ভব নয়। চার সন্তানকে নিয়ে এখন কোথায় যাব বুঝতে পারছি না।

সাবিত্রী মিসা নামে আরেক মহিলা জানান, অসুস্থ স্বামীকে নিয়ে তিনি চরম অনিশ্চয়তার মধ্যে পড়েছেন। শ্রাবণী দাসের অভিযোগ, ২০১১ সাল থেকে তাঁর দোকান ছিল। বর্তমানে তাঁর স্বামী অসুস্থ ও শয্যাশায়ী। দোকান ভেঙে দেওয়ায় সংসার চালানো নিয়েই দুশ্চিন্তায় পড়েছেন তিনি। উচ্ছেদ হওয়া পরিবারগুলির দাবি, প্রশাসন তাঁদের জন্য বিকল্প পুনর্বাসনের ব্যবস্থা করুক। প্রসঙ্গত, এদিন সকাল ১০টা নাগাদ শুরু হয় উচ্ছেদ অভিযান। ঘটনাস্থলে মোতায়েন করা হয় বিরাট পুলিশবাহিনী, র‍্যাফ, জিআরপি, আরপিএফ এবং কেন্দ্রীয় বাহিনীর জওয়ান। নামানো হয় ৪টি বুলডোজার এবং একটি ক্রেন। এদিনের অভিযানে অবৈধভাবে গড়ে তোলা বহু ঘরবাড়ি, বেআইনি দোকান ও বাণিজ্যিক কাঠামো ভেঙে দেওয়া হয়। রেল, হাওড়া জেলা প্রশাসন ও রাজ্য পুলিশ যৌথভাবে এই অভিযান চালায়। প্রায় বিকেল পর্যন্ত চলা এই উচ্ছেদ অভিযানের জেরে শালিমার স্টেশন চত্বর কার্যত থমথমে।

প্রাক্তন আইএনটিটিইউসি সভাপতিকে হাওড়া স্টেশনে ঘটনার পুনর্নির্মাণের জন্য আনতেই জনতার বিক্ষোভ

নিজস্ব সংবাদদাতা, হাওড়া, ৩০ জুন ঃ পুলিশ হেফাজতে থাকা প্রাক্তন আইএনটিটিইউসি সভাপতিকে হাওড়া স্টেশন চত্বরে ঘটনার পুনর্নির্মাণের জন্য আনতেই জনতার বিক্ষোভ, ডিম নিক্ষেপ ও পুলিশের সামনেই শারীরিক হেনস্তার অভিযোগ। পাঁচদিনের পুলিশ হেফাজতে থাকা হাওড়া সদরের প্রাক্তন আইএনটিটিইউসি সভাপতি অরবিন্দ দাসকে মঙ্গলবার দুপুরে ঘটনাস্থল পরিদর্শন ও ঘটনার পুনর্নির্মাণের জন্য হাওড়া স্টেশন চত্বরে আনা হলে ব্যাপক উত্তেজনার সৃষ্টি হয়। ক্ষুব্ধ জনতার একাংশ তাঁকে লক্ষ্য করে ডিম নিক্ষেপ করে এবং শারীরিক হেনস্তার অভিযোগ ওঠে। পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনতে হস্তক্ষেপ করে পুলিশ। ঘটনায় কয়েকজনকে আটক করা হয়েছে। তোলাবাজি, হাওড়া স্টেশন চত্বরে অবৈধ দোকান বসানো, মাদক দ্রব্য বিক্রি, সাধারণ মানুষকে মারধর এবং বিভিন্ন বেআইনি কার্যকলাপের অভিযোগে গত শনিবার শিলিগুড়ি থেকে গ্রেফতার করা হয় অরবিন্দ দাসকে। পরে তাঁকে হাওড়া আদালতে তোলা হলে আদালত পাঁচ দিনের পুলিশি হেফাজতের নির্দেশ দেয়। এরপর তদন্তের স্বার্থে মঙ্গলবার গোলাবাড়ি থানার পুলিশ তাঁকে হাওড়া স্টেশন চত্বর এলাকায় নিয়ে গিয়ে ঘটনার পুনর্নির্মাণের কাজ শুরু করে। সেই সময়ই স্থানীয় ব্যবসায়ী ও বাসিন্দাদের একাংশ অভিযুক্তকে দেখে ক্ষোভে ফেটে পড়ে। অভিযোগ, তখনই অরবিন্দকে লক্ষ্য করে ডিম ছোঁড়া হয় এবং পুলিশের উপস্থিতিতেই কিছু ব্যক্তি শারীরিকভাবে হেনস্তা করার চেষ্টা করে। পুলিশ ওই ঘটনায় কয়েকজনকে আটক করে। অভিযোগ, দীর্ঘদিন ধরে হাওড়া স্টেশন সংলগ্ন এলাকায় বিভিন্ন বেআইনি কর্মকাণ্ডের সঙ্গে অরবিন্দ দাসের নাম জড়িয়ে ছিল। তাঁর বিরুদ্ধে থানায় অভিযোগ দায়ের হলে সেই অভিযোগের ভিত্তিতেই তাঁকে গ্রেফতার করা হয়।

মমতাকে নিশানা বৈশাখীর, দুর্নীতির অভিযোগে বিস্ফোরক দাবি, ভুয়সী প্রশংসা শুভেন্দুর

নিজস্ব সংবাদদাতা,কলকাতা, ৩০ জুন ঃ রাজ্যের বর্তমান রাজনৈতিক পরিস্থিতির আবহে নতুন করে বিতর্কের কেন্দ্রবিন্দুতে উঠে এলেন শোভন চট্টোপাধ্যায়ের ঘনিষ্ঠ বৈশাখী বন্দ্যোপাধ্যায়। এক সংবাদমাধ্যমে দেওয়া সাক্ষাৎকারে তিনি তৃণমূল কংগ্রেস নেত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের বিরুদ্ধে একাধিক বিস্ফোরক দাবি করেছেন। দুর্নীতির অভিযোগ থেকে শুরু করে দলের শীর্ষ নেতৃত্বের ভূমিকা-বিভিন্ন বিষয়ে তাঁর মন্তব্য ইতিমধ্যেই রাজনৈতিক মহলে জোর চর্চার বিষয় হয়ে উঠেছে। একই সঙ্গে তিনি তৃণমূলের কয়েকজন শীর্ষ নেতাকেও কড়া ভাষায় আক্রমণ করেছেন। অন্যদিকে বর্তমান মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারীর কাজের প্রশংসা করেও নতুন রাজনৈতিক জল্পনার জন্ম দিয়েছেন। শোভন চট্টোপাধ্যায় এবং মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের দীর্ঘদিনের রাজনৈতিক সম্পর্ক রাজ্য রাজনীতিতে বহুল আলোচিত। সময়ের সঙ্গে তাঁদের মধ্যে দূরত্ব তৈরি হলেও সাম্প্রতিক রাজনৈতিক অস্থিরতার সময়ে শোভনকে আবার তৃণমূল নেত্রীর পাশে দেখা গিয়েছে। ডিম নিক্ষেপের ঘটনার পর আহত অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়কে হাসপাতালে দেখতে যাওয়ার ঘটনাও সেই সম্পর্কের নতুন ইঙ্গিত হিসেবে ব্যাখ্যা করেছিলেন রাজনৈতিক পর্যবেক্ষকদের একাংশ। তবে সেই আবহেই বৈশাখী বন্দ্যোপাধ্যায়ের সাম্প্রতিক মন্তব্য রাজনৈতিক বিতর্ককে আরও উসকে দিয়েছে। সাক্ষাৎকারে বৈশাখী বন্দ্যোপাধ্যায় দাবি করেন, মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের দুটো হাতই কাটা গিয়েছে। একজন অরূপ বিশ্বাস, আরেকজন ফিরহাদ হাকিম। শোভনের সব থেকে বড় শত্রু এই দুজনই। বৈশাখীর দাবি, তৃণমূলের অভ্যন্তরে দুর্নীতির একাধিক অভিযোগ নিয়ে তিনি অতীতে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে চিঠি লিখেছিলেন। তাঁর অভিযোগ, সেই চিঠিগুলির ভিত্তিতে কোনও পদক্ষেপ করা হয়নি। বরং তাঁর দাবি, অভিযোগপত্রগুলি সংশ্লিষ্ট অভিযুক্তদের কাছেই পৌঁছে দেওয়া হয়েছিল। এর ফলে যাঁদের বিরুদ্ধে অভিযোগ করা হয়েছিল, তাঁরাই পরে বিষয়টি নিয়ে তাঁকে কটাক্ষ করতেন। বৈশাখীর কথায়, এই অভিজ্ঞতা থেকেই তাঁর মনে হয়েছে যে দলের ভিতরে দুর্নীতির বিরুদ্ধে কার্যকর ব্যবস্থা নেওয়ার কোনও সদিচ্ছা ছিল না। এই দুই নেতাই শোভন চট্টোপাধ্যায়ের সবচেয়ে বড় রাজনৈতিক প্রতিপক্ষ ছিলেন। তাঁদের নাম উল্লেখ করে তিনি বলেন, দলের অভ্যন্তরীণ রাজনৈতিক সমীকরণে এই দুই নেতার ভূমিকা গুরুত্বপূর্ণ ছিল ।

ফের 'এক ডাকে অভিষেক', কর্মীদের আইনি সহায়তায় পুরনো কর্মসূচিতে নতুন বার্তা

নিজস্ব সংবাদদাতা,কলকাতা, ৩০ জুন ঃ ক্ষমতা হারানোর পর রাজনৈতিক ও সাংগঠনিকভাবে কঠিন সময়ের মধ্য দিয়ে যাচ্ছে তৃণমূল কংগ্রেস। দলের অঃদরে মতপার্থক্য, নেতৃত্বের একাংশের দূরত্ব এবং একাধিক আইনি জটিলতার আবহে নতুন করে সংগঠনকে চাঙ্গা করার উদ্যোগ নিলেন দলের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক তথা ডায়মন্ড হারবারের সাংসদ অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়। মঙ্গলবার সমাজমাধ্যমে একটি পোস্ট করে তিনি ঘোষণা করেছেন, বহু আলোচিত 'এক ডাকে অভিষেক' কর্মসূচি ফের চালু করা হচ্ছে। তবে এবার এই উদ্যোগের মূল লক্ষ্য হবে ঘরছাড়া, নিপীড়িত এবং রাজনৈতিক উদ্দেশ্যপ্রণোদিত বলে দাবি করা মামলায় জড়িয়ে পড়া দলীয় কর্মীদের আইনি সহায়তা পৌঁছে দেওয়া। সমাজমাধ্যমে প্রকাশিত বার্তায় জানানো হয়েছে, যাঁরা রাজনৈতিক প্রতিহিংসার শিকার হয়েছেন বা মিথ্যা মামলায় জড়িয়েছেন বলে মনে করছেন, তাঁরা নির্দিষ্ট একটি ফোন নম্বরে যোগাযোগ করতে পারবেন। তাঁদের প্রয়োজনীয় আইনি সহায়তা দেওয়ার ব্যবস্থা করা হবে বলেও উল্লেখ করা হয়েছে। রাজনৈতিক মহলের একাংশের মতে, বর্তমান পরিস্থিতিতে কর্মীদের মনোবল ধরে রাখা এবং সংগঠনের সঙ্গে তাঁদের সংযোগ আরও দৃঢ় করতেই এই উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। এক সময় 'দিদিকে বলো' কর্মসূচির পাশাপাশি 'এক ডাকে অভিষেক' ছিল তৃণমূলের অন্যতম জনপ্রিয় সাংগঠনিক উদ্যোগ। প্রথমে ডায়মন্ড হারবার লোকসভা কেঃদ্রকে কেঃদ্র করে এই কর্মসূচি শুরু হলেও পরে তা গোটা রাজ্যে বিস্তৃত হয়েছিল। সাধারণ মানুষের অভিযোগ শোনা, প্রশাসনিক সমস্যার সমাধান এবং দলীয় কর্মীদের সঙ্গে সরাসরি যোগাযোগ বজায় রাখার ক্ষেত্রে এই কর্মসূচিকে গুরুত্বপূর্ণ বলে তুলে ধরা হয়েছিল। সময়ের সঙ্গে সঙ্গে তা তৃণমূলের অন্যতম পরিচিত সাংগঠনিক প্ল্যাটফর্মে পরিণত হয়েছিল। এবার সম্পূর্ণ ভিন্ন রাজনৈতিক পরিস্থিতিতে সেই কর্মসূচিকেই নতুন আঙ্গিকে ফিরিয়ে আনার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। বর্তমানে অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় নিজেও একাধিক তদন্তের মুখোমুখি। ভোট-পরবর্তী সময়ে বিভিন্ন মামলায় তাঁকে একাধিকবার জিজ্ঞাসাবাদ করা হয়েছে। তদন্তকারী সংস্থার তপরতা এবং তাঁর ঘনিষ্ঠদের বিরুদ্ধে তদন্ত চলার মধ্যেই এই কর্মসূচি পুনরুজ্জীবিত করার সিদ্ধান্ত বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ বলেই মনে করছে রাজনৈতিক মহলের একাংশ। দলের তরফে যদিও এই উদ্যোগকে নিছক কর্মীদের পাশে দাঁড়ানোর প্রচেষ্টা হিসেবেই ব্যাখ্যা করা হচ্ছে। রাজনৈতিক পর্যবেক্ষকদের মতে, ক্ষমতা হারানোর পর তৃণমূলের সাংগঠনিক কাঠামোয় স্পষ্ট পরিবর্তন এসেছে। মাঠে-ময়দানে দলের সক্রিয়তা আগের তুলনায় অনেকটাই কমেছে বলেই অভিযোগ উঠছে। দলনেত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় সাম্প্রতিক সময়ে কয়েকটি কর্মসূচিতে অংশ নিলেও বৃহত্তর আন্দোলনের ছবি এখনও স্পষ্ট হয়নি। এই পরিস্থিতিতে অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের নতুন উদ্যোগকে সংগঠনের ভিত শক্ত করার প্রচেষ্টা হিসেবেই দেখা হচ্ছে। তবে এই কর্মসূচিকে ঘিরে দলের অঃদরেই ভিন্ন মত সামনে এসেছে। বিধানসভায় বিদ্রোহী তৃণমূল পরিষদীয় দলের মুখ্যসচেতক তথা রঘুনাথগঞ্জের বিধায়ক আখরুজ্জামান কড়া ভাষায় এই উদ্যোগের সমালোচনা করেছেন। তাঁর বক্তব্য, শুধুমাত্র ফোন নম্বর চালু করলেই কর্মীদের পাশে দাঁড়ানো যায় না। প্রকৃত অর্থে কর্মীদের আস্থা অর্জন করতে হলে তাঁদের কাছে পৌঁছতে হবে, তাঁদের সমস্যার সময় সরাসরি পাশে থাকতে হবে। তিনি আরও দাবি করেন, অতীতে অনলাইন বৈঠক ও দূরবর্তী সাংগঠনিক পদ্ধতির উপর অতিরিক্ত নির্ভরতার ফলেই সংগঠনের ক্ষতি হয়েছে। অন্যদিকে, কালীঘাট তৃণমূল থেকে দূরত্ব তৈরি করে বর্তমানে বিরোধী শিবিরে থাকা ঋতব্রত বঃদ্যোপাধ্যায়ও এই উদ্যোগকে কটাক্ষ করেছেন। তাঁর বক্তব্য, কর্মীদের জন্য বাস্তব সহায়তার প্রয়োজন, শুধুমাত্র ঘোষণায় সমস্যার সমাধান হবে না। রাজনৈতিক প্রতিপক্ষদের দাবি, বর্তমান পরিস্থিতিতে সংগঠনের ভাঙন রুখতে এই উদ্যোগ নেওয়া হলেও তা কতটা কার্যকর হবে, তা সময়ই বলবে। সম্প্রতি সোনারপুরে ভোট-পরবর্তী হিংসায় নিহত এক দলীয় কর্মীর পরিবারের সঙ্গে দেখা করতে গিয়ে অভিষেক বঃদ্যোপাধ্যায় প্রবল বিক্ষোভের মুখে পড়েছিলেন। স্থানীয় বাসিঃদাদের একাংশ তাঁর কনভয় ঘিরে বিক্ষোভ দেখান। অভিযোগ, তাঁর দিকে ডিম ছোড়া হয় এবং ধস্তাধস্তির ঘটনাও ঘটে। নিরাপত্তারক্ষীদের সহায়তায় এবং হেলমেট পরে কোনওক্রমে তিনি সেখান থেকে বেরিয়ে আসেন। সেই ঘটনার পর রাজনৈতিক পরিস্থিতির বদলে যাওয়া ছবিই আরও স্পষ্ট হয়ে ওঠে। এক সময় কঠোর নিরাপত্তা বলয়, বিশাল কনভয় এবং প্রশাসনিক প্রভাবের মধ্যে রাজনীতি করতেন অভিষেক বঃদ্যোপাধ্যায়। কিন্তু বর্তমান রাজনৈতিক বাস্তবতায় সেই পরিস্থিতি অনেকটাই বদলে গিয়েছে।

আলোই ঈশ্বরের প্রতিবিম্ব

দুরন্ত বার্তা

৩১ বর্ষ, দৈনিক ২১০ সংখ্যা, বুধবার , ১৬ আষাঢ়, ১৪৩৩

মঞ্চাভিনেতা শিশির ভাদুড়ী

মঞ্চাভিনেতা, নাট্যাচার্য শিশিরকুমার ভাদুড়ী পরলোগকমন করেন ৩০ জুন, ১৯৫৯ সালে। ছাত্রাবস্থা থেকেই অভিনয়ের প্রতি তাঁর প্রবল ঝোঁক ছিল। ১৯১২ সালে 'বৈকুণ্ঠের খাতা' নাটকে অসাধারণ অভিনয় করে তিনি প্রশংসিত হন। ১৯২১ সালে পেশাদার অভিনেতারূপে তিনি ম্যাডান থিয়েটারের সঙ্গে যুক্ত হন এবং ১০ ডিসেম্বর আলমগীর নাটকে নাম-ভূমিকায় অভিনয় করে ব্যাপক জনপ্রিয়তা অর্জন করেন। কিন্তু মতানৈক্য ঘটায় মঞ্চ ছেড়ে তিনি চলচ্চিত্র জগতে প্রবেশ করেন। শরৎচন্দ্রের আঁধারে আলো ও চন্দ্রনাথ-এর চিত্রায়ণে একই সঙ্গে পরিচালক ও অভিনেতার ভূমিকা পালন করেন। ১৯২৩ সালে তিনি একটি নাট্যদল গঠন করেন এবং ২৫ ডিসেম্বর ইডেন গার্ডেন্স-ক্যালকাটা একজিবিশনে মঞ্চায়িত দ্বিজেন্দ্রলালের সীতা নাটকে রামচন্দ্রের ভূমিকায় অসাধারণ অভিনয় করেন। তাঁর অভিনয়ে অভিভূত হয়ে রসরাজ অমৃতলাল বসু তাঁকে থিয়েটারের নবযুগের প্রবর্তক বলে ঘোষণা করেন। এ নাটকের প্রয়োগ-নৈপুণ্যে তিনি বিলেতি ভাবধারার পরিবর্তে এক নতুনত্বের সূচনা করেন। তিনি কনসার্টের বদলে রোশনচৌকি, আসন-ব্যবস্থায় বাংলা অক্ষর, প্রবেশপথে আলপনা ও পূর্ণকলস, প্রেক্ষাগৃহে চন্দন-অগরু-ধূপের গন্ধ, পাদপ্রদীপের পরিবর্তে আলোক-সম্পাত এবং সীনের পরিবর্তে বক্স্ সেট প্রয়োগ করেন। শিশিরকুমার কর্নওয়ালিস থিয়েটার (বর্তমান শ্রী সিনেমা) মঞ্চেও কাজ করেছেন। ১৯৩০ সালের সেপ্টেম্বর মাসে শিশিরকুমার নিজস্ব নাট্যগোষ্ঠী নিয়ে আমেরিকা যান। পরের বছর ১২ জানুয়ারি তিনি নিউইয়র্কের ভ্যান্ডারবিল্ট থিয়েটারে সীতা মঞ্চায়নের মাধ্যমে বিপুল খ্যাতি অর্জন করেন। তিনি ১৯৪২ সালে 'শ্রীরঙ্গম' নামে একটি রঙ্গমঞ্চ প্রতিষ্ঠা করেন, যা বর্তমানে বিশ্বরূপা থিয়েটার নামে পরিচিত। শ্রীরঙ্গমে মঞ্চস্থ বিভিন্ন নাটকের মধ্যে মাইকেল নাটকের নাম-ভূমিকায় তাঁর অভিনয় সবিশেষ উল্লেখযোগ্য। এখানে তাঁর অন্যান্য উল্লেখযোগ্য প্রযোজনা হল বিপ্রদাস, তখৎ-এ-তাউস, বিন্দুর ছেলে ও দুঃখীর ইমান। শ্রীরঙ্গমেই তিনি সর্বশেষ অভিনয় করেন। নাট্যমঞ্চে একাধিক নাটকে অভিনয় করে শিশিরকুমার যশস্বী হন। তাঁর অভিনীত উল্লেখযোগ্য চরিত্রগুলি হলো রঘুপতি ও জয়সিংহ (বিসর্জন, ১৯২৬), যোগেশ (প্রফুল্ল, ১৯২৭), জীবানন্দ (যোড়শী, ১৯২৭), নাদির শাহ (দিগ্বিজয়ী, ১৯২৮), নিমচাঁদ (সধবার একাদশী, ১৯২৮) এবং চন্দ্রবাবু (চিরকুমার সভা, ১৯২৯)। ১৯৩০ সালে তিনি তপতী নাটকে বিশেষ অভিনয় পারঙ্গমতা প্রদর্শন করেন। আর্থিক অনটনের দরুণ এ বছরই তিনি স্বীয় মঞ্চ নাট্যমন্দির ছেড়ে স্টার থিয়েটারে যোগ দেন। তিনি অনেক সবাক ও নির্বাক চলচ্চিত্রে সফল অভিনয় করেন। তিনি হাওড়া জেলার রামরাজাতলায় তাঁর জন্ম। বঙ্গবাসী স্কুল থেকে ১৯০৫ সালে এন্ট্রান্স, স্কটিশ চার্চ কলেজ থেকে ১৯১০ সালে বিএ এবং ১৯১৩ সালে ইংরেজি সাহিত্যে এমএ পাস করেন। পেশাগত জীবনের প্রথমে শিশিরকুমার মেট্রোপলিটন ইনস্টিটিউট ও বিদ্যাসাগর কলেজে অধ্যাপনা করেন। নাট্যমঞ্চে তিনি ছিলেন স্বমহিমায় উজ্জ্বল। তাঁর অভিনয় বহু শিক্ষিত যুবককে পেশাদার নাট্যাভিনয়ে যোগদানে উৎসাহ জুগিয়েছে। তাঁর অভিনয়ের স্বীকৃতিস্বরূপ ১৯৫৯ সালে ভারত সরকার তাঁকে 'পদ্মভূষণ' উপাধিতে ভূষিত করতে চাইলে তিনি প্রত্যাখ্যান করেন।

সাহিত্যিক বুদ্ধদেব গুহ

সাহিত্যিক এবং সংগীতশিল্পী বুদ্ধদেব গুহ জন্ম গ্রহণ করেন ২৯ জুন, ১৯৩৬ সালে। তিনি মূলত বন, অরণ্য এবং প্রকৃতি বিষয়ক লেখার জন্য পরিচিত। 'জঙ্গলমহল' তার প্রথম প্রকাশিত গ্রন্থ। তারপর বহু উপন্যাস ও গল্পগ্রন্থ প্রকাশিত হয়েছে। তিনি লেখক হিসেবে খুবই অল্প সময়ে প্রতিষ্ঠা পেয়েছেন। তার বিতর্কিত উপন্যাস 'মাধুকরী' দীর্ঘদিন ধরে ছিল বেস্টসেলার। ছোটদের জন্য তার প্রথম বই- 'ঋজুদার সঙ্গে জঙ্গলে'। আনন্দ পুরস্কার পেছেন ১৯৭৭ সালে। পেশায় ছিলেন চার্টার্ড অ্যাকাউন্ট্যান্ট। প্রখ্যাত রবীন্দ্রসংগীত শিল্পী ঋতু গুহ তার স্ত্রী। সুকণ্ঠ বুদ্ধদেব গুহ নিজেও একদা রবীন্দ্রসংগীত গাইতেন। পুরাতনী টপ্পা গানে তিনি অতি পারঙ্গম। টিভি এবং চলচ্চিত্রে রূপায়িত হয়েছে তার একাধিক গল্প উপন্যাস। বহু বিচিত্রতায় ভরপুর এবং অভিজ্ঞতাময় তার জীবন। ইংল্যান্ড, ইউরোপের প্রায় সমস্ত দেশ, কানাডা, আমেরিকা, হাওয়াই, জাপান, থাইল্যান্ড ও পূর্ব আফ্রিকা তার দেখা। পূর্বভারতের বন-জঙ্গল, পশুপাখি ও বনের মানুষের সঙ্গেও তার সুদীর্ঘকালের নিবিড় ও অন্তরঙ্গ পরিচয়। সাহিত্য-রচনায় মস্তিষ্কের তুলনায় হৃদয়ের ভূমিকা বড়- এই মতে তিনি বিশ্বাসী। তার গল্পের প্লটজুড়ে ভেসে উঠছে নাগরিক-ক্লেশমুক্ত এক অরণ্যময় প্রকৃতি! পালামৌর বুনো হাতি, পৌরুষ মাখানো বাঘিনী অথবা পাকদন্ডীর কুয়াশার রাস্তা, ম্যাকলাস্কিগঞ্জের সেই সকালের আগমন- এই তো বুদ্ধদেবের উপন্যাস। তাতে থাকতেই হবে নগরবিদ্বেষী এক নায়ক যে অরণ্যে এসে খুঁজে পেয়েছে অপার স্বস্তি ও সারল্যের জীবন। চিঠির প্রতিও তার একটা গভীর আকর্ষণ দেখা যায়। প্রায় উপন্যাসেই এ ওকে চিঠি পাঠায়, সেই চিঠি পুরো সময় জুড়ে একটা সুরেলা গান হয়ে বাজতে থাকে। 'সবিনয় নিবেদন' উপন্যাসটি তো পুরোটাই চিঠিপোন্যাস! ঋতি ও রাজর্ষি একজন আরেকজনকে না দেখে না শুনে চিঠির এক অদ্ভুত ব্যাকরণে বুনতে থাকে তাদের সম্পর্ককাব্য। অদেখাকেও যে চিঠি লিখে প্রিয় ব্যক্তিতে রূপ দেওয়া যায়, তার সাথে খুনসুটি করা যায়, করা যায় অভিমানী অভিযোগ, চিঠি লিখে যে কাউকে ভালোবাসাও যায়- তার এক অনবদ্য প্রমাণ 'সবিনয় নিবেদন'। প্রথমদিকের লেখাগুলোয় তার লেখক-ইমেজটুকু প্রতিষ্ঠিত করবার জন্য বুদ্ধদেব গুহ এমন কিছু চরিত্রই বেছে নিয়েছিলেন যাদের সাথে পাঠক পড়ামাত্র নিজেকে যুক্ত করতে পারে। তাঁর গল্পে মানুষের প্রতিফলন দেখা যায়।

শ্রীশ্রীঅনুকূল ঠাকুর

শ্রীশ্রী অনুকূল ঠাকুর বলেন যে মহৎ কাজ করতে হবে। নিজের মনকে শুদ্ধ করতে হবে। পাপটাকে মন থেকে দূর করে দিতে হবে। মানবধর্মের জয় করতে হবে। তার বিকাশ করতে হবে। জগত মাতাই হচ্ছেন শক্তিদাত্রী। তিনি শক্তি দান করে থাকেন। দান এবং ধ্যান করলে সম্পদ কোনও সময় কমে না। তা বৃদ্ধি পেতে থাকে। শিক্ষা দান করলে তা বৃদ্ধি পায়। শিক্ষা দান করলে শিক্ষার উন্নতি লাভ করে। শিক্ষার বিকাশ হয়। জীবনে উন্নতি করা যদি ইচ্ছা হয় তাহলে দান করে যেতে হবে। সেটা সিক্ষা হোক বা অর্ত হোক। কিছু দান না করলে কিছুই পাওয়া সম্ভব হয় না।

ভগিনী নিবেদিতা

ভগিনী নিবেদিতা বলেন যে ঈশ্বর সবাইকে শক্তি দিয়ে থাকেন। মানুষ শক্তিকে গ্রহণ করে মানব সভ্যতার বিকাশে জন্য কাজ করে চলে। শক্তিব দাত্রী হচ্ছেন মা। তিনি শক্তি দেওয়ার মূ সূত্র। তিনি শক্তি না দিলে কেউই শক্তি পেতে পারেন না। মা হচ্ছেন সর্ব শক্তির আধার। তিনি সবশক্তিদায়িনী। তাঁর দেওয়া শক্তি দিয়ে জগতে যে কোনও ব্যক্তিকে পরাস্ত করা সম্ভব। মা'ই মনের শক্তি বৃদ্ধি করে থাকে। তিনি হচ্ছেন শক্তি রূপিনী জগৎ ধাত্রী। জগত ধারিনী জগদ্ধাত্রী। তিনি জগতকে ধারন করে থাকেন। ধর্ম হচ্ছে মানুষের বাহ্যিক রূপ। তাকে সত্যে পরিণত করতে হয়। ধর্মকে সত্যপথে পরিচালিত করতে হয়। না হলে ধর্ম এক সময়ে মানুষের বিরুদ্ধে আচরণ করতে থাকে। যিনি মা'কে পেয়েছেন তিনি সর্বশক্তিমান হয়েছেন। তিনি মায়ের শক্তি দিয়ে অপদেবতাকে পরাস্ত করতে পেরেছেন। সেই কারণে দরকার মাতৃশক্তি। জ্ঞান শক্তি। বুদ্ধি শক্তি। এই সব শক্তির আধার হচ্ছেন মা। তাঁর আশির্বাদ গ্রহণ করতে হবে। মাতৃভক্তিকে জাগরিত করতে হবে।

সাহেব মেডিকেল কলেজে স্বদেশি ছাত্র

রবীন্দ্রকুমার শীল

সময়টা ১৯১২ সাল। স্থান ক্যাম্পবেল স্কুল, শিয়ালদহ। এই মেডিকেল স্কুলে সদস্য যোগ দিয়েছেন ইণ্ডিয়ান মেডিকেল সার্ভিসের মেজর রেইট। এর আগে এই পদে ছিলেন কর্নেল আন্ডার সন। বিদেশ থেকে উচ্চতম চিকিৎসা উপাধি নিয়ে কলকাতায় এসেছেন এক বাঙালি যুবক। চিকিৎসক এবং শিক্ষক হিসাবে সে ক্যাম্পবেল মেডিকেল স্কুলে ১৯১২ সালের ১৮ জানুয়ারি চিকিৎসক এবং শিক্ষক হিসাবে যোগ দিলেন। মাইনে ৩৩০ তীক্ষ্নবানে হিতাহিত জ্ঞানহারা হন সুপারিনটেন্ডেন্ট রেইট। ভারতীয় কালা আদমি চিকিৎসকের কাছ থেকে এমন উত্তর পাবেন তা আশা করেননি তিনি। কথা আর না বাড়িয়ে ডাক্তার রেইট শুধু জানালেন যে একটা সরকারি নোট দিচ্ছি আপনাকে। ওই তরুণ চিকিৎসক হলেন ডাক্তার বিধান চন্দ্র রায়। ক্যাম্পবেল মেডিকেল স্কুলে যতদিন সুপারিনটেন্ডেট ছিলেন রেইট ততদিন কোনও না কোনও বিষয়ে মত পার্থক্য হত বিধান চন্দ্র রায়ের সঙ্গে। বিধানচন্দ্র

টাকা। তিনি অ্যানাটমির শিক্ষক হিসাবেই যোগ দেন। ডাক্তার রেইট ভারতীয়দের ঘৃণার চোখে দেখতেন। তখন ভারত জুড়ে চলছে স্বাধীনতা সংগ্রাম এবং বাংলায় চলছে সশস্ত্র সংগ্রাম। বিপ্লবী ক্ষুদিরাম, কানাইলাল দত্ত এবং সত্যেন্দ্রনাথ বোসের ফাঁসি হয়ে গিয়েছে। বাংলার অধিকাংশ বিপ্লবীরা তখন আন্দামানের সেলুলার জেলে। ইংরেজ প্রশাসনের ধরপাকড় চলছে। দেশপ্রেমের আঁচ এই যুবকের মধ্যেও জাজ্জ্বল্যান। যেদিন সুপারিনটেন্ডেন্ট হিসাবে রেইট যোগ দিয়েছিলেন সেদিনই তিনি সেই তরুণ বাঙালি চিকিৎসককে ডেকে জিজ্ঞাসা করলেন-'আপনি এখানে কী কী করেন?' তরুণ চিকিৎসক উত্তর দিলেন,-' ছাত্রদের কাছে চিকিৎসা সংক্রান্ত বক্তব্য রাখতে হয়। শবব্যবচ্ছেদ এবং ডেমোনস্ট্রেট করে কাজটা বুঝিয়ে দিয়ে থাকি।' ডাক্তার রেইট বললেন, 'তাহলে তো দেখছি কাজের চেয়ে বেশি মাইনে পান।' তরুণ চিকিৎসক সঙ্গে সঙ্গে উত্তর দিরেন, 'এমআরসিপি (লণ্ডন), এফআরসিএস (লণ্ডন) এবং এমভি (কলকাতা) ডিগ্রিধারী চিকিৎসক মাসে পাচ্ছেন ৩৩০ টাকা। আর অন্যজন আইএমএস, কিন্তু এডিনবার্গের ফেলোশিপ ফেল করে মাসে বেতন পাচ্ছেন ১৫০০ টাকা। ভারতীয় চিকিৎসকের এমন

রায় একদিন পরিস্কার বলে দিয়েছিলেন যে কাজ চান না শুধু মাত্র নির্দিষ্ট সময়ে হাজিরা চান। কিন্তু রেইট চাইতেন তিনি যা নির্দেশ দিচ্ছেন তা অক্ষরে অক্ষরে পালন করতে হবে। কয়েকদিন পরে আবার রেইট চিঠি পাঠিয়ে জানালেন যে বিকেল ৪টা থেকে ৫টা পর্যন্ত শল্য চিকিৎসার ছাত্রদের জন্য কোচিং ক্লাস নিতে হবে। সেই চিঠির কোনও উত্তর না দিয়ে সেটাকে আবর্জনার বাক্সে ফেলে দেন ডাক্তার বিধানচন্দ্র।

সেই সময়ে ক্যাম্পবেল মেডিকেল স্কুলে নিয়ম ছিল সিনিয়রদের মুখোমুখি হলেই জুনিয়ররা মাথার টুপি খুলে সম্মান দেবে। হাতে ছাতা খোলা থাকলে তা বন্ধ করে সিনিয়রদের পাশ দিয়ে নিঃশব্দে হেঁটে চলে যেতে হবে। এই সব বস্তাপচা নিয়মের অবলুপ্তি করে দেন তরুণ চিকিৎসক বিধানচন্দ্র রায় প্রত্যক্ষ বিরোধিতা করে। সম্মান জানানোর জন্য শুধু থাকলো- গুড মর্নিং, গুড ইভিনিং এবং গুড নাইট, ওয়েল কাম স্যার শব্দগুলি। ১৯১২ সাল থেকে ১৯১৯ সাল পর্যন্ত ক্যাম্পবেল মেডিকেল স্কুলে শিক্ষকতা করেছিলেন ডাক্তার বিধানচন্দ্র রায়।

ডাক্তার বিধান চন্দ্র রায়ের জন্মদিন ১ জুলাই ১৮৮২ সালে। তাঁর জন্মদিনেই ভারতে পালিত হয় 'ডাক্তার দিবস'। ১ জুলাই ১৮৮২ সালে জন্ম গ্রহণ এবং পরলোকগমন ১৯৬২ সালে ১ জুলাই। তাঁর জন্মদিন এবং মৃত্যুদিন একই তারিখে। কলকাতা মেডিকেল কলেজ থেকে পাশ করে তিনি বিলেতে যান। ১৯১১ সালে বিলেত থেকে ফিরে এসে ক্যাম্পবেল মেডিকেল কলেজে শিক্ষকতা করেন। ডাক্তারি চিকিৎসা করার পাশাপাশি তাঁর সমাজ সেবাও চলেছিল। তিনি কলকাতার মেয়র এবং পরে পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী হন। মুখ্যমন্ত্রী হয়েই তিনি বাংলাকে শিল্প রাজ্য হিসাবে গড়ে তোলার দিকে নজর দিয়েছিলেন। ভালো চিকিৎসা কেন্দ্র যাতে গড়ে উঠতে পারে তার দিকে তিনি লক্ষ্য রাখেন।

শিয়ালদহ অঞ্চলে গরিব এবং পথ ভিখারিদের জন্য একটি হাসপাতাল তৈরি করা হয়েছিল ১৮৬৭ সালে। এই হাসপাতালটি কলকাতা মিউনিসিপ্যালটির অধীনে ছিল। কলকাতা মেডিকেল কলেজের বাংলা ভাষায় চিকিৎসা বিজ্ঞান পড়ানো শুরু হয়েছিল ১৫ জুন ১৮৫২ সালে। কলকাতা মেডিকেল কলেজের এই বিভাগের ছাত্র সংখ্যা বৃদ্ধি পেলে সেই বিভাগটিকে তুলে আনা হয়শিয়ালদহের এই হাসপাতালে। এখানে যে বাংলায় চিকিৎসা বিজ্ঞান পড়ানো হতো তার নাম ছিল-'দ্য ভার্নাকুলার লাইসেন্সিয়েট ক্লাস'। এই স্কুলটি মেডিকেল কলেজের শাখা ছিল এবং মেডিকেল কলেজ দ্বারা পরিচালিত হতো। ১৮৭৪ সালে বাংলার তৎকালীন গর্ভনর জর্জ ক্যাম্পবেলের নামে এই স্কুলটির নামকরণ হল ক্যাম্পবেল স্কুল এবং হাসপাতাল। সেই বছর এখানকার সুপারিনটেন্ডেট ছিলেন উটফোর্ড। এই স্কুলে চিকিৎসকদের মধ্যে ছিলেন ডাক্তার রামনায়ারণ দাশ, ডাক্তার তামিজ খান, ডাক্তার মীর আশরফ আলি, ডাক্তার জগবন্ধু বসু, ডাক্তার কানাইলাল দে, ডাক্তার চন্দ্রমোহন ঘোষ প্রমুখ। এখানে ডাক্তার নীলরতন সরকার বাংলায় ডাক্তারি পড়েছিলেন। পরে তিনি কলকাতা মেডিকেল কলেজ থেকে ডাক্তারি পড়ে ডিগ্রি লাভ করেন। বর্তমানে এর নাম নীলরতন মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতাল।

ডাক্তার বিধানচন্দ্র রায় যখন বাংলার মুখ্যমন্ত্রী তখন পরিচালক সত্যজিৎ রায় সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন যে তিনি 'পথের পাঁচালী' ছবিটি নির্মাণ করবেন। কিন্তু অর্থের অভাবে সেই ছবি তৈরি হওয়ার অন্তরায় হল। সত্যজিৎ রায়ের মাতা মুখ্যমন্ত্রী বিধান রায়কে বলে সরকারি আর্থিক সাহায্যের ব্যবস্থা করা দিলে সেই অর্থ দিয়ে তৈরি হল 'পথের পাঁচালী' ছবি। মুখ্যমন্ত্রী বিধান রায় ছবিটি দেখে মুগ্ধ হয়েছিলেন। তারপরে ছবিটি দলিল হয়ে গেল। বাংলা চলচ্চিত্রে ইতিহাসে 'পথের পাঁচালী' বিশেষ স্থান গ্রহণ করলো। গ্রাম বাংলার প্রাকৃতির সঙ্গে বাংলার মানুষের যে নিবিড় সম্পর্ক জড়িয়ে রয়েছে তারই চিত্র তুলে ধরেছিলেন ক্যামেরার মধ্যে দিয়ে পরিচালক সত্যজিৎ রায়। অপু দূর্গার ছোটবেলা জীবন গড়ে উঠেছিল গ্রামের প্রাকৃতির মধ্যে। প্রকৃতি কীভাবে গ্রাম বাংলার মানুষের সঙ্গে আত্মীয়তা গড়ে তারই বিভিন্ন দিক নিয়ে তৈরি করা হয় 'পথের পাঁচালী' ছবিটি। এই ছবির পরই পরিচালক সত্যজিৎ রায় অপুকে কেন্দ্র করে আরও দুটি ছবি করেছিলেন। 'অপুর সংসার' এবং 'অপরাজিত' ছবি করেছিলেন সত্যজিৎ রায় অপু চরিত্রকে সামনে রেখে। মুখমন্ত্রী ডাক্তার বিধানচন্দ্র রায় পরিচালক সত্যজিৎ রায়কে আশীর্ববাদ করে গিয়েছিলেন, ' আরও বড় পরিচালক তুমি হতে পারবে'। সেই আশীর্বাদ কাজে লেগেছিল। পরবর্তীকালে সত্যজিৎ রায় আন্তর্জাতিক জগতে অন্যতম সেরা পরিচালক হতে পেরে ছিলেন। বাংলা এবং বাঙালির উন্নতির জন্য তিনি অনেক পদক্ষেপ গ্রহণ করেছিলেন বলেই তাঁকে বাংলার রূপকার বলা হয়ে থাকে।

ডাক্তার বিধান চন্দ্র রায় ক্যাম্পবেল মেডিকেল স্কুলে শিক্ষকতা করেন ১৯১২ থেকে ১৯১৯ সাল পর্যন্ত। ১৯১৯ সালে কারমাইকেল মেডিকেল কলেজে যোগদান করেন তিনি। কারমাইকেল মেডিকেল কলেজ প্রতিষ্ঠার জন্য রাধা গোবিন্দ করের প্রতিষ্ঠিত 'ক্যালকাটা মেডিকেল স্কুল' এবং ডাক্তার নীলতরন সরকার সহ অন্যান্যদের দ্বারা পরিচালিত 'কলেজ অব ফিজিসিয়ানস সার্জনস অব বেঙ্গল' এই দুটি প্রতিষ্ঠানের অবদান রয়েছে। বেলগাছিয়াতে প্রতিষ্ঠিত ভারতের প্রথম বেরসকারি মেডিকেল কলেজটির অ্যাফি লিয়েশনের জন্য কলকাতা বিশ্ব বিদ্যালয়ের কাছে আবেদন করা হয়। বেশ খানিকটা টালবাহানার পর সরকার থেকে জানানো হল বেলগাছিয়ার স্কুলকে অনুদান দেওয়া হবে শর্তসাপেক্ষে। সরকার পাঁচ লক্ষ টাকা অনুদান দেবে। কিন্তু কর্তৃপক্ষকে আড়াই লক্ষ টাকা সংগ্রহ করতে হবে। রাজা প্রফুল্লনাথ ঠাকুর দিলেন পঁচিশ হাজার, বর্ধমানের মহারাজা দিলেন দশ হাজার এবং ভূপেন্দ্রনাথ বসু দিলেন পাঁচ হাজার টাকা। আরও অনেকে অর্থ সাহায্য করেছিলেন। ১৯১৬ সালের ৫ জুলাই গর্ভনর লর্ড কারমাইকেল এই কলেজটির উদ্বোধন করলেন। এই দিনটি হল কলেজ প্রতিষ্ঠার দিন। ১৯১৭ সালে জুলাই মাসে প্রথম এমবি পরীক্ষা হল।

শান্তিনিকেতনের ছাত্রী নীলিমা সেন রবীন্দ্র স্নেহধন্য কন্যা

রাজা সেন

'তুমি কেমন করে গান কর হে গুণী' , নীলিমা সেন। রবীন্দ্রনাথ তখন বেশ বৃদ্ধ। তাঁর জীবদ্দশায় শেষারের মত 'ডাকঘর' মঞ্চস্থ হচ্ছে শান্তিনিকেতনে। শান্তি নিকেতনের অধিবাসী ললিত মোহন গুপ্ত ও পঙ্কজিনী গুপ্তের কন্যা নীলিমা বা বাচ্চু সেসময় একদিন সুযোগ পেল রবীন্দ্রনাথের কাছে যাওয়ার। ডাকঘর নাটকে সে অমলের ভূমিকায় অভিনয় করবে। বালিকা বাচ্চু বিকেলবেলায় রবীন্দ্র নাথের কাছে গিয়ে তাঁকে প্রণাম করে তাঁর পাশে বসল। গুরুদেব তাঁকে বললেন, দ্যাখ আমি তোর ঠাকুরদা হব। তোর তাতে কোনও আপত্তি নেই তো? বালিকা বাচ্চুর কাছে এই কথা এক পরম প্রাপ্তি। রবীন্দ্রনাথ নামক পরশমণির পরশ পেয়েছে সে। আর কি চাই তার? নীলিমা সেন ১৯২৮ সালের ২৮ এপ্রিল কলকাতা শহরে জন্মগ্রহণ করেন নীলিমা গুপ্ত। মাত্র ৬ বছর বয়সে নীলিমা শান্তিনিকেতনে এসেছিলেন। তখন শান্তিনিকেতন রবিকিরণে উজ্জ্বল। একদিকে তাঁর স্বপ্নের বিশ্বভারতীতে চলছে নানা কর্মকান্ড। আচার্য নন্দলাল বসু, ক্ষিতিমোহন সেন, শৈলজারঞ্জন মজুমদার, শান্তিদেব ঘোষ এবং স্বয়ং রবীন্দ্রনাথ আপন কর্মকান্ডে উজ্জ্বল হয়ে রয়েছেন। সেই পরিবেশেই নীলিমার বড় হয়ে ওঠা। নীলিমার বড় দিদি পারুলের সঙ্গে বিবাহ হয়েছিল ড. ধীরেন্দ্রমোহন সেনের। তিনি সপরিবারে এসে গুরুপল্লীর সীমান্তিকা বাড়িতে বসবাস করতে শুরু করেন। সেসময় রবীন্দ্রনাথের সান্নিধ্যে বারংবার আসার সুযোগ হয়েছিল বালিকা নীলিমার। যখন নীলিমা পাঠভবনে ভর্তি হলেন তখন থেকেই আশ্রমের সাংস্কৃতিক কর্মকাণ্ডের সঙ্গে নিজেকে সম্পৃক্ত করতে শুরু করেছিলেন। উদয়নের বারান্দায় কবি রবীন্দ্রনাথ বসে থাকতেন আর প্রতি বুধবার শান্তিনিকেতনের শিশুরা দল বেঁধে কবিকে প্রণাম করতে যেত। কখনও শিউলি ফুলের মালা বা বেলফুলের মালা গেঁথে নীলিমা ও তার বন্ধুরা কবিগুরুকে দিয়ে আসতেন।

রবীন্দ্রনাথের শেষ জন্মদিনে উদয়ন বাড়ির বারান্দায় যে উৎসব পালিত হয়েছিল সেখানে মাত্র ১৩ বছরের কিশোরী নীলিমা একক গান গেয়েছিলেন,'গানের ঝরনা তলায়'। সঙ্গীতভবনে শিক্ষক হিসেবে নীলিমা পেয়েছিলেন শৈলজারঞ্জন মজুমদারকে। এছাড়াও ইন্দিরা দেবী চৌধুরানী, শান্তিদেব ঘোষ,রমেশচন্দ্র বন্দ্যো পাধ্যায়কে পেয়েছিলেন শিক্ষক হিসেবে। ভি. ভি. ওয়াঝেলওয়ার দিয়েছিলেন ধ্রুপদী সঙ্গীতের তালিম। এস্রাজ শিক্ষা করেছিলেন অশেষচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়ের কাছে। এইসময় নীলিমা চারবারের জন্য পশ্চিমবঙ্গ সরকারের বৃত্তিলাভ করেন একই সঙ্গে শান্তিনিকেতনের রবীন্দ্রসঙ্গীত শিল্পীদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ হিসেবে বিবেচিত হয়ে লন্ডন ব্রাহ্মসমাজ প্রদত্ত Tagore Hymn Prize পুরস্কার লাভ করেন।

১৯৪৪ সাল। তখন নীলিমার বয়স ১৬ বছর। ভারত কোম্পানী থেকে প্রকাশিত হল তাঁর প্রথম রেকর্ড। একপিঠে ' বুঝি বেলা বহে যায়' এবং অন্যপিঠে 'আমার দোসর যে জন'। এরপর নীলিমা একের পর এক রবীন্দ্রসঙ্গীত রেকর্ড করতে থাকেন এবং শ্রোতাদের মধ্যে তা প্রভূত জনপ্রিয় হয়। এই বছরই তিনি আকাশবাণীতে সঙ্গীত পরিবেশন করেন। ১৯৪৫ সালে নীলিমা রবীন্দ্রসঙ্গীত ও হিন্দুস্তানী সঙ্গীতে ডিপ্লোমা লাভ করেন। ১৯৪৬ সালে তিনি ম্যাট্রিক পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন। ১৯৫০ সালে নীলিমা রবীন্দ্রসঙ্গীত বিশেষজ্ঞ ড. অমিয়কুমার সেনকে বিবাহ করে শান্তিনিকেতনের স্থায়ী বাসিন্দা হয়ে যান। এবং নীলিমা গুপ্ত থেকে হয়ে নীলিমা সেন হন। ১৯৫১ সালে বিশ্বভারতীর শিক্ষা ভবন থেকে নীলিমা বি.এ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন। সেই বছর স্বামীর সঙ্গে তিনি আমেরিকা যান এবং আমেরিকার বিভিন্ন স্থানে অত্যন্ত সাফল্যের সঙ্গে রবীন্দ্রসঙ্গীত পরিবেশন করেন। আমেরিকা থেকে ফেরবার সময় নীলিমা লন্ডন যান এবং লন্ডনে বিবিসি থেকে তাঁর গান প্রচারিত হয়।

১৯৫৭ সালে কলকাতায় শৈলজারঞ্জন মজুমদারের নেতৃত্বে প্রসাদ সেন ও অশোকতরু বন্দ্যো পাধ্যায়ের উদ্যোগে সুরঙ্গমা নামক রীন্দ্রসঙ্গীত শিক্ষাকেন্দ্র প্রতিষ্ঠিত হয় এখানে রবীন্দ্রসঙ্গীত শিক্ষিকা হিসেবে নীলিমা সেন যুক্ত হন। ১৯৬৪ সালে বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয়ের সঙ্গীতবিভাগে শিক্ষয়িত্রী হিসেবে যোগদান করেন নীলিমা। ১৯৬৯ সালে বিশ্বভারতীর সঙ্গীতভবনে অস্থায়ী অধ্যাপক হিসেবে যোগদান করেন নীলিমা। ১৯৭৭ সালে হন রিডার। ১৯৮৪ সালে সঙ্গীত ভবনে সঙ্গীত ও নৃত্যবিভাগে প্রফেসর পদে উন্নীত হন। পরবর্তীতে তিনি বিভাগীয় প্রধান ও পরে অধ্যক্ষাও হয়েছিলেন। সদস্য ছিলেন বিশ্বভারতী মিউজিক বোর্ডেরও। আমেরিকা ও লন্ডন ছাড়াও দক্ষিণ পূর্ব এশিয়ার বিভিন্ন শহরে সঙ্গীত পরিবেশন করেন নীলিমা। ১৯৮৬ সালে রবীন্দ্রনাথের জন্মের ১২৫ বছরে রাজশাহীতে রবীন্দ্রমেলায় প্রধান অতিথি হিসেবে নীলিমা সেন আমন্ত্রিত হন। বাংলাদেশের ছায়ানট দ্বারা সংবর্ধিত হন।

বিধানচন্দ্র - জানা মানুষের অজানা দিক

রাজু পারাল, হাওড়া

বিধানচন্দ্র রায় ঃ জানা মানুষের অজানা। 'আমি গণতন্ত্র, সমাজতন্ত্র বুঝি না। আমি বুঝি সাধারণ মানুষকে কীভাবে বেশি সুবিধা দেওয়া যায়।' -বিধানচন্দ্র রায়।

কিছু কিছু মানুষের আবির্ভাব এমনিই হয় যে তার দ্বারা সমাজ বিশেষভাবে উপকৃত হয়, বসুন্ধরা ধন্য হয়। পরাধীন ভারতবর্ষে ভারতমাতার কোল আলো করে জন্মেছিলেন এমনিই এক মহাপুরুষ। যিনি সকলের কাছে পরিচিত 'বাংলার রূপকার' নামে। ধনন্তরি চিকিৎসকের পাশাপাশি সমকালে তাঁর খ্যাতি বিস্তার লাভ করেছিল একজন বিশিষ্ট শিক্ষাবিদ এবং কিংবদন্তী মুখ্যমন্ত্রী হিসেবেও। ব্রিটিশদের সময়কালে আবির্ভূত হয়েও নিজের কার্যধারা বজায় রাখেন নিজের মতো করে। তোয়াক্কা করেন নি ব্রিটিশ রাজশক্তিকে।

বহুমুখী প্রতিভার স্বীকৃতিস্বরূপ ১৯৬১ সালে তাঁকে ভারতের সর্বোচ্চ অসামরিক সম্মাননা 'ভারতরত্ন'-এ ভূষিত করা হয়। পুরস্কার পেয়েও তাঁর বক্তব্য ছিল- ভারতটা আমারই থাক, রত্ন তোমরা নিয়ে যাও।

তাঁর জন্মদিন ও প্রয়াণ দিবস একই দিনে অর্থাৎ ১লা জুলাই । যে দিনটিতে ভারতে 'জাতীয় চিকিৎসক দিবস' (National Doctorsó Day) হিসেবে উদযাপিত হচ্ছে আজও।

১৮৮২ সালের ১ জুলাই বিহারের পাটনায় জন্মগ্রহণ করেন 'বাংলার রূপকার' বিধানচন্দ্র রায়। তাঁর পৈতৃক বাসভূমি ছিল বর্তমান বাংলাদেশের খুলনা জেলায়। তাঁর বাবা প্রকাশ চন্দ্র, মা অঘোরকামিনী দেবী। বাবা প্রকাশচন্দ্র ছিলেন ডেপুটি মাজিস্ট্রেট ও কালেক্টর। মা অঘোরকামিনী দেবী সমাজসেবী। পরবর্তীকালে তিনি নারীশিক্ষা ও নারী জাগরণের পথিকৃৎ হয়ে ওঠেন। বিধানচন্দ্রের বাবা-মা ছিলেন ব্রাহ্মধর্মের অনুসারী। তাঁদের সরল, সাধাসিধা, ধার্মিক, সৎ ও সুশৃঙ্খল জীবনের গভীর প্রভাব বিধানচন্দ্রের উপর পড়েছিল।

ছাত্রজীবনে উল্লেখযোগ্য কোনও ঘটনা না ঘটলেও বিধানচন্দ্র সে

সময়টায় খুব কষ্টের মধ্যে দিয়ে কাটান। কথিত আছে, মেডিক্যাল কলেজে পড়ার সময় ডাক্তারি বই কেনার মত ক্ষমতা তাঁর ছিল না। সহপাঠীদের কাছ থেকে বই ধার করে এবং কলেজের লাইব্রেরি থেকে বই এনে পড়াশোনা করতেন। মেডিক্যাল কলেজের পাঁচ বছরে মাত্র একটা বই কিনেছিলেন পাঁচ টাকা দিয়ে। তবুও এতটুকু হীনমন্যতা আসেনি তাঁর মধ্যে।

মেডিক্যাল কলেজে পড়ার সময় বিধানচন্দ্র অধ্যক্ষ কর্নেল লিউ কিসের সংস্পর্শে আসেন। বলা যায় তিনি ছিলেন বিধানচন্দ্রের জীবনের একজন চালক ও প্রেরণাদাতা। বিধানচন্দ্রের মধ্যে তিনি মনুষ্যত্বের বিকাশ ঘটিয়েছিলেন। সারাজীবনই অধ্যক্ষ লিউকিসের প্রভাব বিধানচন্দ্র সশ্রদ্ধ চিত্তে স্মরণ করেন। পরবর্তীকালে, বিধানচন্দ্র নিজেই বলেছিলেন, আমার জীবনে তাঁর শিক্ষা আমাকে সুশিক্ষিত করে তুলেছিল। মা-বাবার পর তাঁর স্নেহ ও ভালোবাসা আমাকে চিকিৎসক বিধানচন্দ্র গড়ে তুলতে সাহায্য করেছিল। পরবর্তীতে বিধানচন্দ্র উচ্চশিক্ষার জন্য ইংল্যান্ডে যান এবং সেখান থেকে খুব কম সময়ের মধ্যে 'এমআরসিপি' (MRCP) ও 'এফআরসিএস' (FRCS) ডিগ্রি দুটি অর্জন করে স্বদেশে ফেরেন। দেশে ফিরে তিনি বিনা পয়সায় রোগীদের সেবা করতে থাকেন। একজন দক্ষ চিকিৎসক হিসেবে তখন থেকেই তাঁর নাম চারদিকে ছড়িয়ে পড়ে। চিকিৎসক হিসেবে কিংবদন্তী হয়ে উঠলেও বিধানচন্দ্র সক্রিয় রাজনীতির সঙ্গে যুক্ত হন ১৯২৪ সাল থেকেই। ঐ বছরে দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন প্রতিষ্ঠিত স্বরাজ দলের প্রার্থী হিসেবে বিধানচন্দ্র, সুরেন্দ্রনাথ ব্যানার্জিকে পরাজিত করে বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক সভার সদস্য নির্বাচিত হন। বলাবাহুল্য, এই সময় থেকেই তিনি দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাশের ঘনিষ্ঠ সান্নিধ্যে আসেন। প্রকৃতপক্ষে চিত্তরঞ্জন ও বিধানচন্দ্র এই সময় থেকেই একে ওপরের উপর গভীরভাবে নির্ভরশীল হয়ে পড়েন। বিধানচন্দ্র এপ্রসঙ্গে বলেছিলেন, দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জনের সহায়তাই তাঁর আত্মবিশ্বাসের উৎস ছিল।' কলকাতা কর্পোরেশনের মেয়র থাকাকালীন বিধানচন্দ্র নানাপ্রকার সামাজিক কল্যানমূলক কাজ করেন। যার মধ্যে উল্লেখযোগ্য- নাগরিকদের জন্য বিনামূল্যে শিক্ষা, বিনামূল্যে চিকিৎসা, উন্নত রাস্তাঘাট, আলো ও পর্যাপ্ত জল সরবরাহের ব্যবস্থা। ১৯৪২ সালে বিধানচন্দ্র কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য পদে নিযুক্ত হন। ১৯৪৪ সাল পর্যন্ত তিনি ঐ পদে আসীন ছিলেন। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে সিনেটের সদস্য থাকাকালীন বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাইস চ্যান্সেলর স্যার আশুতোষ মুখার্জীর সংস্পর্শে আসেন। তখন থেকেই বিশ্ববিদ্যালয়ের বিভিন্ন সমস্যা ও সংকট মুক্ত করতে বিধানচন্দ্র আগ্রহী হয়ে ওঠেন এবং পরবর্তীতে বিশ্ববিদ্যালয়কে উচ্চস্থানে প্রতিষ্ঠিত করেন। ফলস্বরূপ বিশ্ববিদ্যালয় তাঁকে ১৯৫৪ সালে সাম্মানিক 'ডক্টর অব সায়েন্স' উপাধি দান করেন।

১৯৪৮ সালে পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী পদে নিযুক্ত হয়ে বিধানচন্দ্র সমগ্র বাংলাকে গড়ে তুলেছিলেন সোনার খনি রূপে। তাঁরই একান্ত প্রচেষ্টায় একে একে গড়ে ওঠে - ক্যালকাটা স্টেট ট্রান্সপোর্ট, হরিণঘাটা দুগ্ধ প্রকল্প, চিত্তরঞ্জন রেল কারখানা, দুর্গাপুর স্টিল প্লান্ট, উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়, চিত্তরঞ্জন সেবাসদন, দামোদর ভ্যালি কর্পোরেশন, যাদবপুর টিবি হসপিটাল, কল্যাণী, অশোকনগর, সল্টলেক ...ইত্যাদি।

জীবনে বহু টাকা রোজকার করলেও সঞ্চয় বলে কিছু ছিল না তাঁর । কোনওরকম বিলাসী জীবন যাপন করতেন না তিনি। মিতব্যয়ী ছিলেন এবং নিজের রোজকার থেকে প্রচুর টাকা - পয়সা বহু প্রতিষ্ঠান ও গরিব - দুঃখী মানুষদের দান করতেন। শোনা যায় এই সব খরচ চালাতে গিয়ে তিনি বাধ্য হয়ে তাঁর কলকাতার জায়গা - জমি ও কোম্পানির শেয়ার বেচে দেন, এমনকি শিলং- এ নিজের পছন্দের বাসস্থান 'রায়ভিলা ' বিক্রি করেন। হন। ১৯৬২ সালের ১ লা জুলাই নির্মলচন্দ্র স্ট্রিটে নিজ বাসভবনে লোকান্তরিত হন। তাঁর নিঃস্বার্থ কাজের জন্য বাঙালী জাতি চিরকাল তাঁর কথা স্মরণে রাখবে।

গ্রাম্য কবি বন্দে আলী মিয়া

দেবেন্দ্রলাল খান

বাংলা সাহিত্যের একজন কিংবদন্তী কবি বন্দে আলী মিয়া। আজ তাঁর ৪৮-তম প্রয়াণ দিবসে শ্রদ্ধাঞ্জলি জানাই। 'আমাদের ছোট গায়ে ছোট ছোট ঘর থাকি সেথা মিলেমিশে নাহি কেহ পর.........' কবি বন্দে আলী মিয়া। প্রতিভাবান একজন মানুষ। যদিও বর্তমান প্রজন্ম তাঁকে আজ ভুলতে বসেছে। বন্দে আলী মিয়ার যে সম্মান প্রাপ্য ছিল তাও আমরা বেঁচে থাকাকালীন তাঁকে আমরা তা দিতে পারিনি।

অথচ তাঁর লেখা কবিতা ও গল্প আমাদের গ্রামের সাথে আপন করে গভীর ভাবে পরিচিত করে দেয়। আমাদের চেনা জগতের সাথে তার লিখনি সহজেই আমাদেরকে পরিচিত করে দেয়। এদেশের শিশুসাহিত্যে বন্দে আলী মিয়ার নাম থেকে যাবে সারাজীবন।

বন্দে আলী মিয়া পাবনার কৃতি সন্তান। জন্মে ছিলেন ১৯০৬ সালে পাবনার রাধানগরে। সেখানেই তিনি বেড়ে উঠেন। ১৯২৩ সালে কবি রাধানগর মজুমদার একাডমী থেকে প্রবেশিকা পরীক্ষায় উত্তীন হন। ১৯২৭ সালে তিনি কল কাতার আর্ট একাডেমি থেকে পাশ করেন।

এরপর কবি কর্মের সন্ধানে ঘুরতে থাকেন। অবশেষে কলকাতা কর্পোরেশন স্কুলে ১৯৩০ সালে যোগদান করেন। প্রায় দীর্ঘ ২০ বছর তিনি শিক্ষকতা করেন। এরপর অবসর নেন ১৯৫০ সালে।

কবি বন্দে আলী মিয়ার প্রথম কাব্যগ্রন্থ ময়নামতির চর। এটি বের হয় ১৯৩২ সালে। তখন তিনি শিক্ষকতা করছেন কলকাতায়। ময়না মতির চর পাঠ করে রবীন্দ্রনাথ মুগ্ধ হন। বন্দে আলী মিয়াকে সাধুবাদ জানিয়ে ছিলেন অব লীলায়। কবিগুরু লিখেছিলেন, " তোমার ময়নামতির চর কাব্যখানিতে পদ্মাচরের দৃশ্য এবং তার জীবন যাত্রার প্রত্যক্ষ ছবি দেখা গেল। পড়ে বিশেষ আনন্দ পেয়েছি। তোমার রচনা সহজ এবং স্পষ্ট, কোথাও ফাঁকি নেই। তুমি এগিয়ে যাও আরো বহুদুর।"

কবি বন্দে আলী মিয়া ছিলেন অসাধারণ প্রতিভাবান একজন মানুষ। তবে তাঁকে শুধু কবি বললে ভুল হয়। একাধারে তিনি ছিলেন গীতিকার গল্পকার, নাট্যকার, চিত্রশিল্পী ও শিশু সাহিত্যিক। বন্দে আলী মিয়ার মোট গ্রন্থের সংখ্যা ১৩৬। এর মধ্যে শিশুতোষ গ্রন্থের সংখ্যাই ১০৫ টি। শিশুদের তিনি খুবই ভালোবাসতেন। সুযোগ পেলেই শিশুদের সাথে তিনি হাসি ঠাট্টায় মেতে উঠতেন।

সুখ ও দুঃখ পাশাপাশি আসে। কবির জীবন ছিল এর প্রকৃষ্ট উদ্‌হারণ। সুখ যেমন তিনি পেয়েছেন। আবার পেয়েছেন অপরিসীম দুঃখ। সাদা মনের মানুষ হওয়াতে ঠকেছেন অনেকবার। জমি বিক্রি করেছেন অল্প টাকায়। শোনা যায় টাকার অভাবে মাত্র ৫০ টাকায় প্রকাশকের কাছে বই বিক্রি করেন। বন্দে আলী মিয়ার আত্মসম্মানবোধ ছিল প্রখর। কারো কাছে কোনদিন হাত পাতেননি। জীবনকালে বহু সমস্যা ও জটিলতার সম্মুখীন হন। ভেঙ্গে পড়েন নি তিনি। লিখে গেছেন দেশের কথা আর মানুষের কথা। এসব ভাবলে শ্রদ্ধায় মাথা নত হয়ে আসে।

কবির কর্মস্থল ছির কলকতা, ঢাকা এবং রাজশাহী। তাঁর 'কাসক' নাটক থেকে তিনি বেশ বড় রকমের রয়ালটি পেয়েছিলেন। এ টাকা দিয়েই তিনি রাজশাহী বেতারের নিকটে বাড়ি কিনেছিলেন। কবির বেশকিছু অপ্রকাশিত গ্রন্থও আছে। সেগুলো খুঁজে বের করা দরকার। বাংলা একাডেমী থেকে কবির লেখার সংকলন বেরিয়েছে।

রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের বেশ কয়েকজন নামকরা প্রতিভাবান শিক্ষক তাঁর সম্পর্কে লিখেছেন। বেশ কিছু বই বের হয়েছে কবি বন্দে আলী মিয়ার উপরে। কবিকে নিয়ে সেইভাবে চর্চা হয়নি। এটি খুবই দুঃখজনক। ১৯৭৯ সালের ২৭ জুন কবি ইহজগত ত্যাগ করেন।

গোর্খা সম্প্রদায়ের ঐতিহ্যবাহী কৃষিভিত্তিক উৎসব 'অসার পনেরো', মেতে উঠলেন ছোট-বড় সবাই

নিজস্ব প্রতিনিধি, কালিম্পং, ৩০ জুনঃ আধুনিকতার ব্যস্ততার মাঝেও

পাহাড়ি জনজীবনে আজও সমান গুরুত্ব বহন করে চলেছে কৃষি ও সংস্কৃতির প্রাচীন ঐতিহ্য। সেই ঐতিহ্যকে বুকে ধারণ করেই কালিম্পং জেলার পারেংটার এলাকায় উৎসাহ ও উদ্দীপনার মধ্য দিয়ে পালিত হল গোর্খা সম্প্রদায়ের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ কৃষিভিত্তিক উৎসব 'অসার পনেরো'। কাদামাটির মাঠে নেমে আনন্দ-উচ্ছ্বাসে মেতে ওঠেন বিভিন্ন বয়সের মানুষ। সকালের প্রথম আলো ফুটতেই স্থানীয় বাসিন্দারা ঐতিহ্যবাহী পোশাকে ধানক্ষেতে জড়ো হন। শুভক্ষণ মেনে শুরু হয় ধান রোপণের কাজ। নারী- পুরুষ, যুবক-যুবতী এমনকী শিশুরাও অংশ নেয় এই উৎসবে। কৃষিকাজের সঙ্গে উৎসবের আবহ মিশে গিয়ে গোটা এলাকাকে পরিণত করে এক প্রাণবন্ত মিলনমেলায়। ধান রোপণের ফাঁকেই ভেসে ওঠে ঐতিহ্যবাহী অসারে গান। লোকসঙ্গীতের সুরে ও নৃত্যের তালে তালে কাদামাখা মাঠে আনন্দে মেতে ওঠেন অংশগ্রহণকারীরা। হাসি, উল্লাস আর পারস্পরিক সহযোগিতার মধ্য দিয়ে ফুটে ওঠে পাহাড়ি সমাজের চিরন্তন ঐক্য ও সম্প্রীতির ছবি। স্থানীয়দের মতে, অসার পনেরো কেবল কৃষিকাজের সূচনার উৎসব নয়, এটি প্রকৃতির প্রতি কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন এবং সামাজিক বন্ধনকে আরও দৃঢ় করার এক গুরুত্বপূর্ণ উপলক্ষ। বছরের পর বছর ধরে এই উৎসব মানুষকে একত্রিত করেছে এবং পাহাড়ের সংস্কৃতিকে জীবন্ত রেখেছে। এক স্থানীয় বাসিন্দা বলেন, অসার পনেরো আমাদের অস্তিত্ব ও ঐতিহ্যের প্রতীক। ধান রোপণের মাধ্যমে আমরা ভাল ফলনের প্রার্থনা করি, পাশাপাশি একে অপরের সঙ্গে সম্পর্কের বাঁধনও মজবুত করি। নতুন প্রজন্মকে নিজেদের সংস্কৃতি ও শিকড়ের সঙ্গে পরিচিত করিয়ে দেওয়ার ক্ষেত্রে এই উৎসবের ভূমিকা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। প্রকৃতি, কৃষি ও লোকসংস্কৃতির অপূর্ব সমন্বয় হিসেবে অসার পনেরো আজও পাহাড়ি সমাজের হৃদস্পন্দন হয়ে রয়েছে। প্রযুক্তি ও আধুনিকতার যুগেও মাটির গন্ধ, লোকগানের সুর এবং সম্মিলিত পরিশ্রমের এই উৎসব প্রমাণ করে, নিজের শিকড়কে আঁকড়ে ধরেই ভবিষ্যতের পথে এগিয়ে যেতে চায় পাহাড়ের মানুষ।

মুখ্যমন্ত্রীর হুঁশিয়ারির পরই গ্রেপ্তার হুমায়ুন কবীর ঘনিষ্ঠ ৩ এজেইউপি নেতা

মিঠুন হালদার, মুর্শিদাবাদ, ৩০ জুনঃ রাজনৈতিক জনসভা থেকে উস্কানিমূলক মন্তব্যের অভিযোগে ইতিমধ্যে আম জনতা উন্নয়ন পার্টির চেয়ারম্যান তথা নওদার বিধায়ক হুমায়ুন কবীরের বিরুদ্ধে রেজিনগর ও শক্তিপুর থানায় দু'টি সুয়োমোটো মামলা দায়ের করেছে মুর্শিদাবাদ জেলা পুলিশ। সোমবার বিধানসভায় দাঁড়িয়ে হুমায়ুনের বিতর্কিত মন্তব্যের জন্য মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারীর কড়া হুঁশিয়ারির দিতেই পরই তৎপর হল পুলিশ। ২৪ ঘণ্টার মধ্যেই আম জনতা উন্নয়ন পার্টির তিন নেতাকে গ্রেপ্তার করলো রেজিনগর এবং শক্তিপুর থানার পুলিশ। পুলিশ সূত্রের খবর, ৮ মে শক্তিপুরে অনুষ্ঠিত একটি রাজনৈতিক জনসভা থেকে শক্তিপুর থানার ভারপ্রাপ্ত আধিকারিক অতনু দাসের বিরুদ্ধে বিভিন্ন কুরুচিকর মন্তব্য করেন এজেইউপি দলের শক্তিপুর থানা এলাকার আহ্বায়ক আনিসুর রহমান ও খোদ হুমায়ুন কবীর। ওই সভার মূল উদ্যোক্তাদের মধ্যে অন্যতম ছিলেন আনিসুর। তাঁর বাড়ি শক্তিপুর থানার অন্তর্গত সোমপাড়া গ্রাম পঞ্চায়েতের পালিতাপাড়ায়। সেই অভিযোগে সোমবার রাতে তানকে গ্রেপ্তার করেছে পুলিশ। এছাড়াও সোমবার রাতে রেজিনগর থানার পুলিশ গ্রেপ্তার করেছে এজেইউপি-র আরও দুই নেতা গোলাম মোস্তফা ও আমিনুল হককে। এদের মধ্যে আমিনুল, হুমায়ুনের অত্যন্ত ঘনিষ্ঠ বলে পরিচিত এবং গোলাম মোস্তফা এজেইউপি-র কাশিপুর অঞ্চল সভাপতি। পুলিশের দাবি, গত শুক্রবার রেজিনগরের কাশীপুরে অনুষ্ঠিত যে সভা থেকে হুমায়ুন কবীর উস্কানিমূলক বক্তব্য দেন, তার মূল আয়োজক ছিলেন এই দুই নেতা। ধৃত তিনজনকেই পুলিশি হেফাজতের আবেদন জানিয়ে মঙ্গলবার বহরমপুর আদালতে পেশ করা হবে। সোমবার বিধানসভায় দাঁড়িয়ে মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী সরাসরি নওদার বিধায়ক হুমায়ুন কবীরকেই নিশানা করেন। তিনি বলেন, কান খুলে শুনে নিন, এভাবে কথা বলতে দেব না। ভবিষ্যতে এই ধরনের মন্তব্য করার আগে ২৫ বার ভাববেন। সংযত থাকুন এবং এই ধরনের বক্তব্য প্রত্যাহার করুন। মুখ্যমন্ত্রী আরও জানান, আগামী এক সপ্তাহের মধ্যে তিনি মুর্শিদাবাদ সফর করবেন। তার স্পষ্ট হুঁশিয়ারি, ভারতের সংবিধান ও আইনই শেষ কথা। কারও উস্কানিমূলক বক্তৃতা নয়। বিধানসভায় মুখ্যমন্ত্রীর এই বক্তব্যের পরই নড়েচড়ে বসে জেলা পুলিশ-প্রশাসন। এজেইউপি -র নেতাদের গ্রেপ্তারি প্রসঙ্গে হুমায়ুন তীব্র প্রতিক্রিয়া দিয়ে বলেন, রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রীই পুলিশমন্ত্রী। তিনি নিজেকে সর্বশক্তিমান মনে করছেন। একটি ধর্মনিরপেক্ষ রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী হিসেবে শপথ নেওয়ার পর তার এইরকম প্রতিহিংসামূলক আচরণ করা উচিত কিনা, তা ভেবে দেখার আবেদন জানাচ্ছি। হুমায়ুনের অভিযোগ, বিধানসভার বাইরে ঘটে যাওয়া কোনও ঘটনার জন্য জেলার পুলিশ প্রশাসন ব্যবস্থা নেবে। তার বদলে বিধানসভায় দাঁড়িয়ে হুঙ্কার দেওয়া মুখ্যমন্ত্রীর দাম্ভিকতাই প্রকাশ করে। তিনি আরও বলেন, আমরা মমতা ব্যানার্জির দুর্নীতিগ্রস্ত সরকারকে সরিয়ে নতুন মুখ্যমন্ত্রী এনেছি। কিন্তু সেই মুখ্যমন্ত্রী যদি 'জিরো টলারেন্সে'র নামে দুর্নীতিগ্রস্ত তৃণমূল নেতাদের বিজেপিতে যুক্ত করে দলের শক্তি বাড়াতে চান, তবে তা রাষ্ট্রশক্তির অপব্যবহার। বিজেপির শক্তি বৃদ্ধি করে তিনি আস্ফালন দেখাতে চাইছেন। এজেইউপি-র মহকুমা সভাপতি আনিসুর রহমানের গ্রেপ্তারি নিয়ে হুমায়ুন কবীর বলেন, গত ৮ মে বিধানসভা নির্বাচনের ফল বেরোনোর পর রেজিনগরে ১০ হাজার লোকের একটি জনসভা করেছিলাম। তার উদ্যোক্তা ছিল আনিসুর। সেখানে আমি ও আনিসুর দু'জনেই শক্তিপুর থানার ভারপ্রাপ্ত আধিকারিক অতনু দাসের বিরুদ্ধে দুর্নীতির অভিযোগ তুলি। কিন্তু আমাদের 'জিরো টলারেন্স' মুখ্যমন্ত্রী তার বিরুদ্ধে কোনও তদন্ত করলেন না। তবে কি তিনি একটি নির্দিষ্ট সম্প্রদায়ের মুখ্যমন্ত্রী হিসেবেই নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করতে চান , এই প্রশ্নও তোলেন হুমায়ুন।

সিকিমে ১০ নম্বর জাতীয় সড়কে ধস, বন্ধ শিলিগুড়ি থেকে গ্যাংটক যাওয়ার রাস্তা

নিজস্ব প্রতিনিধি, শিলিগুড়ি, ৩০ জুনঃ লাগাতার বৃষ্টির জেরে ফের বিপর্যস্ত সিকিমের লাইফলাইন। ১০ নম্বর জাতীয় সড়কে একাধিক জায়গায় ধস নামায় শিলিগুড়ি থেকে গ্যাংটক সরাসরি সড়ক যোগাযোগ বন্ধ। সোমবার রাতে সিকিমের রংপো এবং সিংতামের মধ্যবর্তী কুড়ি মাইল এলাকায় জাতীয় সড়কের ওপর ধস নামে। এর পাশাপাশি, সিকিমের ১৯ মাইল এলাকাতেও ধস নেমেছে বলে জানা গেছে। দুটি গুরুত্বপূর্ণ পয়েন্টে রাস্তা অবরুদ্ধ হয়ে পড়ায় পাহাড়ে যাতায়াতকারী বহু পর্যটক ও সাধারণ মানুষ চরম ভোগান্তির মুখে পড়েছেন। প্রাথমিক অনুমান, গত কয়েকদিনের একটানা বৃষ্টির জেরেই এই ধস নেমেছে। যুদ্ধকালীন তৎপরতায় ধস সরানোর কাজ শুরু করেছে স্থানীয় প্রশাসন। অন্যদিকে, রাকডং হয়ে ডিকচু- গ্যাংটক সংযোগকারী গুরুত্বপূর্ণ সড়কের ৮ মাইল দারা এলাকায় পাহাড় থেকে বিশালাকার পাথর গড়িয়ে পড়ায় রাস্তা সম্পূর্ণ অবরুদ্ধ হয়ে যায়। প্রশাসনের তরফে পরিস্থিতির ওপর নজর রাখা হলেও, অবিরাম বৃষ্টির কারণে উদ্ধার ও সংস্কারের কাজ ব্যাহত হচ্ছে। শুধু ধস নয়, লিম্বি, পায়ং ও খোলসা-সহ একাধিক এলাকায় রাস্তার বড় অংশ ভেঙে গেছে। বিভিন্ন ঝোরার কাছে সড়ক কার্যত নদীর স্রোতে বিলীন হয়ে গেছে।

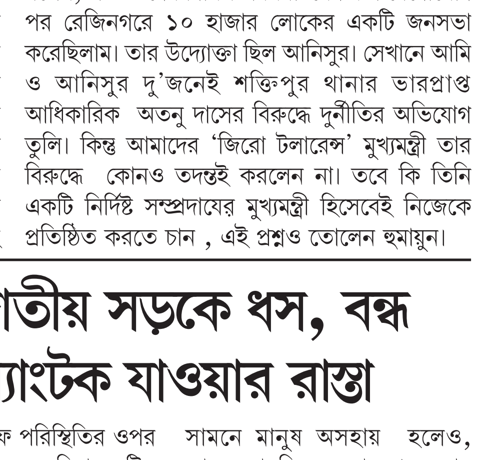

কোথাও পাথরের স্তূপ, কোথাও আবার কাঁকর আর কাদায় ঢেকে রয়েছে গুরুত্বপূর্ণ যোগাযোগপথ। তবুও জীবন থেমে নেই। নিত্যপ্রয়োজনীয় কাজ, দায়িত্ব ও পরিবারের টানে ঝুঁকি নিয়েই ক্ষতিগ্রস্ত রাস্তা পারাপার করছেন সাধারণ মানুষ। পাহাড়ি জনজীবনের এই অদম্য লড়াই আবারও প্রমাণ করছে, প্রকৃতির সামনে মানুষ অসহায় হলেও, তাদের মানসিক দৃঢ়তা কখনও হার মানে না। স্থানীয় বাসিন্দারা অবিলম্বে ক্ষতিগ্রস্ত সড়ক মেরামত এবং নিরাপদ যোগাযোগ ব্যবস্থা পুনরুদ্ধারের দাবি জানিয়েছেন। প্রশাসনের দ্রুত হস্তক্ষেপের পাশাপাশি অপ্রয়োজনীয় যাতায়াত এড়িয়ে চলার পরামর্শ দেওয়া হয়েছে। স্থানীয়রা বলছেন, দুর্যোগের এই সময়ে একে অপরের পাশে দাঁড়ানোই এখন সবচেয়ে বড় শক্তি।

বিদ্যালয়ের ছাদ থেকে উদ্ধার বোমা, চাঞ্চল্য

নিজস্ব প্রতিনিধি, নদীয়া, ৩০ জুনঃ নদীয়ার শান্তিপুরের একটি সরকারি বিদ্যালয়ের ছাদ থেকে উদ্ধার হওয়া দুই তাজা বোমা মঙ্গলবার বোম স্কোয়াডের তৎপরতায় নিষ্ক্রিয় করা হয়। পুলিশ, বোম স্কোয়াড, দমকল ও মেডিক্যাল টিমের উপস্থিতিতে কড়া নিরাপত্তার মধ্যে এই প্রক্রিয়া সম্পন্ন হয়। পুলিশ সূত্রে জানা গেছে, সোমবার শান্তিপুর ব্লকের গয়েশপুর পঞ্চায়েতের অন্তর্গত গয়েশপুর নিম্ন বুনিয়াদী বিদ্যালয়ের মিড-ডে মিলের রান্নাঘরের ছাদে সুতলি দিয়ে বাঁধা সন্দেহজনক বস্তু দেখতে পান বিদ্যালয়ের শিক্ষক ও কর্মীরা। খবর পেয়ে শান্তিপুর থানার পুলিশ ঘটনাস্থলে পৌঁছে বস্তু দুটি উদ্ধার করে। পরে পরীক্ষা-নিরীক্ষার জন্য সেগুলি নিরাপদে সংরক্ষণ করা হয়। মঙ্গলবার শান্তিপুর থানা এলাকার একটি নির্দিষ্ট নিরাপদ স্থানে বোম স্কোয়াডের উপস্থিতিতে বোমা দুটি নিষ্ক্রিয় করা হয়। গোটা অভিযানের সময় দমকলের একটি ইঞ্জিন এবং একটি মেডিক্যাল টিমও প্রস্তুত ছিল। কোনও অপ্রীতিকর ঘটনা ছাড়াই অভিযান শেষ হয়। এই ঘটনার পর বিদ্যালয়ের শিক্ষক, শিক্ষিকা, শিক্ষার্থী ও অভিভাবকদের মধ্যে উদ্বেগ ছড়িয়ে পড়েছে। বিদ্যালয় কর্তৃপক্ষের অভিযোগ, দীর্ঘদিন ধরেই রাতের অন্ধকারে বহিরাগতদের একটি অংশ বিদ্যালয় চত্বরে প্রবেশ করে বিভিন্ন অসামাজিক কার্যকলাপ চালিয়ে আসছে। অতীতে বিদ্যালয় চত্বরে ভাঙচুর ও নেশাজাতীয় দ্রব্য ব্যবহারের অভিযোগও উঠেছে। বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক প্রশান্ত মণ্ডল জানান, শিক্ষার্থীদের নিরাপত্তার স্বার্থে বিদ্যালয়ে স্থায়ী নিরাপত্তা ব্যবস্থা, সিসিটিভি ক্যামেরা এবং নিয়মিত পুলিশি নজরদারির প্রয়োজন রয়েছে।

মানিকচকে আত্মীয়ের হাতে খুন যুবক

নিজস্ব প্রতিনিধি, মালদা, ৩০ জুনঃ আত্মীয়ের হাতে নির্মমভাবে খুন হলেন এক যুবক, অভিযোগ এমনই। সোমবার রাতে চাঞ্চল্যকর এই ঘটনাটি ঘটেছে মালদার মানিকচক থানার নাজিরপুর পঞ্চায়েতের পশ্চিমপাড়া এলাকায়। মঙ্গলবার পুলিশ সূত্রে জানা গেছে, মৃতের নাম রবিউল শেখ। ঘটনার পর থেকেই অভিযুক্ত আত্মীয় আলতাফ মোমিন পলাতক। পুলিশ মৃতদেহটি উদ্ধার করে ময়নাতদন্তের জন্য পাঠিয়েছে। ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে পুলিশ। মঙ্গলবার স্থানীয় সূত্রে জানা গেছে, সোমবার রাতে নাজিরপুর পশ্চিমপাড়ার বাসিন্দা আলতাফ মোমিনের মেয়ে আকলিমার সঙ্গে তার বৌদি সালমা মোমিনের কোনও বিষয় নিয়ে বচসা বাঁধে। অভিযোগ, এই পারিবারিক বিবাদ চরম আকার ধারণ করলে সালমা ও আকলিমা দু'জনকেই বেধড়ক মারধর করেন আলতাফ মোমিন। কেন মারধর করা হলো, সেই কৈফিয়ত চাইতে পিসেমশাই আলতাফের কাছে যান রবিউল শেখ। অভিযোগ, রবিউল প্রতিবাদ করতেই আলতাফ উত্তেজিত হয়ে একটি ধারালো অস্ত্র দিয়ে রবিউলের ওপর হামলা চালান। ধারালো অস্ত্রের আঘাতে রক্তাক্ত অবস্থায় ঘটনাস্থলেই লুটিয়ে পড়েন রবিউল। স্থানীয় বাসিন্দারা রক্তাক্ত অবস্থায় রবিউলকে উদ্ধার করে দ্রুত মানিকচক গ্রামীণ হাসপাতালে নিয়ে যান। কিন্তু সেখানকার চিকিৎসক তাঁকে মৃত বলে ঘোষণা করেন। ঘটনার পর থেকেই মূল অভিযুক্ত আলতাফ মোমিন পলাতক। তার খোঁজে এলাকায় তল্লাশি চালানো হচ্ছে।

নবদ্বীপে বহুতল নির্মাণ ঘিরে প্রশ্ন! দেবোত্তর সম্পত্তি ও জলাশয় রক্ষায় অভিযোগ দায়ের বিজেপির

নিজস্ব প্রতিনিধি, নদীয়া, ৩০ জুনঃ নবদ্বীপ শহরে সাম্প্রতিক সময়ে গড়ে ওঠা একাধিক বহুতল আবাসন ও বাণিজ্যিক ভবনের বৈধতা নিয়ে

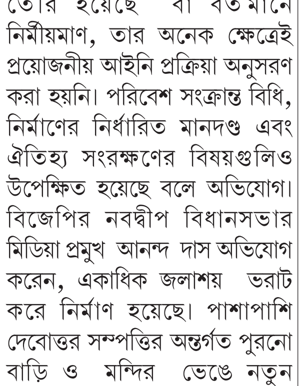

এবার প্রশ্ন তুলল বিজেপি। তাদের অভিযোগ, নির্মাণের আড়ালে শহরের দেবোত্তর সম্পত্তি দখল, জলাশয় ভরাট এবং একাধিক সরকারি নিয়ম লঙ্ঘনের ঘটনা ঘটেছে। বিষয়টির তদন্ত চেয়ে নবদ্বীপ পৌরসভা ও নবদ্বীপ থানায় পৃথকভাবে অভিযোগ জমা দেয় বিজেপির প্রতিনিধিদল। তাদের অভিযোগ, শহরের বিভিন্ন প্রান্তে যেসব বহুতল ও বাণিজ্যিক ভবন তৈরি হয়েছে বা বর্তমানে নির্মীয়মাণ, তার অনেক ক্ষেত্রেই প্রয়োজনীয় আইনি প্রক্রিয়া অনুসরণ করা হয়নি। পরিবেশ সংক্রান্ত বিধি, নির্মাণের নির্ধারিত মানদণ্ড এবং ঐতিহ্য সংরক্ষণের বিষয়গুলিও উপেক্ষিত হয়েছে বলে অভিযোগ। বিজেপির নবদ্বীপ বিধানসভার মিডিয়া প্রমুখ আনন্দ দাস অভিযোগ করেন, একাধিক জলাশয় ভরাট করে নির্মাণ হয়েছে। পাশাপাশি দেবোত্তর সম্পত্তির অন্তর্গত পুরনো বাড়ি ও মন্দির ভেঙে নতুন নির্মাণের ঘটনাও সামনে এসেছে বলে দাবি করেন তিনি। অভিযোগপত্রে পরামাতলা মেইন রোড, বঙ্গবাণী বালিকা বিদ্যালয়ের উল্টো দিক, ঢপওয়ালির মোড় এবং বুড়োশিবতলা মন্দির সংলগ্ন এলাকা-সহ কয়েকটি নির্দিষ্ট স্থানের উল্লেখ করা হয়েছে। অভিযোগের ভিত্তিতে সংশ্লিষ্ট সমস্ত নির্মাণের নথি খতিয়ে দেখে পূর্ণাঙ্গ অডিট করার দাবি জানিয়েছে বিজেপি। অনুমোদিত নকশা অনুযায়ী নির্মাণ হয়েছে কি না, বাধ্যতামূলক খোলা জায়গা রাখা হয়েছে কি না এবং পৌরসভার অনুমোদন প্রদানের প্রক্রিয়ায় কোনও অনিয়ম ছিল কি না, তা তদন্তের আওতায় আনার দাবি তোলা হয়েছে। এছাড়া, তদন্তে অভিযোগের সত্যতা প্রমাণিত হলে বেআইনি নির্মাণ ভেঙে ফেলা, জমিকে পূর্বাবস্থায় ফিরিয়ে দেওয়া এবং দায়ীদের বিরুদ্ধে আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণেরও দাবি জানিয়েছে বিজেপি।

বিধানসভায় পাস গুন্ডা দমন বিল

নিজস্ব প্রতিনিধি, মালদা, ৩০ জুনঃ বিধানসভায় পাস গুন্ডা দমন বিল ইতিমধ্যে খুশি মহিলারা। এদিন মহিলারা শঙ্খ বাজিয়ে উলুধ্বনি দিয়ে স্বাগত বিল কে মহিলারা নিজেদের মধ্যেই লাড্ডু বিতরণ করেন। ইংরেজবাজারের ২১ নম্বর ওয়ার্ডের গয়েশপুর এলাকার দেখা গেল বিজেপি কাউন্সিলর সুতপা মুখার্জি তিনি নিজে এলাকার মহিলাদের সাথে লাড্ডু বিতরণ করতে এছাড়াও উপস্থিত ছিলেন দক্ষিণ মালদা বিজেপির সাধারণ সম্পাদক মৌসুমী মিত্র সহ মহিলা নেতৃত্বরা।

GOVERNMENT OF WEST BENGAL
e-TENDER NOTICE
Tender Invited by the Assistant Engineer, PWD, Barrackpore Sub-Division-I, Govt. of W.B. vide NIeT No.- WBPWD/AE/BKPSD-I/NIeT-14/2026-27 for the work of i) Urgent Cleaning & de-silting cross drains and culvert in to facilitate proper drainage of water in various location of the on Ghosh para road under Barrackpore Division during the year 2026-27." **Tender Id : 2026_WBPWD_5016133_1.** ii) Cleaning of existing of roadside drains and chilchalling, kutcha drain cutting of road side flanks to facilitate proper drainage of surface water Various location of the Ghosh para road from 13.00 km to 25.60 km under Barrackpore Division during the year 2026-27. **Tender Id : 2026_WBPWD_5016133_2.** Intending tenderers are requested to visit the website https://tenders.wb.gov.in/nicgep/app Bid submission closing date : **13.07.2026.** Sd/- Assistant Engineer, PWD Barrackpore Sub-Division-I. ICA- T11433(1)/2026

GOVERNMENT OF WEST BENGAL
PWD TENDER NOTICE
EE-II/KNHED/PW Dte. invite online e-tender for the work **"Urgent duct replacement work of 3 nos ITU, 2nd floor, Green building at MCH, Kolkata."** e-NIQ No.: **WBPWD/EE-II/KNHED/NIQ-18/2026-27.** Tender Id: 2026_WBPWD_5016106_1. Bid Submission Start Date (online) : 06/07/2026, 1:00 P.M. Bid Submission Closing Date (online) : 13/07/2026 up to 1:00 P.M. Corrigendum if any will be Published in website only. Details of NIT and Tender Documents may be download from http://wbtenders.gov.in Sd/- U. Bala/EE-II/KNHED/PW Dte/Govt. of W.B. ICA- T11397(1)/2026

GOVERNMENT OF WEST BENGAL
WRI& DD.e-NIT
E-tender (e-NIT-02 /Non-Plan /Jhargram / 2026-27, Tender ID No– **2026_WRDD_1030029_1**) Maximum Amount Rs. 169245.31 has been invited by the Executive Engineer (A-I) Jhargram (A-I) Division for Excavation for Lifting & Lowering of submersible Pump Motor Set of 15(fifteen) nos. DTW/MDTW schemes in the District Jhargram from Bonafide agency. **Last date & time of submission is 09.07.2026 upto 10.00 A.M.** Other details may also be seen from the website wbtenders.gov.in for details.
Sd/
Executive Engineer(A-I),
Jhargram(A-I)Division
ICA- T11372(1)/2026

চিত্তরঞ্জন লোকোমোটিভ ওয়ার্কস
সংশোধনী
নং. ঃ ৭৫/টেন্ডার্স, তারিখ ঃ ২৫/০৬/২০২৬। নিম্নলিখিত টেন্ডারগুলির ক্ষেত্রে নিম্নরূপ সংশোধনী সম্পন্ন করা হয়েছে ঃ- **ক্রমিক নং; বিবরণ; টেন্ডার নং; টেন্ডার নথি অনুযায়ী; নিম্নরূপ পড়তে হবে ঃ [১];** টেন্ডার খোলার তারিখ; ৭৫২৬৪০৩০ (ডব্লুএজি-৯এইচসি-এর জন্য ক্যাব অ্যাসে.); ০৩/০৭/২০২৬; ১৩/০৭/২০২৬। [২]; টেন্ডার খোলার তারিখ; ৭৫২৬৪০৩২ (ডব্লুএজি-৯এইচসি-এর জন্য রুফ অ্যাসে.); ০১/০৮/২০২৬; ১১/০৮/২০২৬। [৩]; টেন্ডার খোলার তারিখ; ৭৫২৬৪০৩৩ (ডব্লুএজি-৯এইচসি-এর জন্য সাইড ওয়াল অ্যাসে.); ১০/০৭/২০২৬; ২০/০৭/২০২৬। [৪]; টেন্ডার খোলার তারিখ; ৭৫২৬৪০১৯ (ডব্লুএজি-৯এইচসি-এর জন্য সেন্ট্রাল আন্ডার ফ্রেম); ২৬/০৬/২০২৬; ০৬/০৭/২০২৬। [৫]; টেন্ডার খোলার তারিখ; ৭৫২৬৪০২১ (ডব্লুএজি-৯এইচসি-এর জন্য সাইড সিল অ্যাসে.); ০২/০৭/২০২৬; ১৩/০৭/২০২৬। [৬]; টেন্ডার খোলার তারিখ; ৭৫২৬৪০২৩ (ডব্লুএজি-৯এইচসি-এর জন্য হেড স্টক অ্যাসে.); ১৭/০৭/২০২৬; ২৭/০৭/২০২৬। [৭]; টেন্ডার খোলার তারিখ; ৭৫২৬৪০৬১ (ডব্লুএজি-৯এইচসি-এর জন্য বোলস্টার অ্যাসে.); ০৮/০৮/২০২৬; ১৮/০৮/২০২৬। [৮]; টেন্ডার খোলার তারিখ; ৭৫২৬৪০২২ (ডব্লুএজি-৯এইচসি-এর জন্য সেন্টার সিল); ০৪/০৭/২০২৬; **নেই।** [৯]; যোগ্যতার মানদণ্ড; **সকল টেন্ডার** (ক্রমিক নং ১ থেকে ৮ অনুযায়ী); বিদ্যমান; **উপাদানগত একস্ট্রা লার্জ ফ্যাব্রিকেটেড সামগ্রীর ক্ষেত্রে শেল-এর উৎসগুলি অনুমোদিত বলে গণ্য করা হবে। অবশ্য, টেন্ডারকৃত উপাদানের একস্ট্রা লার্জ ফ্যাব্রিকেটেড সামগ্রীর ক্ষেত্রে তালিকা থেকে বাদ যাওয়া উৎসগুলি সেই সামগ্রীটি অর্ডার দেওয়ার জন্য বিবেচিত হবে না। প্রথমবারের জন্য টেন্ডারভুক্ত একস্ট্রা লার্জ ফ্যাব্রিকেটেড সামগ্রী সরবরাহকারী শেল-এর উৎসগুলির জন্য, পাইকারি উৎপাদনের আগে প্রটোটাইপ ক্লিয়ারেন্স নিতে হবে।**
[PR4/404] এএমএম/এম/সিএলডব্লু/চিত্তরঞ্জন
অনুসরণ করুন ঃ www.facebook.com/clwrailways

GOVERNMENT OF WEST BENGAL
TENDER NOTICE
Tender Ref No.:WBPWD/AE/BESD-II/e-NIQ05/26-27& WBPWD/AE/BESD-II/e-NIQ06/26-27
Tender ID: 2026_WBPWD_5016098_1 & 2026_WBPWD_5016103_1
Online Tender is hereby invited by the the Assistant Engineer, PWD, Bidhannagar Electrical Sub-Division-II (Ground Floor R-13), Salt Lake Purta Bhavan, Kolkata-700091. from the eligible contractors for the following works : Name of Work : **1)** Electrical Installation work and SITC of air conditioning system for new constructed MOS chamber along with ante chamber and attached toilet at 7th floor of Vigyan Chetana Bhawan Salt Lake Kolkata 700064 SITC of AC Machines. **2)** Electrical Installation work and SITC of air conditioning system for new constructed MOS chamber along with ante chamber and attached toilet at 7th floor of Vigyan Chetana Bhawan Salt Lake Kolkata 700064 Electrical Installation Work. Bid submission start:09.07.2026 at 09:00 A.M. Bid Submission end : 17.07.2026, at 01:00 P.M. Bid Opening Date : 20.07.2026, at 01:30 P.M. Details of eNIT, BOQ & tender document may be downloaded from **https://tenders.wb.gov.in** Sd/- P. Karmakar, Assistant Engineer, PWD, Bidhannagar Electrical Sub-division-II. ICA- T11399(1)/2026

GOVERNMENT OF WEST BENGAL
ABRIDGED e-TENDER NOTICE
Tenders have been invited by the Assistant Engineer, Kalna Sub-Division, P.H.E. Dte. for different tender works vide the following NIeT No.: 02/KSD of 2026-2027 (eTender ID:-2026_PHED_1028731_1 to 74). It including it's corrigendum notice (whenever it will be prepared) can be viewed in website- www.wbtenders.gov.in ICA- T11374(1)/2026

GOVERNMENT OF WEST BENGAL
e-TENDER NOTICE
E-tender is invited by the Commissioner of Police Kolkata for 1) "Annual e -Tender for Washing & Drying of different items i.e. Towel, Curtains, Sofa Covers/Seat Covers/Table Covers and other Textile for the use of different superior officers of Kolkata Police and dress & blanket for Central lock-up, Lalbazar for the year, 2026-27." The last date for submission of the e-tender is **13/07/2026 up to 12:00 hours.** The NIT Document and other details will be available in the website : **www.wbtenders.gov.in** Sd/- For Commissioner of Police, Kolkata. ICA- T11360(2)/2026

GOVERNMENT OF WEST BENGAL
Re-e-Tender Notice
Re-e-Tender is invited by the Commissioner of Police, Kolkata for 'Supply of Tools and Equipment for use of Kolkata Police Service Depot.' Last date of submission of the e-tender is on 10.07.2026 upto 15.00 hours. NIT Documents / details will be available in the website: www.wbtenders.gov.in Sd/- for Commissioner of Police, Kolkata ICA- T11424(1)/2026

GOVERNMENT OF WEST BENGAL
e-TENDER NOTICE
WBPWD/EE-WKED/NIQ-02/2026-27 (2nd Call); Tender ID-2026_WBPWD_5016082_1 : Name of Work : Day to day operation of 2x25 TR Capacity Central Air-Conditioning plant at Sisir Mancha, Kolkata. (For the period of one year); Bid Submission End Date : 10/07/2026 upto 1-00 p.m. Website: **tenders.wb.gov.in** Sd/- Executive Engineer-I, P.W. Dte., West Kolkata Electrical Division, 4th floor, C-Block, New Sectt. Bldg, 1, K.S. Roy Road, Kol-01. ICA- T11390(2)/2026

GOVERNMENT OF WEST BENGAL
ABRIDGED e-TENDER NOTICE
Tenders have been invited by the Assistant Engineer, Kalna Sub-Division, P.H.E. Dte. for different tender works vide the following NIeT No.: 03/KSD of 2026-2027 (eTender ID:-2026_PHED_1028911_1 to 8). It including it's corrigendum notice (whenever it will be prepared) can be viewed in website- www.wbtenders.gov.in ICA- T11379(1)/2026

GOVERNMENT OF WEST BENGAL
Irrigation & Waterways Directorate
e-Tender Notice
Executive Engineer-I, Lower Damodar Construction Division, Fuleswar, Uluberia, Howrah-711316 invites e-tender (online) for the work:- Clearing and removing of water hyacinth of Kousiki Canal for a length of 7.50 km in Block & P.S.- Jagatballavpur, District-Howrah. [Amount : Rs. 6,36,300.00 & E.M.D. Rs. 12,726.00] vide e-N.I.T No - WBIW/EE-I/LDCD/e-NIT-03/2026-27, Memo No.–2144 dt. 25.06.2026. Document Download start date is 01/07/2026 at 10:30 hours, Bid submission start date is 01/07/2026 at 10:30 hours & bid submission end date is 08/07/2026 at 10:00 hours. For details please visit website **www.wbtenders.gov.in** & **iwd.wb.gov.in** Sd /- S. Das, Executive Engineer-I Lower Damodar Construction Division. ICA- T11341(2)/2026

GOVERNMENT OF WEST BENGAL
e-TENDER NOTICE
WBPWD/EE-WKED/NIQ-01/2026-27 (2nd Call); Tender ID-2026_WBPWD_5016078_1 : Name of Work: Day to Day Operation of 3 x 50 TR water cooled AC Plant for Nandan-I and II Hall; (2 x 11) and 7.5 TR water cooled package AC for Nandan -III and 2 x 5.5 TR water cooled package AC for Library Room at Nandan Arts and Film Theatre, Kolkata. (For the period of one year); Bid Submission End Date : 10/07/2026 upto 1-00 p.m. Website : **tenders.wb.gov.in** Sd/- Executive Engineer-I, P.W. Dte., West Kolkata Electrical Division, 4th floor, C-Block, New Sectt. Bldg, 1, K.S. Roy Road, Kol-01. ICA- T11389(2)/2026

GOVERNMENT OF WEST BENGAL
PWD 1st CORRIGENDUM
1st CORRIGENDUM against e-NIT NO. 02 OF 2026-27 OF EXECUTIVE ENGINEER, BANKURA HIGHWAY DIVISION, P.W. (ROADS) DIRECTORATE. Works against Sl No. 03 Tender ID: 2026_WBPWD_5015053_3. Extension of Bid submission closing date (online) : 08-07-2026 up to 02:00 P.M. Details of NIT, NIT documents may be downloaded from:- **https://tenders.wb.gov.in** Sd/- Executive Engineer, Bankura Highway Division, Public Works (Roads) Directorate. ICA- T11400(1)/2026

GOVERNMENT OF WEST BENGAL
PWD e-QUOTATION NOTICE
2nd Date Corrigendum
EE/BSHD/P.W.(Roads) Dte., invites online e-Quotation for the work of : "Conducting Classified Traffic Volume count (CTVC) using mobile automatic traffic count and classifier (ATCC) survey supported by Videography as per below schedule for Hare Krishna Konar Setu at Jamalpur over river Damodar at 10th km of Raina-Jamalpur Road, (MDR) in the district of Purba Bardhaman and submission of report in both hard copy (2x6 copies) & soft copy as specified in concerned NIQ as per the particulars given and as per terms & conditions mentioned. i) For Peak period 7 days (7x24 hours) & ii) For Non-Peak period: 7days (7x24 hours)." e-NIQ No. 02 of 2026-27, Tr. ID.: 2026_WBPWD_5014731_1, Bid submission Start Date (online): 06.06.2026 at 2.00 PM. Bid submission closing Date (online): 15.07.2026 at 2.00 PM. Corrigendum if any will be published in website only. Details of NIQ and Tender documents may be downloaded from: https://tenders.wb.gov.in Sd/- EE/BSHD/P.W.(Roads)Dte., GOVT. OF W.B. ICA- T11407(1)/2026

GOVERNMENT OF WEST BENGAL
KMDA TENDER NOTICE
e-Tender Notice No: 43/EE/O& M-IB/W&S/KMDA/2025-26 (2nd Call)
Two parts e-tender is invited by the Executive Engineer, Division-O&M-1B, W&S Sector, KMDA, from reliable, experienced, bonafied and resourceful manufacturer / authorized dealer / bonafied supplier, for the work, **Name of the Work, Estimated Amount put to Tender, Earnest Money, Time of Completion**, Repair & Maintenance of distribution system (up to 200mm dia) along with ancillary works for the period of 1 (One) year covering Salap-II Gram Panchayat (Part) and Makardah-I (Part) under Bankra FAWS scheme (Zone-II). within HOWRAH district., Rs.3,53,716/-, Rs.7,074/-, 01 Year from the issuance of work Order, **Last date & time of Online Bid submission:** 08.07.2026 at 16.00 hrs., for details contact the above office or visit both websites. **(KMDA-214)**
www.kmda.wb.gov.in
www.wbtenders.gov.in ICA- T11423(1)/2026

GOVERNMENT OF WEST BENGAL
PWD QUOTATION NOTICE
Assistant Engineer, Burdwan Highway Sub Division - I, P.W. (Roads) Directorate invites e-N.I.Q. No: 01 of 2026 – 27 for "Hiring of Diesel / CNG Motor Cab (preferably Luxury Taxi / Luxury Car), for office use as Inspection Vehicle in the Office of the Assistant Engineer, Burdwan Highway Sub Division - I, P.W (Roads) Directorate, Aftab Club Compound, Purba Bardhaman on monthly basis." Tender ID: 2026_WBPWD_5015912_1. Bid submission start date (online): 07.07.2026 from 2.00 p.m. Bid submission last date (online): 24.07.2026 upto 2.00 p.m. Corrigendum, if any, will be published in website only. http://www.wbpwd.gov.in Sd/- AE, BHSD-I, PWRD, GOVT OF WB ICA- T11414(1)/2026

GOVERNMENT OF WEST BENGAL
PWD e-QUOTATION NOTICE
3rd Date Corrigendum
EE/BSHD/P.W.(Roads) Dte., invites online e-Quotation for the work of :- "Performing Health Assessment and Submission of report of Nudipur Bridge at 592 km of G.T. Road (SH-13) under Burdwan South Highway Division, P.W.(Roads) Directorate In the district of Purba Bardhaman during the year 2026-27." e-NIQ No. 01 of 2026-27, Tr. ID. 2026_WBPWD_5014070_1, Bid submission Start Date (online): 21.05.2026 at 2.00 PM. Bid submission closing Date (online): 15.07.2026 at 2.00 PM. Corrigendum if any will be published in website only. Details of NIQ and Tender documents may be downloaded from: https://tenders.wb.gov.in Sd/- EE/BSHD/P.W.(Roads)Dte., GOVT. OF W.B. ICA- T11408(1)/2026

GOVERNMENT OF WEST BENGAL

INFORMATION WANTED

This is the Photograph of **Momin Purkait,** Father's Name - **Mosaraf Purkait**, of Vill - Bamna Purkaitpara, PO - Bamna, PS - Usthi, Dist - South 24 Parganas, WB, who has been missing since 06.11.2016, at about 15.00 hrs, Residential area under PS - Usthi, Description of this missing person is: **Age** - 10 Years, **Complexion** - Black, **Height** - 4 Feet 08 Inches, **Wearing** - Yellow T shirt and Black Half Pant, **Language** - Bengali. Please Contact Officer in Charge, Missing Persons Bureau, C.I.D., West Bengal, Bhabani Bhaban, Kolkata - 700027, Phone No: 033-24506120

ICA- D979(3)/2026

পশ্চিমবঙ্গ সরকার

পিতা-মাতা/অভিভাবকের অনুসন্ধানের জন্য বিজ্ঞপ্তি

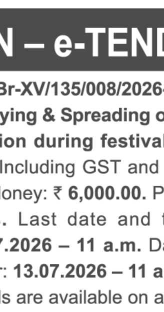

শিশুটির বিবরণ

নামঃ পিয়াশা বিশ্বাস @ প্রিয়াশা , জন্মঃ ১৩.১২.২০১৬, লিঙ্গঃ স্ত্রী, প্রাপ্তির দিনঃ ২৯.০১.২০২৬, **বর্তমান অবস্থানঃ** কসবা গার্লস হোম, হোপ কলকাতা ফাউন্ডেশন, ১/২/১বি/১, ধর্মতলা রোড, কলকাতা-৭০০০৪২, **উচ্চতাঃ** ১২২ সে.মি. ; **গায়ের রংঃ** শ্যামবর্ণা, **পরনের পোশাকঃ** সাদা ছাপার কাজ করা ফুল হাতা গেঞ্জি ও ডোরাকাটা ক্যাপ্রি প্যান্ট, **থানা ও তারিখ সহ জি.ডি.ই. নম্বরঃ থানাঃ** নর্থ পোর্ট ; **জি.ডি.ই. নম্বরঃ** ৬৯৪ ; **তারিখঃ** ১২.০৬.২০২৫। **যোগাযোগের বিশদ বিবরণঃ** ডিস্ট্রিক্ট চাইল্ড প্রোটেকশান ইউনিট, কলকাতা, **ঠিকানাঃ** শুভান্ন বিল্ডিং (সপ্তম তল), ডি. এফ.-৯, সেক্টর -১, সল্টলেক সিটি, কলকাতা-৭০০০৬৪

আইসিএ-ডি ৯৭৬ (৩)/২০২৬

KOLKATA MUNICIPAL CORPORATION – e-TENDER

ABRIDGED NIT

The **Executive Engineer (Civil)/Br.-III, KMC** invites online percentage rate e-Tenders under two bid system for the following works:

(1) NIT No.: KMC/EE-III/014/02/26-27 (1st Call)
Name of the Work: **Restoration of Sewer at 221, Bagmari Road in Ward-14 to Mitigating Sevior Water Logging problem of Ward No.-14 & 32.** Estimated Cost: ₹ **2,68,973.00**. Earnest Money: ₹ **5,500.00.** Period of Completion: **30 days.** Last date and time of submission of Bid: **08.07.2026 upto 12 Noon**. Date and time of opening of Tender: **10.07.2026 on or after 12 Noon.**

(2) NIT No.: KMC/EE-III/32/51/UTTARAN/25-26 (2nd Call)
Name of the Work: **Improvement of Sewer at 28/1 Muraripukur Road, 1, 2, 3 Sree Krishna Colony and different Uttaran locations in Ward No.-32.** Estimated Cost: ₹ **4,42,068.00**. Earnest Money: ₹ **9,000.00.** Period of Completion: **30 days.** Last date and time of submission of Bid: **09.07.2026 upto 12 Noon**. Date and time of opening of Bid: **11.07.2026 after 12 Noon.** The bid forms and other details are available on and from **30.06.2026 (5 p.m.)** (For Sl. No. 1 & 2). The website: **https://etender.wb.nic.in** (For Sl. No. 1) & **https://wbtenders.gov.in** (For Sl. No. 2).

The **Executive Engineer (Civil)/Br.-VIII, KMC** invites e-Tender online percentage rate two bid system for the following work:
NIT No.: KMC/EE(C)/BR-VIII/085/01/2026-2027/D
Name of the Work: **Restoration of (P.B & IPS) Footpath disturbed by different PU Agencies and Natural Wear & Tear at 127A R. B. Avenue, 14B, 23A Lansdowne Place, 47N Mahanirban Road, 2/3 S. B. Street etc. in Ward No.-85.** Estimated cost (Including GST and Cess) : ₹ **2,97,958.89**. Earnest Money: ₹ **6,000.00.** Period of Completion: **60 days.** Last date and time of submission of Bid: **13.07.2026 – 12 Noon**. Date and time of opening of Tender: **15.07.2026 – 12 Noon.** The bid forms and other details are available on and from **03.07.2026 (12 Noon)** from the website: **https://etender.wb.nic.in**

The **Executive Engineer (Civil)/Br.-XV, KMC** invites e-Tender online percentage rate two bid systems for the following works:
(1) NIT No.: KMC/XV/133/005/2026-2027/R/UTTARAN (1st Call)
Name of the Work: **Removal of silt & slush from Surface Drain and Sewer line at Kasmiri Para near Premises No. J30, J80, J34 etc. in Ward No.-133, Br.-XV under Uttaran service.** Estimated cost (including GST & Cess): ₹ **2,76,584.67**. Earnest Money: ₹ **5,600.00.** Period of Completion: **90 days.** Date of uploading of N.I.T. & other documents (online): **02.07.2026 – 12 Noon**. Documents download/sell start date and time (online): **02.07.2026 – 4 p.m.** Documents download/sell end date and time (online): **11.07.2026 – 4 p.m.** Bid submission start date and time (online): **02.07.2026 – 4 p.m.** Bid submission closing (online): **11.07.2026 – 4 p.m.** Bid opening date and time for Technical Proposals (online): **13.07.2026 – 4 p.m.** The bid forms and other details are available from the website: **https://etender.wb.nic.in**

(2) NIT No.: KMC/EE(C)/Br-XV/135/008/2026-2027/R
Name of the Work: **Supplying & Spreading of Silver Sand at different location during festival under Br.-XV.** Estimated cost (Including GST and Cess) : ₹ **2,98,277.75**. Earnest Money: ₹ **6,000.00.** Period of Completion: **180 days.** Last date and time of submission of Bid: **11.07.2026 – 11 a.m.** Date and time of opening of Tender: **13.07.2026 – 11 a.m.** The bid forms and other details are available on and from **02.07.2026 (5 p.m.)** from the website: **https://etender.wb.nic.in**

The **Executive Engineer (Electrical)/Lighting/Z-III, KMC** invites e-Tender online, two part bid systems for the following works:
(1) NIT No.: KMC/LTG/Z-III/IX/26-27/27
Name of the Work: **Improvement of Park lighting system at different Parks under Br.-IX.** Estimated Amount: ₹ **4,87,497.71**. Earnest Money: ₹ **9,800.00**. Period of completion: **30 Days.**
(2) NIT No.: KMC/LTG/Z-III/IX/26-27/28
Name of the Work: **Supply and delivery of LED light fittings at Bhukailash Road and different other places in Ward No.-78.** Estimated Amount: ₹ **1,98,839.00**. Earnest Money: ₹ **4,000.00**. Period of completion: **30 Days.**
(3) NIT No.: KMC/LTG/Z-III/IX/26-27/29
Name of the Work: **Repairing of street lighting system at M. M. Ali Road, Dent Mission Road and other surrounding areas under Ward No.-77.** Estimated Amount: ₹ **2,48,234.77**. Earnest Money: ₹ **5,000.00**. Period of completion: **30 Days.**
(4) NIT No.: KMC/LTG/Z-III/IX/26-27/30
Name of the Work: **Repairing of street lighting system at Ramkamal Street, Hemchandra Street and other surrounding areas under Ward No.-76.** Estimated Amount: ₹ **2,49,725.53**. Earnest Money: ₹ **5,000.00**. Period of completion: **30 Days.**
(5) NIT No.: KMC/LTG/Z-III/IX/26-27/31
Name of the Work: **Supply and delivery of LED light fittings at Karl Marx Sarani and different other places in Ward No.-76.** Estimated Amount: ₹ **1,99,448.00**. Earnest Money: ₹ **4,000.00**. Period of completion: **30 Days.**
(6) NIT No.: KMC/LTG/Z-III/VIII/26-27/07
Name of the Work: **Providing Man Power for service and routine up keeping of all electrical Installation at 56/2, Pratapaditya Road Community Hall in Ward No.-88, under Br.-VIII.** Estimated Amount: ₹ **1,35.436.96**. Earnest Money: ₹ **2,800.00**. Period of completion: **365 Days.** Last date and time of completion of Bid: **09.07.2026 upto 12 Noon** (For Sl. No. 1 to 6). Tender (Technical) Opening Date & Time: **09.07.2026 at 2 p.m.** (For Sl. No. 1 to 6). The bid forms and other details are available on and from **30.06.2026 from 2 p.m.** (For Sl. No. 1 to 6). For full and further details, please visit the website: **https://etender.wb.nic.in** (For Sl. No. 1 to 6). Please keep watching on the above website for further Addendum/Corrigendum, Pre-bid clarifications, if any, which will be published in above website only (For Sl. No. 1 to 6). **(177/26-27)**

MIRAE ASSET
Mutual Fund

In order to impart an insight on mutual fund, to educate and create awareness among the investors about the financial market, Mirae Asset Mutual Fund undertakes numerous events and activities at various places across the country and in number of ways such as conducting Investor Awareness Programs (IAPs) / seminars, contents on investor awareness in print media (newspapers, magazines etc.) and programs on Mutual Funds in electronic media (TVs, radios etc.).

In this regard, please see below schedule of upcoming IAP:

Date	Time	Address
July 02, 2026	5:00 P.M.	Hotel Park Prime, 226, Acharya Jagadish Chandra Bose Road, Near Minto Park, Opp. La Martiniere Boys School, Kolkata.

MIRAE ASSET MUTUAL FUND (Investment Manager: Mirae Asset Investment Managers (India) Private Limited. CIN - U65990MH2019PTC324625)
Registered & Corporate Office: 606, 6th Floor, Windsor Building, Off CST Road, Kalina, Santacruz (E), Mumbai - 400098. ☎ 1800 2090 777 (Toll free), ✉ customercare@miraeasset.com www.miraeassetmf.co.in

Mutual Fund investments are subject to market risks, read all scheme related documents carefully.

দেশ-বিদেশ

রেকর্ড উচ্চতা থেকে ধস! সোনার দাম কমতেই পুরনো গয়না বিক্রির হিড়িক, মাত্র তিন মাসে বাজারে ফিরল ৫০ টন স্বর্ণ

মুম্বাই, ৩০ জুন ঃ রেকর্ড দামের পর এবার উল্টো সুর। কয়েক মাস আগেও সোনার দাম প্রতিদিনই নতুন ইতিহাস গ।ছিল। কিন্তু সেই ছবিতে এখন স্পষ্ট বদল এসেছে। সর্বকালীন উচ্চতা ছুঁয়ে এখন ক্রমশ নিম্নমুখী হলুদ ধাতুর দাম। আর এই পতনের জেরেই দেশের বিভিন্ন প্রান্তে দেখা দিয়েছে এক নতুন প্রবণতা-পুরনো সোনার গয়না বিক্রির হিড়িক। চলতি সপ্তাহের শুরুতে, সোমবার ১০ গ্রাম সোনার দাম দাঁ।ড়েয়েছে ১ লক্ষ ৪৫ হাজার ৮১০ টাকায়। যদিও এই দাম এখনও ঐতিহাসিকভাবে অনেক বেশি, তবে কয়েক মাস আগে যে সর্বোচ্চ স্তরে পৌঁছেছিল, তার তুলনায় তা উল্লেখযোগ্যভাবে কম। দাম আরও কমে যেতে পারে-এই আশঙ্কাই এখন বহু মানুষের সিদ্ধান্তে প্রভাব ফেলছে। ফলে ভবিষ্যতে কম দাম পাওয়ার ভয় থেকে অনেকেই এখনই পুরনো গয়না বিক্রি করে নগদ অর্থ হাতে তুলে নিচ্ছেন। বাজারের সাম্প্রতিক পরিসংখ্যান বলছে, এপ্রিল থেকে জুন-মাত্র তিন মাসে পুরনো সোনা বিক্রির পরিমাণ গত বছরের একই সময়ের তুলনায় প্রায় ৪৩ শতাংশ বে।ছে। এই সময়ে প্রায় ৫০ টন পুরনো সোনা বাজারে ফিরে এসেছে। বিশেষজ্ঞদের মতে, সাম্প্রতিক সময়ে এত বিপুল পরিমাণ পুরনো সোনা বিক্রির ঘটনা এক নতুন নজির তৈরি করেছে। ভারত বিশ্বের অন্যতম বৃহ স্বর্ণ ভোক্তা দেশ হলেও, দেশের মোট চাহিদার ব। অংশই বিদেশ থেকে আমদানির মাধ্যমে পূরণ করতে হয়। সরকারি তথ্য অনুযায়ী, চলতি অর্থবর্ষে প্রায় ৭২.৪ বিলিয়ন মার্কিন ডলার মূল্যের স্বর্ণ আমদানি করেছে ভারত। অন্যদিকে, ভারতীয় পরিবারগুলির কাছে আনুমানিক ৩০ হাজার টন সোনা সঞ্চিত রয়েছে, যা বিশ্বের অন্যতম বৃহ ব্যক্তিগত স্বর্ণভাণ্ডার হিসেবে বিবেচিত। এই বিপুল সঞ্চয়ের একটি অংশ এখন বাজারে ফিরতে শুরু করেছে। কারণ, অনেকের ধারণা সোনার দাম আরও কমে গেলে ভবিষ্যতে একই গয়না বিক্রি করে কম অর্থ পাওয়া যাবে। তাই বর্তমান মূল্যকে তুলনামূলকভাবে লাভজনক মনে করেই বিক্রির সিদ্ধান্ত নিচ্ছেন তাঁরা। তবে এই প্রবণতাকে ঘিরে প্রশ্নও উঠছে। শুধুমাত্র বাজারে দামের ওঠানামা দেখে কি বহু বছরের সঞ্চয় বা বিনিয়োগ বিক্রি করে দেওয়া উচিত? আর্থিক বিশেষজ্ঞদের মতে, এর উত্তর নির্ভর করে

ব্যক্তিগত প্রয়োজনের উপর। যদি কারও জরুরি আর্থিক প্রয়োজন দেখা দেয়, চিকিসা, শিক্ষা, ব্যবসা বা অন্য কোনও গুরুত্বপূর্ণ খাতে অর্থের প্রয়োজন হয়, তাহলে সোনা বিক্রি করা বাস্তবসম্মত সিদ্ধান্ত হতে পারে। কিন্তু শুধুমাত্র বাজারে দাম কমছে বা আরও কমতে পারে-এই আশঙ্কাকে ভিত্তি করে ত।ঘি।ি গয়না বিক্রি করা সব সময় বুদ্ধিমানের কাজ নয়। বিশেষজ্ঞদের মতে, সোনা দীর্ঘদিন ধরেই একটি নিরাপদ বিনিয়োগ হিসেবে বিবেচিত। মুদ্রাস্ফীতি বৃদ্ধি, বৈশ্বিক অর্থনৈতিক অনিশ্চয়তা, যুদ্ধ পরিস্থিতি কিংবা ভূ-রাজনৈতিক উত্তেজনার সময় সোনার দাম আবারও ঊর্ধ্বমুখী হতে পারে। তাই দীর্ঘমেয়াদি বিনিয়োগকারীদের ক্ষেত্রে সাময়িক মূল্যপতন দেখে সিদ্ধান্ত নেওয়ার আগে ভবিষ্যতের সম্ভাবনাও বিবেচনা করা প্রয়োজন। অন্যদিকে, যাঁদের কাছে বহু বছর ধরে এমন গয়না প।ে রয়েছে যা আর ব্যবহার করা হয় না, তাঁদের জন্য বর্তমান বাজারদর একটি ভালো সুযোগ হতে পারে। অপ্রয়োজনীয় সম্পদকে নগদ অর্থে রূপান্তর করে সেই অর্থ অন্য কোনও বিনিয়োগ বা প্রয়োজনীয় কাজে ব্যবহার করা যেতে পারে। সব মিলিয়ে, সোনার দামে সাম্প্রতিক পতন দেশের স্বর্ণবাজারে এক নতুন পরিস্থিতি তৈরি করেছে। একদিকে যেমন বিক্রির প্রবণতা দ্রুত বা।ছে, অন্যদিকে বিশেষজ্ঞরা সতর্ক করছেন আবেগ বা স্বল্পমেয়াদি বাজার প্রবণতার উপর ভিত্তি করে সিদ্ধান্ত না নেওয়ার জন্য। কারণ সোনার বাজারে ওঠানামা নতুন নয়। তাই ব্যক্তিগত প্রয়োজন, দীর্ঘমেয়াদি আর্থিক পরিকল্পনা এবং বাজার পরিস্থিতি-এই তিনটি বিষয় বিবেচনা করেই সোনা বিক্রি বা ধরে রাখার সিদ্ধান্ত নেওয়াই সবচেয়ে বিচক্ষণ পদক্ষেপ বলে মনে করছেন অর্থনীতিবিদ ও বাজার বিশ্লেষকরা।

বরফ গলছে দিল্লি-ঢাকার সম্পর্কে!

ভিসার পর এবার বাংলাদেশে ২০০ রেল কোচ পাঠাচ্ছে ভারত, জোরালো হচ্ছে দ্বিপাক্ষিক সহযোগিতা

নয়াদিল্লি, ৩০ জুন ঃ দীর্ঘদিনের কূটনৈতিক শৈত্য কাটিয়ে আবারও স্বাভাবিক ছন্দে ফিরছে ভারত-বাংলাদেশ সম্পর্ক। প্রায় দুই বছর পর বাংলাদেশি নাগরিকদের জন্য ভারত পর্যটন ভিসা চালু করার সিদ্ধান্ত নেওয়ার পর এবার দ্বিপাক্ষিক বাণিজ্য ও অবকাঠামো সহযোগিতার ক্ষেত্রেও মিলল বড় ইতিবাচক বার্তা। দীর্ঘ বিরতির পর বাংলাদেশ রেলওয়ের জন্য ২০০টি ব্রডগেজ যাত্রীবাহী রেল কোচ রপ্তানি করতে চলেছে ভারত। দুই দেশের সম্পর্কের উন্নতির ইঙ্গিত হিসেবেই এই পদক্ষেপকে দেখছেন কূটনৈতিক মহল এবং বিশ্লেষকরা। সূত্রের খবর, সবকিছু পরিকল্পনা অনুযায়ী এগোলে আগামী জুলাই মাস থেকেই বাংলাদেশের হাতে রেল কোচ হস্তান্তরের কাজ শুরু হবে। ভারতের রেল মন্ত্রকের অধীন সংস্থা রাইটস -এর মাধ্যমে প্রায় ৯১৫ কোটি টাকার চুক্তির আওতায় বাংলাদেশ রেলওয়েকে মোট ২০০টি আধুনিক ব্রডগেজ যাত্রীবাহী কোচ সরবরাহ করা হবে। প্রথম পর্যায়ে ২০টি কোচ বাংলাদেশে পাঠানো হবে। পরবর্তী ধাপে পর্যায়ক্রমে বাকি কোচগুলি হস্তান্তর করা হবে।এই কোচগুলি পাঞ্জাবের কাপুরথলা রেল কোচ কারখানায় তৈরি হচ্ছে। ইতিমধ্যেই কোচগুলির প্রস্তুতি প্রায় শেষ পর্যায়ে পৌঁছেছে এবং রপ্তানির জন্য প্রয়োজনীয় প্রশাসনিক ও প্রযুক্তিগত প্রক্রিয়াও শুরু হয়ে গিয়েছে বলে জানা গিয়েছে। ভারত এর আগেও বাংলাদেশকে রেল পরিকাঠামো উন্নয়নে সহায়তা

করেছে। পূর্বে বাংলাদেশ রেলওয়েকে ১২০টি ব্রডগেজ যাত্রীবাহী কোচ, ৩৬টি ব্রডগেজ লোকোমোটিভ এবং ১০টি মিটারগেজ লোকোমোটিভ সরবরাহ করেছিল ভারত। ফলে নতুন এই ২০০ কোচের চালান শুধু রেল পরিষেবা সম্প্রসারণেই নয়, দুই দেশের দীর্ঘদিনের সহযোগিতার ধারাবাহিকতাকেও আরও শক্তিশালী করবে। বিশেষজ্ঞদের মতে, এটি কেবল একটি বাণিজ্যিক চুক্তি নয়। বরং দুই দেশের মধ্যে অবকাঠামো উন্নয়ন, সংযোগ বৃদ্ধি এবং পারস্পরিক আস্থার প্রতীক হিসেবেই এই প্রকল্পকে দেখা উচিত। বিশেষ করে বাংলাদেশের রাজনৈতিক পরিস্থিতিতে পরিবর্তনের পর ভারতের পক্ষ থেকে এটিই হতে চলেছে প্রথম ব। অবকাঠামোগত সরবরাহ, যা ভবিষ্যতের সম্পর্কের দিকনির্দেশও স্পষ্ট করতে পারে। উল্লেখযোগ্য বিষয় হল, ২০২৪ সালে আন্তর্জাতিক দরপত্রের মাধ্যমে এই প্রকল্পের দায়িত্ব পায় ভারতের রাষ্ট্রায়ত্ত সংস্থা রাইটস। আন্তর্জাতিক প্রতিযোগিতায় জয়ী হওয়ার পর থেকেই সংস্থাটি কোচ নির্মাণের কাজ শুরু করে। নির্ধারিত সময়সীমা মেনেই এখন বাংলাদেশে সরবরাহের প্রস্তুতি চলছে। এদিকে রেল সহযোগিতার পাশাপাশি ভিসা পরিষেবাতেও ব। পরিবর্তন এসেছে। প্রায় দু'বছর বন্ধ থাকার পর রবিবার থেকে বাংলাদেশি নাগরিকদের জন্য ভারতের পর্যটন ভিসার আবেদন গ্রহণ আবার শুরু হয়েছে। রাজধানী ঢাকার যমুনা ফিউচার পার্ক সংলগ্ন ইন্ডিয়ান ভিসা অ্যাপ্লিকেশন সেঃটারে (আইভ্যাক) সকাল থেকেই আবেদনকারীদের ভি। চোখে প।ে। বহুদিন পর ভিসা পরিষেবা চালু হওয়ায় আবেদনকারীদের মধ্যে ছিল প্রবল উসাহ ও স্বস্তি। ভারতীয় হাইকমিশন সূত্রে জানা গিয়েছে, পর্যটন, চিকিসা, শিক্ষা এবং পারিবারিক প্রয়োজনে যাতায়াত আরও সহজ করতেই এই পরিষেবা পুনরায় চালু করা হয়েছে। দীর্ঘদিন ধরে অপেক্ষা করা হাজার হাজার বাংলাদেশি নাগরিকের কাছে এই সিদ্ধান্ত অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বলে মনে করা হচ্ছে। পর্যবেক্ষকদের মতে, ভিসা পরিষেবা পুনরায় চালু হওয়া এবং রেল কোচ রপ্তানির মতো দুটি গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ একই সময়ে কার্যকর হওয়া মোটেই কাকতালীয় নয়। বরং এটি স্পষ্টভাবে ইঙ্গিত দিচ্ছে যে, সাম্প্রতিক কূটনৈতিক অস্বস্তির পর দুই দেশ আবারও পারস্পরিক সহযোগিতা ও আস্থার ভিত্তিতে সম্পর্ককে এগিয়ে নিয়ে যেতে চাইছে। ভারত ও বাংলাদেশের সম্পর্ক শুধু বাণিজ্য বা কূটনীতির মধ্যেই সীমাবদ্ধ নয়। সীমান্ত বাণিজ্য, জ্বালানি, রেল ও স।ক যোগাযোগ, নদীপথ, বিদ্যু, শিক্ষা এবং সাংস্কৃতিক বিনিময়সহ একাধিক ক্ষেত্রে দুই দেশের দীর্ঘদিনের সহযোগিতা রয়েছে। নতুন এই রেল কোচ সরবরাহ এবং ভিসা পরিষেবা পুনরায় চালু হওয়ায় সেই সম্পর্ক আরও গভীর হওয়ার সম্ভাবনা তৈরি হয়েছে বলে মনে করছেন আন্তর্জাতিক সম্পর্ক বিশেষজ্ঞরা। সব মিলিয়ে, প্রায় দুই বছরের অচলাবস্থার পর ভারত-বাংলাদেশ সম্পর্ক আবারও ইতিবাচক মো। নিচ্ছে। একদিকে সাধারণ মানুষের জন্য সহজ হচ্ছে যাতায়াত, অন্যদিকে অবকাঠামোগত সহযোগিতার মাধ্যমে আরও মজবুত হচ্ছে দ্বিপাক্ষিক সম্পর্ক। আগামী দিনে বাণিজ্য, যোগাযোগ ও অর্থনৈতিক সহযোগিতার ক্ষেত্রেও এই ইতিবাচক গতি বজায় থাকবে বলেই আশাবাদী কূটনৈতিক মহল।

হুল দিবসে আদিবাসী ক্ষমতায়নের বার্তা মুখ্যমন্ত্রী

১-র পাতার পর-রাজ্য সরকারের জনজাতি দরদি মানসিকতার খতিয়ান দিয়ে শুভেন্দু অধিকারী জানান, আজ দেশের সর্বোচ্চ সাংবিধানিক পদ তথা রাষ্ট্রপতির আসনে বসানো হয়েছে জনজাতি কন্যা দ্রৌপদী মুর্মুকে। জনজাতি সমাজকে 'নীচে নয়, পাশে বসার' আহ্বান জানিয়ে তিনি মনে করিয়ে দেন, ছত্তীসগড়ে বিষ্ণু দেব সাই এবং ওড়িশায় মোহনচরণ মাঝির মতো জনজাতি জননেতাদের মুখ্যমন্ত্রী করেছে ভারতীয় জনতা পার্টি। এ রাজ্যের মন্ত্রিসভাতেও খুদিরাম টুডু, জুয়েল মুর্মু, বিশাল লামাদের মতো জনজাতি প্রতিনিধিদের গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে। সবশেষে ২০৪৭ সালের মধ্যে 'বিকশিত ভারত' গড়ার লক্ষ্যে জনজাতি সমাজকে দেশের প্রথম সারিতে আসার আহ্বান জানান মুখ্যমন্ত্রী। এ দিনের অনুষ্ঠানে মন্ত্রী খুদিরাম টুডু, দিবাকর ঘরামি, সাংসদ সৌমিত্র খাঁ, জ্যোতির্ময় সিং মাহাত-সহ বাঁকুড়া ও পুরুলিয়ার একঝাঁক বিধায়ক এবং প্রশাসনিক শীর্ষ কর্তারা উপস্থিত ছিলেন।

বদলের বাংলায় এবা ডিম নিয়ে বড় নির্দেশ রাজ্যকে

১-র পাতার পর- করবে?'' আদালতের কাছে তিনি আর্জি জানান, আজই অন্তর্বতী নির্দেশ দেওয়া হোক। তিনি বিচারপতির দৃষ্টি আকর্ষণ করেন, বিমানবন্দরের মতো সেন্সেটিভ জায়গাতেও এই আক্রমণ হচ্ছে। তিনি বলেন, ''মন্ত্রী বলছেন ডিম ছুঁড়তে। সরকার কী পদক্ষেপ করেছে?'' এই বক্তব্যের প্রেক্ষিতে রাজ্যকে হলফনামা জমা দেওয়ার নির্দেশ দিল আদালত। প্রসঙ্গত, রাজ্যে পালাবদলের পরই ভোট পরবর্তী পরিস্থিতি খতিয়ে দেখতে দিয়ে সোনারপুরে নিগৃহীত হতে হয় খোদ তৃণমূলের সর্ব ভারতীয় সাধারণ সম্পাদক অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়কে। ডিম ছোড়া হয়েছিল তাঁকে লক্ষ্য করে। এরপর জেলা-রাজ্যের একাধিক প্রান্তে জনপ্রতিনিধিরা, তৃণমূল নেতারা এই হামলার শিকার হয়ে চলেছেন।

এসআইআর বিতর্কে প্রধান বিচারপতিকে ইন্ডিয়া জোটের চিঠি

নয়াদিল্লি, ৩০ জুন ঃ ইলেকটোরাল রোলের বিশেষ নিবিড় সংশোধনী এবং নির্বাচন প্রক্রিযা নিযে উদ্বেগ প্রকাশ করে দেশের প্রধান বিচারপতি সূর্য কান্ত-এর কাছে যৌথভাবে চিঠি পাঠাল ইন্ডিয়া জোট। মঙ্গলবার পাঠানো এই চিঠিতে স্বাক্ষর করেছে ২৩টি রাজনৈতিক দল এবং একজন নির্দল সাংসদ। তবে সবচেয়ে তাৎপর্যপূর্ণ বিষয় হল, এই স্বাক্ষরকারীদের তালিকায় রয়েছে আম আদমি পার্টি (আপ) এবং ডিএমকে-দুটি দল, যারা সাম্প্রতিক সময়ে ইন্ডিয়া জোটের সঙ্গে নিজেদের দূরত্ব বাড়িয়েছিল এবং জোটের বৈঠকেও অংশ নেয়নি। এই ঘটনাকে ঘিরে জাতীয রাজনীতিতে নতুন করে জল্পনা শুরু হযেছে। রাজনৈতিক মহলের একাংশের মতে, নির্বাচন সংক্রান্ত গুরুত্বপূর্ণ ইস্যুতে বিরোধী দলগুলি আবারও একসঙ্গে অবস্থান নেওযার চেষ্টা করছে। ফলে আপ ও ডিএমকের এই পদক্ষেপকে কেবল একটি আনুষ্ঠানিক স্বাক্ষর নয়, বরং বিরোধী ঐক্যের সম্ভাব্য পুনর্গঠনের ইঙ্গিত হিসেবেও দেখা হচ্ছে। সূত্রের খবর, গত ৮ জুন দিল্লিতে অনুষ্ঠিত ইন্ডিয়া জোটের বৈঠকেই নির্বাচন সংক্রান্ত বিভিন্ন বিষয়, বিশেষ করে এসআইআর ইস্যুতে প্রধান বিচারপতিকে চিঠি দেওযার সিদ্ধান্ত নেওযা হয। সেই বৈঠকে কংগ্রেস, তৃণমূল কংগ্রেস, সমাজবাদী পার্টি, আরজেডি-সহ মোট ২১টি রাজনৈতিক দল এবং একজন নির্দল সদস্য উপস্থিত ছিলেন। তবে সেই বৈঠকে অনুপস্থিত ছিল দুটি গুরুত্বপূর্ণ শরিক-আম আদমি পার্টি এবং ডিএমকে। রাজনৈতিক মতপার্থক্য এবং কংগ্রেসের সঙ্গে সম্পর্কের টানাপোড়েনের কারণেই তারা ওই বৈঠক এড়িয়ে যায় বলে জানা যায়। লোকসভা নির্বাচনের পর থেকেই কংগ্রেস ও আম আদমি পার্টির সম্পর্ক ক্রমশ অবনতি হতে থাকে। দিল্লি এবং পাঞ্জাবের রাজনৈতিক সমীকরণকে কেন্দ্র করে দুই দলের মধ্যে মতবিরোধ প্রকাশ্যে আসে। শেষ পর্যন্ত জোটগত সম্পর্ক কার্যত ভেঙে পড়ে। অন্যদিকে, তামিলনাড়ুর রাজনৈতিক পরিস্থিতিও ডিএমকের সঙ্গে কংগ্রেসের সম্পর্কে প্রভাব ফেলে।

উত্তর-পূর্ব রেলওয়ের অবসর গ্রহণকারীদের বিদায় সম্মোর্ধনা

গোরখপুর, ৩০ জুনঃ ৩০ জুন, ২০২৬ তারিখে গোরখপুরের জেনারেল ম্যানেজারের কনফারেন্স হলে আয়োজিত এক অনুষ্ঠানে, অতিরিক্ত জেনারেল ম্যানেজার, শ্রী বিনোদ কুমার শুক্লা, ৩০ জুন, ২০২৬ তারিখে অবসর গ্রহণকারী জেনারেল ম্যানেজারের প্রোটোকল ইন্সপেক্টর শ্রী আশুতোষ কুমার সিনহাকে একটি ফুলের তোড়া ও একটি শাল উপহার দেন এবং আন্তরিক বিদায় জানান। তিনি তাঁর সুখী জীবন কামনা করেন। তিনি মন্তব্য করেন, আপনি আপনার মূল্যবান সময় রেল সেবায় দিয়েছেন। আপনি সর্বদা আপনার কাজের প্রতি নিবেদিত ছিলেন এবং আধ্যাত্মিকতার প্রতি আপনার গভীর অনুরাগ রয়েছে, যা একটি অত্যন্ত ভালো গুণ। প্রধান কর্মী কর্মকর্তাপ্রশাসন শ্রী মনোজ কুমার, কর্মী বিভাগের সভাকক্ষে ৩০শে জুন, ২০২৬ তারিখে অবসর গ্রহণকারী ০৫ জন গেজেটেড কর্মকর্তা - ডেপুটি চিফ ইঞ্জিনিয়ারব্রিজ শ্রী সত্যেন্দ্র কুমার দুবে, এক্সিকিউটিভ ইঞ্জিনিয়ার শ্রী অরুণ কুমার চাওলা ও শ্রী অরবিন্দ কুমার পান্ডে, অ্যাসিস্ট্যান্ট ফ্যাক্টরি ম্যানেজার শ্রী বীরেশ কুমার শ্রীবাস্তব, প্রিন্সিপালবিটিসি মেকানিক্যাল ফ্যাক্টরি শ্রী নগেন্দ্র নাথ পান্ডে এবং ১৭ জন নন-গেজেটেড রেল কর্মচারীকে সমাপনী ভাতার ফর্ম এবং চাকরির সনদপত্র প্রদানের মাধ্যমে সম্মানিত করেন। অবসর গ্রহণকারী রেল কর্মচারীদের উদ্দেশে ভাষণ দিতে গিয়ে প্রধান কর্মী কর্মকর্তা প্রশাসন শ্রী মনোজ কুমার তাঁদের সুস্থ ও সুখী জীবন কামনা করেন। এই অনুষ্ঠানে কর্মী ও হিসাব বিভাগের কর্মকর্তাবৃন্দ, ইউনিয়ন কর্মকর্তা এবং অবসরপ্রাপ্ত রেল কর্মচারীদের পরিবারের সদস্যরা উপস্থিত ছিলেন।হিসাব বিভাগে অনুষ্ঠিত আরেকটি অনুষ্ঠানে, ৩০ জুন, ২০২৬ তারিখে অবসর গ্রহণকারী দুইজন গেজেটেড অফিসার-সহকারী অর্থ উপদেষ্টাকোচিং শ্রী সঞ্জয় কুমার মল, সহকারী অর্থ উপদেষ্টা ফিনান্স স্টোরস শ্রী অনুপ কুমার শ্রীবাস্তব-এবং সাতজন নন-গেজেটেড কর্মচারীকে প্রধান অর্থ উপদেষ্টা শ্রী অমরজিৎ গৌতম অবসরকালীন ভাতার ফর্ম ও চাকরির সনদপত্র প্রদান করে সম্মানিত করেন এবং তাঁদের সুখী জীবনের জন্য শুভেচ্ছা জানান।

আরজি স্টোন হাসপাতালে ল্যাপারোস্কোপিক নেফ্রেক্টমি সফলভাবে সম্পন্ন

কলকাতা, ৩০ জুনঃ কলকাতার আরজি স্টোন ইউরোলজি অ্যান্ড ল্যাপারোস্কোপি হাসপাতালের শল্যচিকিসকরা একটি বড় স্ট্যাগহর্ন ক্যালকুলাসের কারণে ডান কিডনি অকার্যকর হয়ে পড়া এক রোগীর ওপর অত্যন্ত জটিল একটি ল্যাপারোস্কোপিক নেফ্রেক্টমি সফলভাবে সম্পন্ন করেছেন, যা জটিল ইউরোলজিক্যাল পরিস্থিতি ব্যবস্থাপনায় উন্নত ন্যূনতম আক্রমণাত্মক কৌশলগুলির ভূমিকা তুলে ধরে।রোগী প্রায় এক মাস ধরে ডান পাশের কোমরে একটানা ব্যথায় ভুগছিলেন।

পিছনে কাদের 'অবদান'?

১-র পাতার পর-বেতন বৃদ্ধি করেছিল। শিক্ষকদের জীবনমানের কিছুটা পরিবর্তন আনতে সক্ষম হয়েছিল বামেরা।'' শিক্ষকরা কেন রাজনৈতিক দলের ক্ষেত্রের গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেন, সেকথা তুলে ধরে শমীক বলেন, ''স্কুলের পড়ুয়া একজন শিক্ষককে তার পিতার স্থানে গ্রহণ করে, মায়ের মতো করে গ্রহণ করে। সমাজে এই বন্ধন আর কোথাও হওয়া সম্ভব নয়। সেই কারণে যেকোনও রাজনৈতিক দলের ভিত্তি, তার প্রসার, তাকে সর্বব্যাপী, সর্বস্পর্শী করার ক্ষেত্রে শিক্ষকদের একটা অবদান রয়েছে।'' গেরুয়া শিবিরের শিক্ষক সেলের সদস্যদের উদ্দেশে রাজ্য বিজেপির সভাপতি বলেন, ''আমরা তো নিজেদের মতো করে রাজনীতি করি, নিজেদের কথা বলি। আমরা কী করতে চাই, তা প্রত্যেক শিক্ষিত মানুষের জানা। আমরা পশ্চিমবঙ্গের হৃতগৌরব ফেরাতে চাই। বিনিয়োগ বাড়ানোর কথা বলছি। এই সমাজে শিক্ষকদেরও একটা ভূমিকা রয়েছে। আমরা কী করতে চাইছি, সেটা মানুষের কাছে পৌঁছে দিতে হবে।'' গত ১৫ বছরে তৃণমূল কীভাবে রাজ্যের ক্ষতি করেছে, সেকথা তুলে ধরে শমীক বলেন, ''সমস্ত প্রশ্নের উত্তর জয় শ্রীরাম নয়।

ধর্মতলায় ২১ জুলাইয়ের সভা নয়!

১-র পাতার পর-পুলিশের এই সিদ্ধান্তে আপাতত দুই শিবিরের টানাপড়েনে সাময়িক বিরাম পড়ল। কারণ, ধর্মতলায় একই দিনে পৃথক রাজনৈতিক জমায়েত হলে আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতি নিয়ে আশঙ্কা ছিল প্রশাসনের একাংশের মধ্যেই। এ দিকে, এবারের ২১ জুলাই ঘিরে আইনি জটিলতাও কম নয়। কয়েক বছর আগের একটি মামলাকে কেন্দ্র করে ফের আদালতের নজরে আসে এই কর্মসূচি। অভিযোগ উঠেছিল, ২০১৮ সালে কলকাতা হাইকোর্টের নির্দেশ উপেক্ষা করেই ধর্মতলায় ২১ জুলাইয়ের সভা করা হয়েছিল। সেই মামলায় আদালতের দ্বারস্থ হন এক আবেদনকারী। ওই মামলার প্রেক্ষিতে কলকাতা হাইকোর্ট মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় এবং অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়কে নোটিস পাঠানোর নির্দেশ দেয়। ফলে চলতি বছরের সভা নিয়ে প্রশাসন এবং পুলিশের সতর্কতা আরও বেড়েছিল বলেই মনে করছে রাজনৈতিক মহল। সব মিলিয়ে, বাংলার রাজনীতিতে অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ ২১ জুলাইয়ের কর্মসূচি এ বার নতুন মোড় নিল। ধর্মতলার ঐতিহ্যবাহী জমায়েত বন্ধ হওয়ায় এখন দুই তৃণমূল শিবির পরবর্তী পদক্ষেপ কী নেয়, সেদিকেই নজর রাজনৈতিক পর্যবেক্ষকদের।

উঁচু সমস্ত ভবনে 'বিল্ডিং অডিট'

১-র পাতার পর-ইঞ্জিনিয়ারদের সঙ্গেও সরাসরি যোগাযোগ শুরু করেছে পুর প্রশাসন। তাঁদের কাছ থেকে সংশ্লিষ্ট বিল্ডিং প্ল্যান এবং মূল অনুমোদনের ফাইল চেয়ে পাঠানো হয়েছে। যৌথ দল পরিদর্শনে নামার আগেই যাতে একটি খসড়া মূল্যায়ন রিপোর্ট তৈরি রাখা যায়, তার জন্যই এই আগাম নথিপত্র যাচাইয়ের প্রক্রিয়া। পুরসভার এক শীর্ষ আধিকারিক জানান, মুখ্যমন্ত্রী নিজে নির্মাণ নিরাপত্তা নিয়ে বিন্দুমাত্র আপস না করার বার্তা দিয়েছেন। ফলে প্রতিটি পদক্ষেপ অত্যন্ত সতর্কতার সঙ্গে ফেলা হচ্ছে। তিনি আরও উল্লেখ করেন যে, বর্তমানে পুরসভায় কোনও নির্বাচিত পুরবোর্ড না থাকায়, এই অন্তর্বর্তী সময়ে আমলা ও আধিকারিকদের প্রশাসনিক দায়িত্ব ও দায়বদ্ধতা বহুগুণ বেড়ে গিয়েছে।

প্রয়াত পরিদর্শক ওম প্রকাশ মীনার সর্বোচ্চ আত্মত্যাগকে সম্মান

কলকাতা, ৩০ জুনঃ একটি গভীর আবেগপূর্ণ শ্রদ্ধার্ঘ্য অনুষ্ঠানে, যা অনেকের চোখেই জল এনে দিয়েছিল, গত ২৮ জুন, ২০২৬ তারিখে নতুন দিল্লির চাণক্যপুরীতে একটি গম্ভীর শহীদ স্মরণ অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। পূর্ব রেলের জেনারেল ম্যানেজার শ্রী মিলিন্দ দেওস্করের সহানুভূতিশীল নির্দেশনায, রেলওযে সুরক্ষা বাহিনীর এক সাহসী বীর, প্রয়াত পরিদর্শক ওম প্রকাশ মীনার অনন্য আত্মত্যাগকে সম্মান জানাতে এই অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হযেছিল, যিনি দেশের আজকের জন্য নিজের আগামীকালকে উসর্গ করেছেন। সমগ্র রেল পরিবারের পক্ষ থেকে, পূর্ব রেলের প্রিন্সিপাল চিফ সিকিউরিটি কমিশনার শ্রী এ. এন. সিনহা পুষ্পস্তবক অর্পণ করেন এবং গভীর শ্রদ্ধা জানান। শোকসন্তপ্ত পরিবারের পাশে দাঁড়িযে শ্রী সিনহা সান্ত্বনার বাণী শেয়ার করেন এবং উল্লেখ করেন যে, পরিদর্শক মীনার অসাধারণ সাহসিকতা, সততা এবং কর্তব্যের প্রতি নিঃস্বার্থ নিষ্ঠা আরপিএফের ইতিহাসে চিরকাল স্বর্ণাক্ষরে লেখা থাকবে। অনুষ্ঠানের সবচেয়ে মর্মস্পর্শী মুহূর্তটি আসে যখন শহীদ বীরের পরিবারের হাতে অত্যন্ত যত্ন সহকারে 'ন্যাশনাল পুলিশ মেমোরিয়াল' (জাতীয় পুলিশ স্মারক) তুলে দেওয়া হয়। এটি ছিল এক কৃতজ্ঞ জাতির পক্ষ থেকে গভীর কৃতজ্ঞতার একটি ভারী ও নিস্তব্ধ মুহূর্ত। স্মারকটি গ্রহণ করেন তাঁর সাহসী স্ত্রী শ্রীমতী ললিতা মীনা, তাঁর শ্বশুর শ্রী রাম সুখ মীনা এবং তাঁর ছোট্ট মেয়ে দীক্ষা মীনা, যাঁরা আরপিএফ যখন তাঁদের প্রিয় বীরকে সম্মান জানাচ্ছিল, তখন অত্যন্ত শক্ত হাতে পাশে দাঁড়িয়েছিলেন। প্রয়াত পরিদর্শক ওম প্রকাশ মীনা ছিলেন সাহসিকতা এবং সততার এক উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত। ২৫ নভেম্বর, ২০২৫ তারিখে আরপিএফ আজিমগঞ্জ দলের সাথে একটি রেইড এবং তদন্ত অভিযান বীরত্বের সাথে পরিচালনা করার সময় তিনি তাঁর সর্বোচ্চ আত্মত্যাগ করেন। তিনি নিজের চেয়ে কর্তব্যকে ঊর্ধ্বে স্থান দিয়েছিলেন এবং নিজের শেষ নিঃশ্বাস পর্যন্ত দেশবাসীর সুরক্ষায় নিয়োজিত ছিলেন। ন্যাশনাল পুলিশ মেমোরিয়াল প্রদান কেবল একটি আনুষ্ঠানিক আচার ছিল না, বরং এটি ছিল একটি প্রতিশ্রুতি যে আরপিএফ এবং দেশ কখনোই তার পতিত বীরকে ভুলে যাবে না বা তাঁর পরিবারকে একা ফেলে দেবে না। তাঁর স্মৃতির প্রতি শ্রদ্ধা জানিয়ে পূর্ব রেলের প্রধান জনসংযোগ আধিকারিক শ্রী শিবরাম মাঝি মৃদু কণ্ঠে বলেন, পরিদর্শক মীনার আত্মত্যাগ আমাদের নিরাপত্তার মূল্যের একটি হৃদয়বিদারক অনুস্মারক, এবং তাঁর সাহসিকতার উত্তরাধিকার আমাদের হৃদয়ে চিরকাল বেঁচে থাকবে।

পূর্ব রেল হাওড়া-নাটেসার-হাওড়া 'শ্রাবণী মেলা স্পেশাল' ট্রেন চালাবে

কলকাতা, ৩০ জুনঃ দেওঘরের বৈদ্যনাথ ধাম মন্দিরে আয়োজিত 'শ্রাবণী মেলা' সারা দেশের শিব ভক্তদের কাছে অন্যতম প্রধান আকর্ষণ। এই শুভ উপলক্ষ্যে অগণিত তীর্থযাত্রী জসিডি ও দেওঘর এলাকায় সমবেত হন এবং যাতায়াতের সবচেয়ে নিরাপদ ও দ্রুত মাধ্যম হিসেবে তাঁরা রেলপথকেই বেছে নেন। যাত্রীদের সুবিধার্থে, পূর্ব রেল আসন্ন শ্রাবণী মেলা চলাকালীন হাওড়া ও নাটেসারের মধ্যে একটি 'শ্রাবণী মেলা স্পেশাল' ট্রেন চালানোর সিদ্ধান্ত নিয়েছে।০৩০০১ হাওড়া - নাটেসার শ্রাবণী মেলা স্পেশাল ট্রেনটি ০৫.০৭.২০২৬ থেকে ২৯.০৯.২০২৬ তারিখের মধ্যে প্রতি রবিবার, মঙ্গলবার ও শুক্রবার (মোট ৩৮টি ট্রিপ) রাত ১১.৫০-এ হাওড়া থেকে ছাড়বে এবং পরদিন দুপুর ১২.০০-য় নাটেসার পৌঁছাবে। অন্যদিকে, ০৩০০২ নাটেসার - হাও।া শ্রাবণী মেলা স্পেশাল ট্রেনটি ০৬.০৭.২০২৬ থেকে ৩০.০৯.২০২৬ তারিখের মধ্যে প্রতি সোমবার, বুধবার ও শনিবার (মোট ৩৮টি ট্রিপ) দুপুর ১.০০-য় নাটেসার থেকে ছাড়বে এবং পরদিন ভোর ৪.৩০-এ হাওড়া পৌঁছাবে। যাতায়াতের পথে ট্রেনটি ব্যান্ডেল, বর্ধমান, দুর্গাপুর, আসানসোল, চিত্তরঞ্জন, মধুপুর, জসিডি, ঝাঝা, জামুই, কিউল, শেখপুরা, আস্থাওয়ান, বিহার শরিফ, নালন্দা এবং রাজগির স্টেশনে থামবে। এই ট্রেনে সাধারণ দ্বিতীয় শ্রেণি স্লিপার ক্লাস এবং শীতাতপ নিয়ন্ত্রিত কামরার ব্যবস্থা থাকবে।উপরোক্ত বিশেষ ট্রেনটির বুকিং শুরুর তারিখ শীঘ্রই জানানো হবে।

প্রাক্তন বিধায়ককে হাফ-প্যান্ট পরিয়ে হাঁটানো হলো

বনস্পতি দে, হুগলি,৩০ জুনঃ পুলিশের হেফাজতে থাকাকালীন বন্দিদের মানবাধিকার লঙ্ঘনের ঘটনায় সম্প্রতি উদ্বেগ প্রকাশ করেছে আদালত। বিচারাধীন বন্দিকে হাফ-প্যান্ট পরিয়ে কোমরে দড়ি বেঁধে ঘোরানো নিয়ে রাজ্যের কাছে রিপোর্ট তলব করেছে কলকাতা হাইকোর্ট। কিন্তু আদালতের নিষেজ্ঞা উড়িয়ে তারকেশ্বরের প্রাক্তন বিধায়ক তথা তৃণমূলের আরামবাগ সাংগঠনিক জেলা সভাপতি রামেন্দু সিংহ রায়কে হাফ-প্যান্ট পরিয়ে রাস্তায় হাঁটিয়ে ধনেখালির কোটালপুর এলাকায় তাঁরই মালিকাধীন বিএড কলেজে নিয়ে যাওয়া হলো। এই ঘটনায় পুলিশের ভূমিকা নিয়ে প্রশ্ন উঠতে শুরু করেছে। এটাকে মানবাধিকার লঙ্ঘন বলেই মনে করছেন আইনজীবীরা। পুলিশ ও স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, গত ১১ জুন প্রশাসনের লোকেরা রামেন্দুর কলেজ লাগায়ো একটি গোডাউন থেকে সরকারি ত্রাণ সামগ্রী বের করার সময় সেখানে হাজির হন বিজেপি কর্মী-সমর্থকরা। তারপরই রামেন্দুর বিরুদ্ধে ধনেখালি থানায় অভিযোগ দায়ের হয়। তারপর থেকে পলাতক ছিলেন রামেন্দু। গত ১৯ জুন কর্নাটক থেকে তাঁকে গ্রেপ্তার করে আনে হুগলি গ্রামীণ পুলিশের একটি বিশেষ টিম।

NAME CHANGE

I, Sekh Safikul Islam S/O- SK Mohammad Hanif, resident of Vill-Fagupur, P.O.- Fagupur, P.S.-Bardhaman Sadar, Dist.- Purba Bardhaman, West Bengal, PIN-713104, do hereby declare that I have changed my name and shall henceforth be known as SK SAFIKUL ISLAM vide Affidavit No.-91 dated 29/06/2026 sworn before The Notary Public at Purba Bardhaman. That Sekh Safikul Islam and SK Safikul Islam all are same and one identical person.

NAME CHANGE

I, Sekh Nasirul Islam S/O- SK MD Hanif, resident of Vill- Fagupur, P.O.- Fagupur, P.S.- Bardhaman Sadar, Dist.- Purba Bardhaman, West Bengal, PIN-713104, do hereby declare that I have changed my name and shall henceforth be known as SK NASIRUL ISLAM vide Affidavit No.-92 dated 29/06/2026 sworn before The Notary Public at Purba Bardhaman. That Sekh Nasirul Islam and SK Nasirul Islam both are same and one identical person.

NAME CHANGE

I, AFA AHAMED MY HUSBAND KAJIMUDDIN AHAMED PPO MY NAME HAS BEEN RECORDED AS APA AHAMED AFFIDAVIT BY JUDICIAL MAGISTRATE KRISHNAGAR COURT ON 17-6-2026 AFA AHAMED AND APA AHAMED BOTH ARE SAME PERSON. MY ACTUAL NAME IS AFA AHAMED R/O VILL MIRA MATH PARA DO. PLASSEY P.S KALIGANJ DIST NDATA.

NAME CHANGE

I, MOHAMMAD GOLAM MONDAL alias MD GOLAM MONDAL (Old Name) S/O– Late Abuchakkar Mondal resident of Vill-Arsingri, PO-Tangra Colony, Ps-Bongaon, Dist-North 24 Parganas, PIN-743251 West Bengal, do hereby declared that I have changed my name from MOHAMMAD GOLAM MONDAL alias MD GOLAM MONDAL to GOLAM MONDAL and henceforth I shall be known as GOLAM MONDAL (new name) in all purpose, vide an affidavit sworn before the Ld. Executive Magistrate at Bongaon on 19/06/2026. MOHAMMAD GOLAM MONDAL, MD GOLAM MONDAL and GOLAM MONDAL all are same and one identical person.

NAME CHANGE

I, Safikul Ansary S/o Abdul Hannan Ansary Resident of Vill & PO & PS Nowda, Dist.-Murshidabad, Pin-742121 WB do hereby solemnly affirm and declare my father's actual name Abdul Hannan Ansary instead of Hannan Ansary, vide an affidavit sworn before the Ld. 1st Class Magistrate at Berhampore, Murshidabad on 24/09/2026. That Abdul Hannan Ansary and Hannan Ansary both are same one and identical person.

NAME CHANGE

I, SEKH MOHAMMAD HANIF @ MOHAMMAD HANIF SEKH @ MD HANIF S/O- Seikh Naser ali, resident of Vill- Fagupur, P.O.- Fagupur, P.S.- Bardhaman Sadar, Dist.- Purba Bardhaman, West Bengal, PIN-713104, do hereby declare that I have changed my name and shall henceforth be known as SK MD HANIF vide Affidavit No.-90 dated 29/06/2026 sworn before The Notary Public at Purba Bardhaman. That SEKH MOHAMMAD HANIF, MOHAMMAD HANIF SEKH, MD HANIF and SK MD HANIF all are same and one identical person.

নাম পরিবর্তন

আমি Nazful Sk, SO Late Abul Kajem Sekh গ্রামঃ কুখুরা, পোঃ ডিহা, থানাঃ নলহাটি ৭৩১২২০ বীরভূমের বাসিন্দা। আমার বাবার আসল নাম Abul Kajem Sekh, যা বাবার মৃত্যু শংসাপত্রে লিপিবদ্ধ রয়েছে। কিন্তু আমার ড্রাইভিং লাইসেন্সে বাবার নাম Kazem Sk লিপিবদ্ধ রয়েছে। ২৯.০৬.২০২৬ তারিখ রামপুরহাট এক্সিকিউটিভ ম্যাজিস্ট্রেট কোর্টের এফিডেভিট বলে ঘোষণা করছি Late Abul Kajem Sekh and Kazem Sk এক এবং অভিন্ন ব্যক্তি।

নাম পরিবর্তন

আমি Mahadeb Mondal, SO Harakrishno Mondal গ্রাম পোঃ দখলবাটি, থানাঃরামপুরহাট, বীরভূম ৭৩১২২৪ পশ্চিমবঙ্গের বাসিন্দা। আমার বাবার আসল নাম Harakrishno Mondal, যা বাবার আধার কার্ড এবং জন্ম শংসাপত্রে লিপিবদ্ধ রয়েছে। কিন্তু আমার অ্যাডমিড, মার্কসিট এবং রেজিস্ট্রেশন শংসাপত্রে বাবার নাম Harakrishna Mondal নথিভুক্ত রয়েছে। ১৪.০১.২০২৬ তারিখ রামপুরহাট এক্সিকিউটিভ ম্যাজিস্ট্রেট কোর্টের এফিডেভিট বলে ঘোষণা করছি Harakrishno Mondal and Harakrishna Mondal এক এবং অভিন্ন ব্যক্তি।

পরিত্যক্ত মৎস্য প্রকল্প ঘিরে সুস্থায়ী কর্মসংস্থানের হাতছানি, তবু বিশ বাঁও জলে পরিকল্পনা

স্বপ্নীল মজুমদার, ঝাড়গ্রাম, ৩০ জুন: ইংরেজ আমলের প্রকাণ্ড জলাশয়কে ঘিরে সুস্থায়ী উন্নয়নমূলক প্রকল্পের স্বপ্ন দেখেছিলেন এলাকার মৎস্যজীবীরা। সরকারি স্তরেও আগ্রহ তৈরি হয়েছিল। বছর আটেক আগে বেনফিসের একটি প্রতিনিধি দল সরেজমিনে পরিদর্শনও করে। কিন্তু ঝাড়গ্রাম ব্লকের সরডিহা এলাকার ঐতিহাসিক 'জুলির বাঁধ'কে ঘিরে সেই পরিকল্পনা এখনও বিশ বাঁও জলে। এলাকার মৎস্যজীবীদের সংগঠিত করে জুলির বাঁধ জলাশয়টির হাল ফেরাতে দীর্ঘদিন ধরে প্রশাসনের বিভিন্ন মহলে দরবার করে চলেছেন সরডিহার বাসিন্দা ও পেশায় শিক্ষক গৌতমকুমার ভকত। তাঁর উদ্যোগেই স্থানীয় মৎস্যজীবীদের নিয়ে একটি সমবায় সমিতি গড়ে ওঠে। জুলির বাঁধকে কেন্দ্র করে নতুন করে কর্মসংস্থানের সম্ভাবনা তৈরির লক্ষ্যে তিনি বিভিন্ন সরকারি দফতরের দ্বারস্থ হন। বর্তমানে জলাশয়টি মৎস্য দফতরের অধীনেই রয়েছে। এক সময়ে পশ্চিম মেদিনীপুর জেলা পরিষদ কয়েক বছরের জন্য জলাশয়টি লিজে দিয়েছিল। তবে ঝাড়গ্রাম জেলা গঠন হওয়ার পর বর্তমানে কার্যত পরিত্যক্ত অবস্থাতেই পড়ে রয়েছে জুলির বাঁধ। ঝাড়গ্রাম ব্লকের সরডিহা অঞ্চলের প্রায় ৭০ বিঘা আয়তনের এই ইংরেজ আমলের জলাশয় একসময় জেলার অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ মৎস্যক্ষেত্র ছিল। বাম আমলে আশির দশকে মৎস্য দফতরের উদ্যোগে চিনের প্রযুক্তির সহায়তায় এখানে একটি 'ইকো হ্যাচারি' গড়ে ওঠে। সেখানে ডিমপোনা থেকে চারা পোনা উৎপাদন করা হতো। পাশাপাশি সরকারি উদ্যোগে মৎস্যচাষের প্রশিক্ষণও দেওয়া হতো। ফলে এলাকার বহু মানুষ প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে উপকৃত হতেন। কিন্তু প্রায় তিন দশক আগে সরডিহার ওই ইকো হ্যাচারি ও মৎস্য প্রশিক্ষণ কেন্দ্রটি পূর্ব মেদিনীপুরের জুনপুটে স্থানান্তরিত হয়। তারপর থেকেই ধীরে ধীরে গুরুত্ব হারাতে থাকে জুলির বাঁধ। রক্ষণাবেক্ষণের অভাবে জলাশয়টি ক্রমশ পরিত্যক্ত হয়ে পড়ে। জুলির বাঁধকে ফের পাদপ্রদীপে নিয়ে আসতে স্থানীয়দের সংগঠিত করেন গৌতম। গণস্বাক্ষর সংগ্রহ করে ২০১৭ সালের ২২ ডিসেম্বর স্থানীয় প্রশাসনের মাধ্যমে তৎকালীন মুখ্যমন্ত্রী ও মৎস্যমন্ত্রীর কাছে দাবি সনদ জমা দেওয়া হয়। পরে মৎস্য দফতরের মাধ্যমে বেনফিসের কাছে ২৮ দফা লিখিত প্রস্তাব পাঠানো হয়। ২০১৮ সালের ৫ এপ্রিল বেনফিসের একটি প্রতিনিধি দল জুলির বাঁধ পরিদর্শন করে। এরপর স্থানীয় মৎস্যজীবীদের নিয়ে ফিস এগ্রিকালচারাল কো-অপারেটিভ সোসাইটি গঠিত হয়। কিন্তু তারপর আর প্রকল্প বাস্তবায়নের পথে উল্লেখযোগ্য অগ্রগতি হয়নি। জুলির বাঁধ সংলগ্ন এলাকায় রয়েছে ইংরেজ আমলের কুঠিবাড়ি, নীলকর সাহেবদের ঘোড়াশালা, ১৯৫৭ সালে প্রতিষ্ঠিত গ্রামীণ পাঠাগার, প্রাচীন শিবমন্দির এবং জেলার অন্যতম প্রাচীন হাট। গৌতমকুমার ভকত বলেন, 'প্রকল্পটি রূপায়িত হলে এলাকার মৎস্যজীবীদের জন্য সুস্থায়ী কর্মসংস্থানের সুযোগ তৈরি হবে। মাছচাষের পাশাপাশি আনুষঙ্গিক নানা ক্ষেত্রেও বহু মানুষের জীবিকার পথ খুলে যাবে। স্থানীয় অর্থনীতিও চাঙ্গা হবে।'' রাজ্যের মৎস্যমন্ত্রী রাজেশ মাহাতো বলেন, 'জুলির বাঁধ নিয়ে অতীতে নানা অনিয়মের অভিযোগ রয়েছে বলে শুনেছি। বিষয়টি নিয়ে দফতরের কাছে বিস্তারিত রিপোর্ট চাওয়া হবে। জলাশয়টির বর্তমান অবস্থা, প্রশাসনিক বিষয়, পূর্ববর্তী সিদ্ধান্ত এবং ভবিষ্যত সম্ভাবনা সবই খতিয়ে দেখা হবে। স্থানীয় মানুষের দাবি ও এলাকার উন্নয়নের বিষয়টি গুরুত্ব দিয়ে বিবেচনা করে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ করা হবে।''

কাঁকসায় ঘরোয়া হ্যাচারিতে বাল্বের তাপে ২১ দিনেই ফুটছে হাঁস-মুরগির ছানা

নিজস্ব প্রতিনিধি, দুর্গাপুর, ৩০ জুন: থার্মোকলের বাক্সের ভিতরে জ্বলছে ১০০ ওয়াটের একটি বাল্ব। সেই নিয়ন্ত্রিত তাপেই মাত্র ২০-২১ দিনের মধ্যে ফুটে বেরিয়ে আসছে হাঁস-মুরগির ছানা। কাঁকসা ব্লকের পানাগড় বাইপাস সংলগ্ন এলাকায় মির্জা ফকরুদ্দীন বেগের ঘরোয়া হ্যাচারি এখন এলাকায় কৌতূহলের কেন্দ্রবিন্দু। গত ছয় মাসে এই পদ্ধতিতে তিনি প্রায় ৪০০টি হাঁস-মুরগির ছানা উৎপাদন করেছেন। হ্যাচারির পাশেই রয়েছে ফকরুদ্দীনের বাড়ি এবং একটি পোলট্রি। বিড়াল ও কুকুরের হাত থেকে রক্ষা করতে চালাঘরের চারপাশ তারের জাল দিয়ে ঘেরা রয়েছে। ভিতরে রাখা রয়েছে একাধিক থার্মোকলের বাক্স। প্রতিটি বাক্সের মধ্যে স্বয়ংক্রিয় তাপমাত্রা নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থাসহ ১০০ ওয়াটের বাল্ব বসানো হয়েছে, যা ২৪ ঘণ্টাই জ্বলে। বিদ্যুৎ বিভ্রাটের কথা মাথায় রেখে ইনভার্টারের ব্যবস্থাও রয়েছে। ফকরুদ্দীন জানান, ডিম ফোটানোর জন্য প্রায় ৩৮ ডিগ্রি সেলসিয়াস তাপমাত্রা বজায় রাখতে হয়। একটি বাক্সে একসঙ্গে ৬০ থেকে ৭০টি ডিম রাখা যায়। স্বয়ংক্রিয় মিটারের সাহায্যে নির্দিষ্ট তাপমাত্রা নিয়ন্ত্রণ করা হয়। ২০-২১ দিনের মধ্যে ডিম ফুটে ছানা বেরিয়ে আসে। এরপর আরও কয়েকদিন নিয়ন্ত্রিত তাপমাত্রায় রেখে ছানাগুলিকে পরিচর্যা করা হয়। রানিক্ষেত-সহ বিভিন্ন রোগ প্রতিরোধে টিকাকরণ করার পর সেগুলিকে পোলট্রিতে স্থানান্তর করা হয়। বর্তমানে দেশি হাঁস-মুরগির পাশাপাশি করকনাথ প্রজাতির ডিম থেকেও ছানা উৎপাদন করা হচ্ছে। ফকরুদ্দীন আরও জানান, চলতি বছরের জানুয়ারি মাস থেকে এ পর্যন্ত প্রায় ৪০০টি ছানা উৎপাদন করেছেন। হ্যাচারির পাশেই একটি পুকুর রয়েছে, যেখানে হাঁস পালন করা হয়। খরচের হিসাব তুলে ধরে তিনি বলেন, দেশি হাঁস-মুরগির প্রতিটি ডিম ১০ থেকে ১২ টাকা দামে কেনা হয়। বিদ্যুৎ -সহ অন্যান্য খরচ মিলিয়ে একটি ছানা উৎপাদনে প্রায় ২৫ থেকে ৩০ টাকা ব্যয় হয়। বাজারে সেই ছানা ৫০ থেকে ৬০ টাকা দরে বিক্রি হয়। তাঁর দাবি, স্বল্প খরচে ঘরোয়া এই হ্যাচারি পদ্ধতি যথেষ্ট লাভজনক এবং গ্রামীণ উদ্যোক্তাদের জন্য সম্ভাবনাময়।

উত্তর-পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ের গুরুত্বপূর্ণ স্টেশনগুলোতে স্মার্ট অনলাইন লিফট মনিটরিং ব্যবস্থার প্রবর্তন

মালিগাঁও, ৩০ জুন ঃ ডিজিটাল উদ্ভাবনের মাধ্যমে যাত্রী-সুবিধা মজবুত করার লক্ষ্যে একটি গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ হিসেবে, উত্তর-পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে রঙিয়া ডিভিশনের আওতাধীন গুরুত্বপূর্ণ স্টেশনগুলিতে লিফটের অনলাইন পর্যবেক্ষণের জন্য ভারতীয় রেলওয়ের 'নেটিভ আইওটি-বেসড ইন্ড অ্যানালিসিস, টেলিমেট্রি, রেকর্ডিং অ্যান্ড কন্ট্রোল' (আইআর-নিয়ন্ত্রক) ব্যবস্থা সফলভাবে শুরু করেছে। সেন্টার ফর রেলওয়ে ইনফরমেশন সিস্টেমস (চিআরআইএস) দ্বারা উদ্ভাবিত 'ইন্টারনেট অফ থিংস' (আইওটি) বেসড এই প্ল্যাটফর্মটি লিফট পরিচালনার ক্ষেত্রে সেন্ট্রেলাইসড ও রিয়েল-টাইম বা তাৎক্ষণিক পর্যবেক্ষণের সুবিধা প্রদান করে, যা এর নির্ভরযোগ্যতা, সুরক্ষা ও পরিচালনগত দক্ষতা নিশ্চিত করে। ভারতীয় রেলওয়ের আইওটি বেসড 'ইন্ড অ্যানালিসিস, টেলিমেট্রি, রেকর্ডিং অ্যান্ড কন্ট্রোল' ব্যবস্থাটি লিফটের পরিচালনগত অবস্থা ধারাবাহিকভাবে পর্যবেক্ষণ করে, তাৎক্ষণিকভাবে কোনো ত্রুটি বা অস্বাভাবিকতা শনাক্ত করে এবং মেইনটেনেন্স কর্মীদের জন্য রিয়েল- টাইম অ্যালার্ট প্রদান করে। এই ইন্টেলিজেন্ট পর্যবেক্ষণ ব্যবস্থাটি দ্রুত ত্রুটি শনাক্তকরণ, দ্রুত পরিষেবা পুনরুদ্ধার এবং সুশৃঙ্খল প্রতিরোধমূলক রক্ষণাবেক্ষণের সুবিধা প্রদান করে যার ফলে ডাউনটাইম হ্রাস পায় এবং যাত্রীদের জন্য সুরক্ষামূলক, নির্ভরযোগ্য ও নিরবচ্ছিন্ন লিফট পরিষেবা নিশ্চিত হয়। এই সিস্টেমটি ডেটা-ভিত্তিক সম্পদ ব্যবস্থাপনাকে সহায়তা করে, যা স্টেশন পরিকাঠামোর সামগ্রিক দক্ষতা ও কার্যকারিতা বৃদ্ধি করে। রঙিয়া ডিভিশনের অধীনে দুটি গুরুত্বপূর্ণ স্টেশনে চারটি লিফট কভার করে প্রজেক্টটি ১০০ বাস্তবায়নের সাথে সফলভাবে সম্পন্ন হয়েছে। এর মধ্যে নিউ বঙাইগাঁওয়ে দুটি এবং রঙিয়ায় দুটি লিফট রয়েছে। এই

স্মার্ট মনিটরিং সিস্টেমটির সফল বাস্তবায়ন, পরিচালনগত উৎকর্ষ এবং প্রযুক্তিনির্ভর যাত্রী পরিষেবার ওপর উত্তর-পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ের ধারাবাহিক গুরুত্বকেই প্রতিফলিত করে। এই ধরনের পদক্ষেপ রেলওয়ে স্টেশনগুলোকে আরও স্মার্ট, প্রতিক্রিয়াশীল ও যাত্রী-বান্ধব স্থানে রূপান্তরিত করছে এবং প্রত্যেকজন যাত্রীর জন্য নিরাপদ, সুগম ও আরামদায়ক ভ্রমণের অভিজ্ঞতা প্রদানের ক্ষেত্রে ভারতীয় রেলওয়ের লক্ষ্যকে আরও সুদৃঢ় করছে।

পৌরসভার প্রশাসনিক জটিলতায় নবদ্বীপ মহাশ্মশানে পরিষেবায় ধাক্কা, শবদেহ নিয়ে অপেক্ষায় পরিজনেরা

নিজস্ব প্রতিনিধি, নদীয়া, ৩০ জুন ঃ নবদ্বীপ পৌরসভার প্রশাসনিক অনিশ্চয়তার জেরে এবার ব্যাহত হল পৌরসভা পরিচালিত নবদ্বীপ মহাশ্মশানের পরিষেবা। সোমবার দুপুরে ইনচার্জের অনুপস্থিতিতে প্রায় দুই ঘণ্টা ধরে দাহকার্যের কাজে অনিশ্চয়তা তৈরি হয়। ফলে একাধিক মৃতদেহ নিয়ে অপেক্ষা করতে হয় মৃতদের পরিবারের সদস্যদের। শ্মশান সূত্রে জানা গিয়েছে, মহাশ্মশানে তিনটি শিফটে মোট ২১ জন কর্মী কাজ করেন। প্রতিটি শিফটে দায়িত্বে থাকেন সাতজন করে কর্মী। সম্প্রতি দীর্ঘদিনের স্থায়ী কর্মী ও ইনচার্জ মানব সাহা অবসর গ্রহণ করেন। তাঁর পরিবর্তে নতুন একজনকে দায়িত্ব দেওয়া হলেও তিনি চলতি মাসের শুরু থেকেই কাজে আসা বন্ধ করে দেন। পরে পরিস্থিতি সামাল দিতে অবসরপ্রাপ্ত মানব সাহাকে ফের দায়িত্ব পালনের অনুরোধ করা হয় এবং তিনি কয়েকদিন কাজও করেন। কিন্তু তাঁর কাজের প্রশাসনিক অনুমোদন না থাকায় সোমবার তিনি আর ডিউটিতে যোগ দেননি। শ্মশান সূত্রে খবর, তাঁর দায়িত্ব নেওয়ার কথা ছিল দুপুর ২টা থেকে। ওই সময় ইনচার্জের দায়িত্বে অন্য কেউ না থাকায় সমস্যার সৃষ্টি হয়। শ্মশানের কর্মীদের দাবি, ইনচার্জ ছাড়া সরকারি নিয়ম অনুযায়ী দাহকার্যের ফি গ্রহণ বা রসিদ প্রদান করা সম্ভব নয়। ফলে ওই সময় কোনও অর্থ গ্রহণ করা হয়নি এবং পরিষেবা ব্যাহত হয়। তবে কর্মীরা জানান, মহাশ্মশানে তিনটি বৈদ্যুতিক চুল্লির মধ্যে বর্তমানে দুটি চালু রয়েছে এবং একটি রক্ষণাবেক্ষণের জন্য বন্ধ। দুপুর ২টার আগে আগের শিফটে চারটি মৃতদেহের নথিভুক্তিকরণ সম্পন্ন হয়েছিল। তাই কিছু সময় পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে থাকলেও ইনচার্জ না এলে বড় ধরনের সমস্যা তৈরি হওয়ার আশঙ্কা ছিল। বর্তমানে নবদ্বীপ পৌরসভার প্রশাসনিক দায়িত্বে রয়েছেন এক্সিকিউটিভ অফিসার দীপক কর। কারণ পৌরপতি বর্তমানে জেলবন্দি এবং উপ-পৌরপ্রধান পদত্যাগ করেছেন। ঘটনা প্রসঙ্গে দীপক কর বলেন, আমার ধারণা ছিল খুব শীঘ্রই নতুন পৌরবোর্ড বা প্রশাসক দায়িত্ব নেবেন। তারপর ওই কর্মীর কাজের অনুমোদন করানো যাবে। কিন্তু বর্তমান পরিস্থিতির কারণে তা সম্ভব হয়নি। বিষয়টি উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষকে জানানো হয়েছে এবং দ্রুত সমাধানের চেষ্টা চলছে। প্রশাসনিক জটিলতার কারণে অত্যন্ত সংবেদনশীল জনপরিষেবা ক্ষতিগ্রস্ত হওয়ায় ক্ষোভ প্রকাশ করেছেন স্থানীয় বাসিন্দারা।

SN.I. T No-SNIT- 03/2026-2027 under Kakdwip Irrigation Division.

Off line tender has been invited by the undersigned for 22 (Twenty Two) nos. works amount put to tender up to **Rs. 35.65 lakh.** Last date of Application of offline bid 03.07.2026 up to 17:00 Hrs. All necessary details may be obtained from office of The Executive Engineer, Kakdwip Irrigation Division.

Sd/-
Executive Engineer,
Kakdwip Irrigation Division.
Kakdwip,24 Parganas(S)

বিজ্ঞপ্তি

আমার মক্কেল ক্ষমা মুখার্জি সেনাপতি স্বামী - সুমন্ত সেনাপতি সাং - ঝোড়হাট, সাঁকরাইল হাওড়া, বিগত ইংরাজি ১৫।০৫।২০২৫ তারিখে রানিহাটি রেজিঃ অফিসে রেজিঃকৃত ০৫০৩০২৬৫৬ নং বিক্রয় কোবালা দলিল দ্বারা ১) দীপক কুমার দত্ত পিতা- শ্যামাপদ দত্ত ও ২) সহেলী মাজী দত্ত স্বামী- দীপক কুমার দত্ত, দিগরের নিকট হইতে হাওড়া জেলার সাঁকরাইল থানার অধীন মাশিলা মৌজায় জে.এল-২৪ নং ভুক্ত, এল.আর-৩৪৪, ১৭৬৬, ২১৫৫ নং খতিয়ানে এল.আর-১৬৮১ নং দাগে ডাঙ্গা মোট ০১ কাঠা ১৩ ছটাক ৪৩ বর্গফুট সম্পত্তি ক্রয় করিয়াছেন। উক্ত সম্পত্তির বিক্রেতাদ্বয় বিগত ইংরাজি ১৪।০১।২০১৯ তারিখে হাওড়া ১ নং ডিঃ রেজিঃ অফিসে রেজিঃকৃত ০৫০১০০১৬০ নং বিক্রয় কোবালা দলিল দ্বারা সুধীর চন্দ্র পারুই পিতা - পূর্ণচন্দ্র পাড়ুই দিগরের নিকট হইতে খরিদ সূত্রে উপরি উক্ত সম্পত্তি ক্রয় করিয়াছেন। উক্ত সম্পত্তির বিক্রেতাগণ বিগত ০৫।০৬।২০১৯ তারিখে রানিহাটি সাব রেজিঃ অফিসে রেজিঃকৃত ০৪ নং বহির ১০৬ নং আমমোক্তারনামা দলিল মূলে বিক্রেতাগনের পক্ষে সমর কুমার দাস পিতা- কুঞ্জবিহারী দাস, সাং- গড় মৃজাপুর, সাঁকরাইল, হাওড়া মহাশয় কে আমমোক্তা নিযুক্ত করিয়াছিলেন। উক্ত বিক্রয়ের বিষয়ে কোনো আপত্তি থাকিলে এক মাসের মধ্যে বি.এল. এন্ড এল.আর.ও সাঁকরাইল অফিসে যোগাযোগ করিবেন।

Rimo Bhakta
Advocate

Short Notice Inviting E-Tender No- WBPHE/EE/01/HUG/2026-27/ SHRABANI MELA-2026

Short Notice Inviting E-Tender is invited by the Executive Engineer, Hooghly Division, PHE Dte. for Shrabani Mela programme of 2026. Bid submission Closing Date 04.07.2026 up to 11.00 p.m. For Details, corrigendum / addendum, participating contact undersigned office.

Sd/-
Executive Engineer
Hooghly Division, PHE Dte.

Short Notice Inviting E-Tender No- WBPHE/EE/03/HUG/2026-27/ SHRABANI MELA-2026

Short Notice Inviting E-Tender is invited by the Executive Engineer, Hooghly Division, PHE Dte. for Shrabani Mela programme of 2026. Bid submission Closing Date 04.07.2026 up to 11.00 p.m. For Details, corrigendum / addendum, participating contact undersigned office.

Sd/-
Executive Engineer
Hooghly Division, PHE Dte.

Short Notice Inviting E-Tender No- WBPHE/EE/02/HUG/2026-27/ SHRABANI MELA-2026

Short Notice Inviting E-Tender is invited by the Executive Engineer, Hooghly Division, PHE Dte. for Shrabani Mela programme of 2026. Bid submission Closing Date 04.07.2026 up to 11.00 p.m. For Details, corrigendum / addendum, participating contact undersigned office.

Sd/-
Executive Engineer
Hooghly Division, PHE Dte.

PWD (GOVT OF WB) TENDER NOTICE
Corrigendum-01

On behalf of Govt of WB Tender Corrigendum done by the Executive Engineer, Bankura Division, Social Sector, P.W.Dte. for the work Repair and Renovation Works of Main Building, Construction of Fencing around Campus Garden and Dias in the Drawing Room at Govt. ITI Sabrakone. Circulated vide this office memo no - 385/14T/BNK dt.30.06.2026. Tender ref.No. WBPWDSS/EEBNK/NIT-01/26-27 Tender ID: 2026_WBPWD_5015146_1 (Corrigendum 1) Bid Submission closing date (online):- 07/07/2026 upto 2.30 p.m. (instead of 30/06/2026 upto 2.30).

Corrigendum-01 Details may be downloaded from: http://tenders.wb.gov.in & Departmental website- www.pwd.gov.in.

Sd/-
Executive Engineer,
Bankura Division,
Social Sector, P.W.Dte

Namkhana Gram Panchayat
Shibnagar Abad, Namkhana
Mail-namkhanagp@gmail.com

Office of the Namkhana Gram Panchayat, Namkhana, South 24 pgs, Online E-tender is invited from the Bonafide & successful agencies as per criteria mentioned in the tender website. **NIT No: (1) 01/NAMGP/26 (Tied), (2) 02/NAMGP/26 (Un-Tied), (2026-27) dt: - 30/06/2026.** Last Date of Bid Submission: **07/07/2026, 04:00 Hrs.** Date of Opening: **09/07/2026, 04:00 Hrs.** For details Pl. contact the Office of the Namkhana Gram Panchayat,South 24 PGS,. or Visit: **https://wbtenders.gov.in**

Sd/-
Pradhan
Namkhana Gram Panchayat

বিজ্ঞপ্তি

আমার মক্কেল ১) সুবীর সাঁতরা, সাং - রুদ্রপুর,২) সমীর সাঁতরা, পিতা- পশুপতি সাঁতরা,৩) রেখা সাঁতরা, স্বামী - সমীর সাঁতরা, উভয়ের সাং - মহিষগোট ১) দীপাঞ্জন মুখার্জি, পিতা - কৌশিক মুখার্জী, ইহার পক্ষে নিযুক্ত আমমোক্তার ১) শ্রী অতনু মল্লিক, পিতা- কালিদাস মল্লিক সাং - রুদ্রপুর,২) অভিজিত চিনা, সাং - দক্ষিণ ঝাঁপড়দহ, ADSR ডোমজুড় অফিসে রেজিষ্ট্রিকৃত ০৫০৪০২৬৬৬ / ২০২৫ আমমোক্তার নামা দলিল দ্বারা থানা-ডোমজুড়, মৌজা- দক্ষিণ ঝাঁপড়দহ, জে.এল নং - ১৫, হাল খতিয়ান ৭০৭৯ নং, হাল ২৫০৪ নং দাগে ৯.৯০ শতক সম্পত্তি ADSR DOMJUR অফিসে ২৫৪৮ / ২৬, ২৫৪৯ / ২৬ ও ৩৯৮১ / ২৫ নং দলিল মূলে ক্রয় করে নাম পত্তনের আবেদন করেন। উক্ত বিষয়ে কারো কোন আপত্তি থাকলে বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের ১(এক) মাসের মধ্যে সংশ্লিষ্ট B.L.&L.R.O ডোমজুড় অফিসের নিকট আপীল করতে পারেন। অন্যথায় আইনানুগ ব্যবস্থা কার্য্য গ্রহণ হবে।

Office of the Executive Officer
Purbasthali-I Panchyat Samity
Srirampur, Purba Bardhaman
NOTICE INVITING TENDER

1. e-Tender Reference No-P-1/56/1122/EO/BEUP(2025-26), Dated-30/07/2026 Tender ID: 2026_ZPHD_1030094_1 has been floated under Purbasthali-I Dev. Block Fund Fund-BEUP(2025-26) Look for detail you may visit www.wbtenders.gov.in and office notice board.

Sd/-
Executive Officer
Purbasthali-I Panchyat Samity
Srirampur, Purba Bardhaman.

পূর্ব রেলওয়ে

ই-টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি নংঃ এনআইটি/০২/২৬/৩৫, তারিখঃ ২৯.০৬.২০২৬। ''প্রিন্সিপাল চিফ মেটিরিয়ালস ম্যানেজার'', পূর্ব রেলওয়ে, ফেয়ারলি প্লেস, ৩য় তল, ১৭, নেতাজী সুভাষ রোড, কলকাতা-৭০০০০১, নিম্নলিখিত আইটেম সরবরাহের জন্য ই-টেন্ডার আহ্বান করছেনঃ **(ক) ক্রমিক নং.; টেন্ডার নং.; বিবরণ; ইএমডিঃ (১); ১০২৫২৫৮৯;** ডব্লুএপি৫ লোকোর জন্য অ্যাক্সল বক্স হাউজিং; ১৫৯৫৩০ টাকা। **টেন্ডার খোলার তারিখঃ** ২২.০৭.২০২৬, **সময়ঃ** দুপুর ১.৩০ মিনিট। **(২); ১০২৬২৫৬৫;** ডব্লুএপি-৭-এর জন্য ড্যাম্পারের সেট; ৪৭০৬১০ টাকা। **টেন্ডার খোলার তারিখঃ** ১৪.০৭.২০২৬, **সময়ঃ** দুপুর ১.৩০ মিনিট। **(৩); ২০২৬১০৩১;** ইএমইউ/এমইএমইউ/ডিইএমইউ-এর ডব্লুএসএফ টাইপ ব্রেক ইক্যুইপমেন্টের জন্য হোল্ডিং এবং অ্যাপ্লিকেশন ম্যাগনেট ভালভ্ কমপ্লিট, চেক ভালভ্ এবং অ্যাডপ্টার ব্র্যাকেট সমন্বিত ইপি ম্যাগনেট ভালভ্ অ্যাসেম্বলী; ১৩৪৩৯০ টাকা। **(৪); ২০২৬৩০৮৪;** নিউম্যাটিক ব্রেক কন্ট্রোলার লেভেল-II ইত্যাদির জন্য কিটের প্রাপ্যতা; ১২৯৮৯০ টাকা। **টেন্ডার খোলার তারিখঃ** ২৩.০৭.২০২৬, **সময়ঃ** দুপুর ১.৩০ মিনিট (ক্রমিক নং. ৩ ও ৪-এর জন্য)। **(৫); ২০২৬১০৮০;** ইএমইউ কোচের শাকু কাপলারের জন্য আর্টিকুলেশন বিয়ারিং (সাব-অ্যাসেম্বলী); ১২২১৩০ টাকা। **টেন্ডার খোলার তারিখঃ** ৩০.০৭.২০২৬, **সময়ঃ** দুপুর ১.৩০ মিনিট। **(৬); ২১২৬১৩৮১;** কাপলার বডি এবং শাংক ওয়্যার প্লেট ইত্যাদি; ২০০০০০০ টাকা। **টেন্ডার খোলার তারিখঃ** ১৫.০৭.২০২৬, **সময়ঃ** দুপুর ১.৩০ মিনিট। **(৭); ০৮২৬১০৪৩;** ওয়্যার মেশ গার্ড সহ-ফ্লুরোসেন্ট লাইটিং ফিটিং সিঙ্গল; ১০২৭৪০ টাকা। **টেন্ডার খোলার তারিখঃ** ১৪.০৭.২০২৬, **সময়ঃ** দুপুর ১.৩০ মিনিট। **(৮); ১১২৬২১৫৯;** এসি এবং এনএসি এলএইচবি কোচ ইত্যাদিতে প্রাইমারি সাসপেনশনের জন্য টিপিইউ রিং-এর সেটের প্রাপ্যতা; ৩৭১১৭০ টাকা। **টেন্ডার খোলার তারিখঃ** ২৭.০৭.২০২৬, **সময়ঃ** দুপুর ১.৩০ মিনিট। **(৯); ১৪২৬৫০৫১;** বিআরএস-৯৩০, আইআরএস-এস-৩৪ এবং আইআরএস-এস-২৩ (প্রযোজ্য অনুযায়ী সাম্প্রতিকতম সংশোধনী) অনুযায়ী রিলে নন-এসি ইমিউন প্লাগ-ইন-টাইপ, স্টাইল ''কিউএন১'' ডিসি নিউট্রাল লাইন, ২৪ভি, ৮ এফ/৮বি কন্ট্যাক্ট, ফ্রন্ট অ্যান্ড ব্যাক কন্ট্যাক্টস্ মেটাল টু কার্বন কমপ্লিট উইদ প্লাগ বোর্ড, রিটেনিং ক্লিপ এবং কানেক্টরের প্রাপ্যতা। এই ইউনিটের জন্য ইন্টারলকিং কোড এবিসিডিএফ; ১৮৮৫১০ টাকা। **টেন্ডার খোলার তারিখঃ** ১৭.০৭.২০২৬, **সময়ঃ** দুপুর ১.৩০ মিনিট। **(১০); ২১২৬১৩৭৮;** ইয়োক ইত্যাদি; ২০০০০০০ টাকা। **টেন্ডার খোলার তারিখঃ** ২০.০৭.২০২৬, **সময়ঃ** দুপুর ১.৩০ মিনিট। **(১১); ১১২৫১০২৫বি;** প্রাইমারি ভার্টিক্যাল ড্যাম্পার; ৮০৫৮০০ টাকা। **টেন্ডার খোলার তারিখঃ** ১৫.০৭.২০২৬, **সময়ঃ** দুপুর ১.৩০ মিনিট। **(১২); ১১২৫১২০১;** ফ্লেক্সিবল কেবলের জন্য কিট; ১৭৮১০০ টাকা। **টেন্ডার খোলার তারিখঃ** ২০.০৭.২০২৬, **সময়ঃ** দুপুর ১.৩০ মিনিট। **(১৩); ১০২৬১০৩০;** বুল গিয়ার ৭২ টিথ; ৬৫৫৪২০ টাকা। **টেন্ডার খোলার তারিখঃ** ২১.০৭.২০২৬, **সময়ঃ** দুপুর ১.৩০ মিনিট। **(১৪); ১১২৬২৬৬৫;** ব্রেক অ্যাপ্লিকেশন ভালভ্; ১০৬৪০০ টাকা। **টেন্ডার খোলার তারিখঃ** ১৭.০৭.২০২৬, **সময়ঃ** দুপুর ১.৩০ মিনিট। **(১৫); ২০২৬৩০৩৮;** স্লাউডার অ্যাসেম্বলী এবং ডোর ব্র্যাকেট; ১০৬৮২০ টাকা। **টেন্ডার খোলার তারিখঃ** ২১.০৭.২০২৬, **সময়ঃ** দুপুর ১.৩০ মিনিট। **(১৬); ২০২৬১৯৫৩;** ইএমইউ কোচের শাকু কাপলারের জন্য ফ্রন্ট প্লেট; ১০৮৯২০ টাকা। **টেন্ডার খোলার তারিখঃ** ৩০.০৭.২০২৬, **সময়ঃ** দুপুর ১.৩০ মিনিট। **(১৭); ২০২৬১১৫১;** ট্র্যাকশন মোটরের জন্য ব্রাশ হোল্ডার অ্যাসেম্বলী (আর.এইচ.); ১২৬০৫০ টাকা। **টেন্ডার খোলার তারিখঃ** ২৮.০৭.২০২৬, **সময়ঃ** দুপুর ১.৩০ মিনিট। **(১৮); ১৪২৬১০৯৮;** আরডিএসও স্পেসি. নং. আরডিএসও/এসপিএন/১৫৩/২০২৩ আরইভি ৫.০ অনুযায়ী রুট এলইডি সিগন্যাল লাইটিং ইউনিট, ১১০ ভি. এসি, বর্তমান সিএলএস হাউজিংয়ে রেট্রোফিটেবল এবং এসি এলইডি ইসিআর-এর সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ; ৩৪২০৫০ টাকা। **(১৯); ১৪২৬১০৯৯;** আরডিএসও স্পেসি. নং. আরডিএসও/এসপিএন/১৯৯/২০২৫ (আরইভি ১.২) তৎসহ সংশোধনী১ অনুযায়ী রেড অ্যাসপেক্ট মেন এলইডি সিগন্যাল ১১০ ভি. এসি, বর্তমান সিএলএস হাউজিংয়ে রেট্রোফিটেবল এবং এসি এলইডি ইসিআর-এর সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ; ০ টাকা। **টেন্ডার খোলার তারিখঃ** ২৭.০৭.২০২৬, **সময়ঃ** দুপুর ১.৩০ মিনিট (ক্রমিক নং. ১৮ ও ১৯-এর জন্য)। **(২০); ১৪২৬১১০১;** আরডিএসও স্পেসি. নং. আরডিএসও/এসপিএন/১৯৯/২০২৫ রেভ ১.২ তৎসহ সংশোধনী১ অনুযায়ী ইয়েলো অ্যাসপেক্ট মেন এলইডি সিগন্যাল ১১০ ভি. এসি, বর্তমান সিএলএস হাউজিংয়ে রেট্রোফিটেবল এবং এসি এলইডি ইসিআর-এর সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ; ০ টাকা। **(২১); ১৪২৬১১০০;** আরডিএসও স্পেসিফিকেশন নং. আরডিএসও/এসপিএন/১৯৯/২০২৫ রেভ ১.২ তৎসহ সংশোধনী১ অনুযায়ী গ্রীন অ্যাসপেক্ট মেন এলইডি সিগন্যাল, ১১০ ভোল্ট এসি, বর্তমান সিএলএস হাউজিংয়ে রেট্রোফিটেবল এবং এসি এলইডি ইসিআর-এর সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ; ৪১৫৪২০ টাকা। **টেন্ডার খোলার তারিখঃ** ২০.০৭.২০২৬, **সময়ঃ** দুপুর ১.৩০ মিনিট (ক্রমিক নং. ২০ ও ২১-এর জন্য)। **(২২); ১০২৬২৪৮২;** লং লাইফ লোকো সাইড বাফার অ্যাসেম্বলী; ৭৯৫১০০ টাকা। **টেন্ডার খোলার তারিখঃ** ২৩.০৭.২০২৬, **সময়ঃ** দুপুর ১.৩০ মিনিট। **(২৩); ১২২৬-এইচভিএন_৬৯৩৮_৩৯;** আরডিএসও ড্রইং নং. টি-৬৯৩৮ এবং টি-৬৯৩৯ অনুযায়ী কম্বিনেশন হাই ভিসকাস ইন্স্যুলেটিং লাইনার (এইচভিএন-৬৬)-এর প্রাপ্যতার জন্য রানিং চুক্তি; ৪৮৭৭৫০ টাকা। **টেন্ডার খোলার তারিখঃ** ১৭.০৭.২০২৬, **সময়ঃ** দুপুর ১.৩০ মিনিট। **(২৪); ১২২৬১০৮৭;** আরডিএসও ড্রইং নং. টি-৮৭৪৮ (অল্ট১) অনুযায়ী এন্ড কাট মেটাল লাইনার প্রস্তুতকরণ ও সরবরাহ; ২৪৮০৭০ টাকা। **টেন্ডার খোলার তারিখঃ** ২১.০৭.২০২৬, **সময়ঃ** দুপুর ১.৩০ মিনিট। **(২৫); ২২২৬৫৪১২;** ইঞ্জে. পারটুজুমাব ৬০০ এমজি + ট্রাস্টুজুমাব ৬০০ এমজি [প্রস্তুতকারী সংস্থার রেলওয়ে বোর্ডের অনুমোদিত পণ্য তালিকায় পণ্যটি পাওয়া যাবে], আইটেম কোড নং.ঃ এম ২৬১৭০৭, এআই২৬-২৭; ২০৪৬৪০ টাকা। **(২৬); ২২২৬৫৪৯১;** ইঞ্জে. ডারাটুমুমাব ১৮০০ এমজি; ০ টাকা। **টেন্ডার খোলার তারিখঃ** ১৪.০৭.২০২৬, **সময়ঃ** দুপুর ১.৩০ মিনিট। (ক্রমিক নং. ২৫ ও ২৬-এর জন্য)। **টেন্ডার মূল্যঃ** ০ টাকা (ক্রমিক নং ১ থেকে ২৬-এর জন্য)।

(খ) ক্রমিক নং.ঃ ১, টেন্ডার নং.ঃ ৫২২৫৭৬৭৭বি, সংক্ষিপ্ত বিবরণঃ গুডস্, আপহোলস্টারী সরবরাহ এবং ফিটমেন্ট। **টেন্ডার বন্ধের তারিখঃ** ২০.০৭.২০২৬। **অনুমিত টেন্ডার মূল্যঃ** ১,৯৪,৭০,০০০ টাকা। **ক্রমিক নং.ঃ ২, টেন্ডার নং.ঃ ৫২২৬৬৬২৮, সংক্ষিপ্ত বিবরণঃ** অমিত মেক এইচভিএসি স্পেয়ার পার্ট। **টেন্ডার বন্ধের তারিখঃ** ২৩.০৭.২০২৬। **অনুমিত টেন্ডার মূল্যঃ** ২,৪৫,৩২,৭৯০ টাকা।

দ্রষ্টব্যঃ উপরে উল্লিখিত টেন্ডারগুলি হল ই-টেন্ডার এবং আইআরইপিএস ওয়েবসাইট **https://www.ireps.gov.in**-এর মাধ্যমে অনলাইনে তাঁদের বিড জমা করতে সকল টেন্ডারদাতাদের অনুরোধ করা হচ্ছে। উপরে উল্লিখিত টেন্ডার এবং অন্যান্য সরবরাহ টেন্ডারের আরও বিস্তারিত বিবরণের জন্য অনুগ্রহ করে আইআরইপিএস ওয়েবসাইট দেখুন।

STORES-21/2026-27

পূর্ব রেলওয়ে ওয়েবসাইটঃ www.er.indianrailways.gov.in/www.ireps.gov.in – এও টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি পাওয়া যাবে

আমাদের অনুসরণ করুন: @EasternRailway @easternrailwayheadquarter

আমমোক্তারনামা

আমার মক্কেল সেক সোবে সাদেক ও ঝুমা বিবি, সাং - নিবড়া, থানা:- ডোমজুড়, জেলা:- হাওড়া, মহম্মদ জালাল উদ্দিন এর পক্ষে নিযুক্ত আমমোক্তার সেখ মানুয়ার ADSR ডোমজুড় অফিসে রেজিস্ট্রিকৃত ০৪৭১/২০১৯ আমমোক্তার নামা দলিল দ্বারা থানা- ডোমজুড়, মৌজা- কাটলিয়া, হাল ৫৭৯৯ খতিয়ানে হাল ২২৭ নং দাগে ৩.৪০ শতক জমি ADSR ডোমজুড় অফিসে রেজিস্ট্রিকৃত ২৭৩০/২০২৬ নং দলিল মূলে ক্রয় করিয়া নাম পত্তনের আবেদন করেন। উক্ত বিষয়ে কাহারও কোন আপত্তি থাকলে বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের ১(এক) মাসের মধ্যে সংশ্লিষ্ট B.L. & L.R.O. DOMJUR অফিস এর নিকট আপত্তি করতে পারেন। অন্যথায় আইনানুগ কার্য হবে।

বিজ্ঞপ্তি

আমি, অর্পণ সরকার (স্বর্গীয় হরিপদ সরকারের পুত্র), গ্রাম- মেলিসাই, ডাকঘর ও থানা- গোয়ালতোড়, জেলা- পশ্চিম মেদিনীপুর (পশ্চিমবঙ্গ) -এর বাসিন্দা, এই মর্মে ঘোষণা করছি যে, আমার আধার কার্ড, ভোটার পরিচয়পত্র এবং প্যান কার্ডে আমার নাম 'অর্পণ সরকার' হিসেবে উল্লেখ রয়েছে। [illegible] 'অর্পণ সরকার' ও 'অর্পণ কুমার সরকার' একই এবং অভিন্ন ব্যক্তি। [illegible]

বিজ্ঞপ্তি

আমি, অয়নদীপ সরকার (অর্পণ সরকারের পুত্র), গ্রাম- মেলিসাই, ডাকঘর ও থানা- গোয়ালতোড়, জেলা- পশ্চিম মেদিনীপুর (পশ্চিমবঙ্গ) -এর বাসিন্দা, এই মর্মে ঘোষণা করছি যে, [illegible] 'আয়ান সরকার' ও 'অয়নদীপ সরকার' একই এবং অভিন্ন ব্যক্তি। [illegible]

GENERAL POWER OF ATTORNEY NOTICE

1.SRI SUKUMAR DAT TA 2.SRI SAROJ KUMAR DATTA 3.SRI SEKHAR KUMAR DATTA 4.SRI SUDIP KUMAR DUTTA had appointed, 1.MAYA PAUL 2. SANDIPON PAUL as POWER OF ATTORNEY to sell out 36 katha 12 Chattak 13 SFT land over the R.S Plot No.526 with R.S.Khatian no 565 and L.R.Plot No. 526 also having LR Khatian No 12001 in Mouza - Liluah, J.L No 12 vide Registered Deed No-202224 Volume no-1902-2024 Book No- 1 dted 21.02.2024 at ARA-II Kolkata. If there is any objection kindly contact to (The BL &LRO) Bally Jagacha, Howrah, Belur Bazar, Howrah-711202 within 30 days from the date of advertisement.

বিজ্ঞপ্তি

আমার মক্কেল ১। আল্পনা নেগেল, স্বামী -জহরলাল নেগেল, ২। শিখা নেগেল, স্বামী- সোমনাথ নেগেল, ৩। রুপসী নেগেল, স্বামী- বাদল নেগেল, সর্ব্ব সাং- সাঁকরাইল, হাওড়া। বিগত ইংরাজী- ২০২২ সালে রানিহাটি রেজিঃ অফিসে রেজিঃকৃত [illegible] নং দলিল দ্বারা [illegible] উক্ত বিক্রয়ের বিষয়ে কোন আপত্তি থাকিলে এক মাসের মধ্যে বি. এল. অ্যান্ড এল. আর. ও. সাঁকরাইল অফিসে যোগাযোগ করিবেন।

Rimo Bhakta
Advocate
Judges Court Howrah

দক্ষিণ পূর্ব রেলওয়ে - টেন্ডার

ই-টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি সংখ্যা ঃ ই-ডিআরএম-ইঞ্জি-এডিআরএ-৫৫-২৬, তারিখ ঃ ২৯.০৬.২০২৬। ভারতের রাষ্ট্রপতির তরফে ডিআরএম (ইঞ্জি)/আদ্রা নিম্নবর্ণিত কাজের জন্য ওয়েল্ডিং পোর্শন কাজের জন্য ০১ (এক)টি ই-টেন্ডার আহ্বান করছেন। টেন্ডার নং ঃ ই-ডিআরএম-ইঞ্জি-এডিআরএ-৫৫-২৬। কাজের বিবরণ ঃ আদ্রা ডিভিশনের ট্র্যাক রিনিউয়াল ও রক্ষণাবেক্ষণের কাজ সম্পর্কিত আরডিএসও অনুমোদিত ৬০ কেজি/৯০ ইউটিএস ৬০ কেজি/৬০ইআর-আর ২৬০ গ্রেড রেলের ৯৫০০টি পোর্শনের অ্যালুমিনো থার্মিক ওয়েল্ডিং প্রস্তুত ও সরবরাহ এবং সাম্প্রতিক আইআর স্পেসিফিকেশন অনুযায়ী সিঙ্গল শট ক্রুসিবল-এর মাধ্যমে যথাযথ ওয়েল্ডিং। টেন্ডার মূল্যমান ঃ ২,১৪,৭৯,৭৪৩.২০ টাকা। ই-টেন্ডার বন্ধের তারিখ ও সময় **২১.০৭.২০২৬ বেলা ৩টা।** উপরোক্ত ই-টেন্ডার সম্পর্কে বিশদে জানতে ওয়েবসাইট **www.ireps.gov.in** দেখুন।
(PR-396)

PWD (GOVT. OF W.B.) TENDER NOTICE

EE, PWD, Hooghly Construction Division decided to publish corrigendum for e -Tender for the following: Tender ID(s): 2026_WBPWD_5016164_1, 2026_WBPWD_5016164_2 NIET No.: WBPWD/EE/HCD/NITe- 03/2nd Call of 2026-2027 Corrigendum Details of NIQ/NIT and other documents may be downloaded from: **https://tenders.wb.gov.in** only.

Sd/- J.P.Dhar
Executive Engineer, PWD
Hooghly Construction Division.
Chawkbazar, Hooghly

NIQ, Govt. of West Bengal.

Tender is hereby invited by the Executive Engineer, PWD, Kolkata IT Division, Main Block, Ground Floor, Writers' Buildings, Kolkata-700001 from the eligible contractors for the following works.

1. Name of Work: "ORIENTATION PROGRAMME FOR NEWLY ELECTED MEMBERS OF THE WEST BENGAL LEGISLATIVE ASSEMBLY IN COLLABORATION WITH THE WEST BENGAL LEGISLATIVE ASSEMBLY ON 3rd and 4th July , 2026 (Temporary arrangements for installation of "Interpretation Boxes" for live translation)" **[Job No. KIT/RW/072 of 26-27]**

SHORT NOTICE INVITING QUOTATION (No-044/KIT/Q of 26-27) Bid Submission Closing : **02.07.2026 up to 03.00 PM**

2. Name of Work: "Provision for temporary arrangements of High Speed internet connectivity for the programme to be attended by VVIP in connection with Shyama Prasad Mukherjee Birth Anniversary on 06th July, 2026 at Milan Mela, Kolkata (Primary Internet Feed)" **[Job No. KIT/RW/073 of 26-27]**

SHORT NOTICE INVITING QUOTATION (No-045/KIT/Q of 26-27) Bid Submission Closing : **03.07.2026 up to 03.00 PM**

3. Name of Work: "Provision for temporary arrangements of High Speed internet connectivity for the programme to be attended by VVIP in connection with Shyama Prasad Mukherjee Birth Anniversary on 06 th July, 2026 at Milan Mela, Kolkata (Secondary Internet Feed)" **[Job No. KIT/RW/074 of 26-27]**

SHORT NOTICE INVITING QUOTATION (No-046/KIT/Q of 26-27)

Bid Submission Closing : **03.07.2026 up to 03.00 PM**

Corrigendum or Addendum if issued will be published only on website.

Sd/-
Executive Engineer, PWD
Kolkata IT Division

PWD (GOVT OF WB) TENDER NOTICE

Executive Engineer, Hooghly Electrical Division, P.W.Dte. invites Short notice Quotation sealed Bid for the work of " Urgent Installation of various temporary structures in connection with Shrabani Mela 2026 at Tarakeswar, Hooghly and maintaining them till the end of Shrabani Mela' 2026 as proposed by UD& MA Department under Hooghly Division, Electrical, P.W.D in the district of Hooghly."

NIQ No.- WBPWD/EE/HED/SHORT/NIQ-72 of 2026-27

Bid submission closing date: **03/07/2026 upto 04.30 P.M.**

Sd/-
Executive Engineer, P.W.Dte.
Hooghly Electrical Division

KOLKATA MUNICIPAL CORPORATION e-TENDER

ABRIDGED NIT

The **Executive Engineer (Electrical)/LTG/Zone-V, KMC** invites e-tender online percentage rate two bid system for the following works:

(1) NIT No. : LTG/XIV/1/26-27/128/AD

Name of the Work: **Inspection and rectification of outdoor landscape lighting system to ensure operational reliability and safety in Ward No. 128, Br.-XIV;** Estimated Amount : **Rs. 2,40,622.00**; Earnest Money: **Rs. 4,850.00**. Period of Completion: **365 days.**

(2) NIT No. : LTG/XIV/2/26-27/132/OM

Name of the Work: **Operation and maintenance of street lighting installation in Ward No. 132 under Br.-XIV;** Estimated Amount : **Rs. 4,97,125.00**; Earnest Money: **Rs. 9,950.00**. Period of Completion: **365 days.** Last date and time of submission of bid : **08.07.2026 - 4 p.m. [For Sl. No. 1 & 2].**; Bid opening date and time for technical proposal (online) : **08.07.2026 - 4 p.m**. **[For Sl. No. 1 & 2].**; The bid forms and other details are available on and from **30.06.2026 - 4 p.m. [For Sl. No. 1 & 2].**

(3) NIT No. : LTG/XIV/04/26-27/121

Name of the Work: **Safety precaution of KMC street light poles by covering insulating materials at Atharo Bigha, Maity Para, Ananda Pally and other areas in Ward No. 121 under Br.-XIV;** Estimated Amount : **Rs. 2,48,268.00**; Earnest Money: **Rs. 5,000.00**. Period of Completion: **30 days.**

(4) NIT No. : LTG/XIV/03/26-27/127

Name of the Work: **Safety precaution of KMC street light poles by covering insulating materials at Kastodanga Ring Road, Bagpota Road, Sonali Park, Sarsuna Kamarpara and other areas in Ward No. 127 under Br.-XIV;** Estimated Amount : **Rs. 2,47,775.00**; Earnest Money: **Rs. 5,000.00**. Period of Completion: **30 days.**

(5) NIT No. : LTG/XIV/05/26-27/127/MKT

Name of the Work: **Operation and maintenance of electrical installation at Sibrampur Super Market KMC in Ward No. 127;** Estimated Amount : **Rs. 3,46,531.00**; Earnest Money: **Rs. 7,000.00**. Period of Completion: **365 days.** Last date and time of submission of bid : **09.07.2026 at 3 p.m. [For Sl. No. 3 to 5].**; Bid opening date and time for technical proposals (online) : **09.07.2026 at 4 p.m**. **[For Sl. No. 3 to 5].**; The bid forms and other details are available on and from **30.06.2026 at 3 p.m.[For Sl. No. 3 to 5].**

(6) NIT No. : KMC/LTGV/130/26-27/SSH/ACM

Name of the Work: **Annual comprehensive maintenance of Air Conditioning of different capacity installed at Sarat Sadan Hall in Ward No. 130;** Estimated Amount : **Rs. 2,77,231.02**; Earnest Money: **Rs. 6,000.00**.

(7) NIT No. : KMC/LTGV/XIV/26-27/LM

Name of the Work: **Annual comprehensive maintenance of different category lifts installed at Sarat Sadan Hall, Agomoni Community Hall and SSU Office Building under Br.- XIV;** Estimated Amount : **Open Tender**; Earnest Money: **2% of the quoted rate**.

(8) NIT No. : KMC/LTGV/130/26-27/MANTON/OM

Name of the Work: **Operation and maintenance of electrical installation at Manton Super Market in Ward No. 130;** Estimated Amount : **Rs. 3,46,420.41**; Earnest Money: **Rs. 7,000.00**.

(9) NIT No. : KMC/LTGV/130/26-27/P.P.B./OM

Name of the Work: **Operation and maintenance of electrical installation at P. P. B. Market in Ward No. 130;** Estimated Amount : **Rs. 3,46,420.41**; Earnest Money: **Rs. 7,000.00**.

(10) NIT No. : KMC/LTGV/130/26-27/SSUB/OM

Name of the Work: **Operation and maintenance of electrical installation at S.S.U. Office Building in Ward No. 130;** Estimated Amount : **Rs. 3,46,420.41**; Earnest Money: **Rs. 7,000.00**.

(11) NIT No. : KMC/LTGV/130/26-27/SSU/ACM

Name of the Work: **Comprehensive annual maintenance contract of AC Machines at different location of SSU Office Building in Ward No. 130 under Br.- XIV;** Estimated Amount : **Rs. 3,83,920.07**; Earnest Money: **Rs. 10,000.00**.

(12) NIT No. : KMC/LTGV/119/26-27/SNR/OM

Name of the Work: **Operation and maintenance of electrical installation at S. N. Roy Market in Ward No. 119;** Estimated Amount : **Rs. 3,46,420.41**; Earnest Money: **Rs. 7,000.00**. Period of Completion: **365 days. [For Sl. No. 6 to 12].**

(13) NIT No. : KMC/LTGV/130/26-27/BS

Name of the Work: **Supply and delivery of electrical items for SSU Office Building in Ward No. 130 under Br.- XIV;** Estimated Amount : **Rs. 3,27,630.05**; Earnest Money: **Rs. 8,000.00**.

(14) NIT No. : KMC/LTGV/26-27/119/PC

Name of the Work: **Safety precaution of street lighting system by installing insulating materials at D. H. Road Bye Lane, Mondal Para, S. N. Chatterjee Road and surrounding areas in Ward No. 119;** Estimated Amount : **Rs. 2,49,115.49**; Earnest Money: **Rs. 6,000.00**.

(15) NIT No. : KMC/LTGV/26-27/120/PC

Name of the Work: **Safety precaution of street lighting system by installing insulating materials at Satyen Roy Road, Nafar Chandra Das Road and Sisir Bagan Road surrounding areas in Ward No. 120;** Estimated Amount : **Rs. 2,22,275.75**; Earnest Money: **Rs. 6,000.00**. Period of Completion: **30 days [For Sl. No. 13 to 15].** Last date and time for submission of bid: **10.07.2026 - 4 p.m.[For Sl. No. 6 to 15].**

(16) NIT No. : KMC/LTGV/XIII/26-27/EG (1st Call)

Name of the Work: **Engagement of electrical night gang for emergency breakdown/disaster preparedness of lighting system to avoid any type of accident and public safety under Br.- XIII;** Estimated Amount : **Rs. 4,06,213.52**; Earnest Money: **Rs. 8,130.00**. Period of Completion: **214 days.**

(17) NIT No. : KMC/LTGV/118/26-27/COMMUNITY (1st Call)

Name of the Work: **Electrical maintenance of Anushthan Community Hall at Ward No. 118, Br.- XIII, KMC;** Estimated Amount : **Rs. 1,73,684.75**; Earnest Money: **Rs. 3,480.00**. Period of Completion: **183 days.**

(18) NIT No. : KMC/LTGV/115/26-27/PC (1st Call)

Name of the Work: **Safety precaution by installation of insulating materials on the existing street light poles at Taramoni Ghat Road, Naskar Para Road, Banerjee Para Road and other water loging areas in ward No. 115 under Br.- XIII;** Estimated Amount : **Rs. 2,47,520.70**; Earnest Money: **Rs. 4,960.00**. Period of Completion: **30 days.** Last date and time for submission of bid: **14.07.2026 - 4 p.m.[For Sl. No. 16 to 18].** Bid opening date and time for technical proposal: **14.07.2026 - 4.10 p.m. [For Sl. No. 16 to 18].** The bid forms and other details are available on and from **30.06.2026 - 4 p.m. [For Sl. No. 6 to18].** From the **website: https://wbtenders.gov.in [For Sl. No. 1 to18].**

179/26-27

জার্মানির বিদায় কোয়ার্টারে প্যারাগুয়ে

সংবাদ সংস্থা, ম্যাসাচুসেটস, ৩০ জুনঃ একদিকে চারবারের বিশ্বচ্যাম্পিয়ন জার্মানি। অন্যদিকে কোনওবার খেতাব না জেতা, খুঁড়িয়ে খুঁড়িয়ে নকআউটে ওঠা প্যারাগুয়ে। সবাই ধরেই নিয়েছিল শেষ বত্রিশ থেকে ট্রেডমার্ক আগ্রাসী ফুটবল খেলে প্রতিপক্ষদের পিষে বিশ্বকাপের অনেক দূর এগোবে হুলিয়ান নাগেলসম্যানের দল। কিন্তু কার্যক্ষেত্রে হল ঠিক উলটো। প্রথমে পিছিয়ে পড়া, তারপর একস্ট্রা টাইমেও হিল্লে না হওয়ার পর পেনাল্টি শুট-আউট। সেখানেই বোনা মহাবিপর্যয়ের বীজ! মঙ্গলবার ভোরে ম্যাসাচুসেটসের ফক্সবরোর স্টেডিয়ামে যার ফায়দা তুলল প্যারাগুয়ে। চারবারের বিশ্বচ্যাম্পিয়ন জার্মানির বিরুদ্ধে ১২০ মিনিটের রুদ্ধশ্বাস লড়াই ১-১ গোলে শেষ হওয়ার পর, টাইব্রেকারে ৪-৩ ব্যবধানে ম্যাচ জিতে শেষ ষোলোয় লাতিন আমেরিকার দল। শুট-আউটের ষষ্ঠ রাউন্ডে জার্মানির ডিফেন্ডার জোনাথান তা বল ক্রসবারের উপর দিয়ে উড়িয়ে দিতেই জার্মানির বিদায় নিশ্চিত। এরপর প্যারাগুয়ের হোসে ক্যানালে ঠান্ডা মাথায় লক্ষ্যভেদ করে দলকে পরের রাউন্ডের টিকিট এনে দেন। বিশ্বকাপের দীর্ঘ ইতিহাসে এই প্রথমবার পেনাল্টি টাইব্রেকারে হারের মুখ দেখল জার্মানি। ম্যাচের আগে কেউই ভাবেনি, যে দুই প্রজন্মের দুই গোলকিপারের লড়াই এভাবে ম্যাচের ভাগ্য নির্ধারণ করবে। একদিকে সর্বকালের অন্যতম সেরা গোলরক্ষক ম্যানুয়েল নয়্যার, অন্যদিকে প্যারাগুয়ের ২৫ বছর বয়সী ওর্ল্যান্ডো গিল। ম্যাচের আসল নায়ক এই তরুণ কিপার! নির্ধারিত ও অতিরিক্ত সময় মিলিয়ে ১২০ মিনিটে মোট ছয়টি দুর্দান্ত সেভ করে কার্যত একা হাতে জার্মানির আক্রমণভাগকে রুখে দেন। এরপর আসল ম্যাজিক শুট-আউটে। জার্মানির কাই হাভার্জ এবং নিক ওল্টমেডের শট অবিশ্বাস্য দক্ষতায় সেভ করেন গিল। নয়্যার অবশ্য ফাবিয়ান বালবুয়েনার পেনাল্টি আটকে জার্মানিকে ম্যাচে ফেরানোর চেষ্টা চালান, কিন্তু তাতে শেষরক্ষা হয়নি। অতিরিক্ত সময়ে ওর্ল্যান্ডো গিলের ভূমিকা শুধু টাইব্রেকারেই সীমাবদ্ধ ছিল না। ১০২ মিনিটের মাথায় ন্যাথানিয়েল ব্রাউনের কর্নার থেকে জোরালো হেডারে জার্মানিকে এগিয়ে দেন জোনাথান তা। জার্মানি যখন উদযাপনে মত্ত, তখনই মরক্কোর রেফারি জালাল জায়েদ ভিএআর রিভিউয়ের সিদ্ধান্ত নেন। রিপ্লেতে দেখা যায়, হেডের ঠিক আগে জার্মানির ভালদেমার আন্তন প্যারাগুয়ের গোলকিপার গিলকে গোললাইনের ভেতরে ফাউল করেছেন। দীর্ঘ রিভিউয়ের পর আসে গোল বাতিলের ঘোষণা। আর এই সিদ্ধান্তই ম্যাচের টার্নিং পয়েন্ট হয়ে দাঁড়ায়। এরপর লিওন গোরেটস্কার একটি নিশ্চিত শট অফসাইডে থাকা সতীর্থ আন্তনের গায়ে লেগে প্রতিহত হলে জার্মানির ভাগ্য পুরোপুরি সুতোয় ঝুলতে থাকে। গিলের বীরত্বের অনেক আগেই অবশ্য প্যারাগুয়েকে স্বপ্নের পথ দেখিয়েছিলেন ২২ বছরের তরুণ ফরোয়ার্ড জুলিও এনসিসো। নিকারাগুয়ার বিরুদ্ধে প্রস্তুতি ম্যাচে চোট পেয়ে স্ট্রেচারে করে কান্নায় ভেঙে পড়া এই ফুটবলারের বিশ্বকাপ খেলাই অনিশ্চিত ছিল। কিন্তু টিমের সবচেয়ে বড় লড়াইয়ে চোটের যন্ত্রণা নিয়েই মাঠে নামেন তিনি। ৪২ মিনিটে মাতিয়াস গালারজার নিখুঁত ক্রস থেকে দুর্দান্ত এক হেডারে ম্যানুয়েল নয়্যারকে পরাস্ত করে প্যারাগুয়েকে ১-০ গোলে এগিয়ে দেন এনসিসো। কিন্তু আকস্মিক আঘাত পেয়ে দ্বিতীয়ার্ধের ১২ মিনিটের মাথায় তাঁকে মাঠ ছাড়তে হয়। ২০১০ সালের কোয়ার্টার ফাইনালে ওঠাই ছিল প্যারাগুয়ের সেরা সাফল্য। ১৬ বছর পর জার্মানিকে হারিয়ে সেই স্মৃতিকেও ছাপিয়ে গেল তারা। অন্যদিকে ২০১৮ এবং ২০২২-এর পর ২০২৬ সালেও নকআউটের প্রথম ধাপেই জার্মানির বিদায় তাদের ফুটবল ইতিহাসে বড় ধাক্কা।

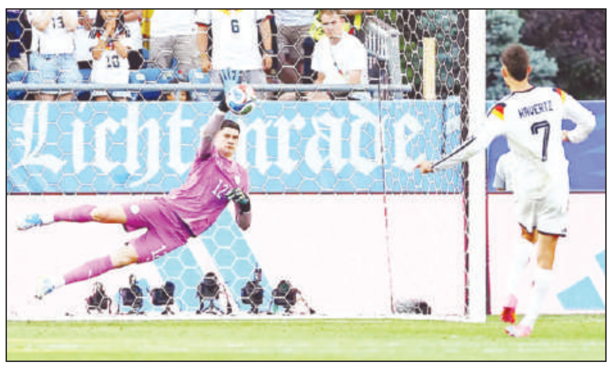

নেইমারকে যে কারণে নামাননি আনচেলত্তি

সংবাদ সংস্থা, টেক্সাস, ৩০ জুনঃ জাপানের বিপক্ষে ম্যাচটির আগে আনচেলত্তি বলেছিলেন, এখন আরও বেশি সময় খেলতে প্রস্তুত নেইমার। কিন্তু হলো উল্টো। গ্রুপ পর্বের শেষ ম্যাচে স্কটল্যান্ডের বিপক্ষে ৭৫তম মিনিটে মাঠে নেমেছিলেন নেইমার। কিন্তু নকআউটের ম্যাচে তাকে মাঠে দেখা গেল না একটুর জন্যও। ম্যাচের পর স্বাভাবিকভাবেই কারণ জিজ্ঞেস করা হলো আনচেলত্তিকে। ব্রাজিলের কোচ তুলে ধরলেন নেইমারকে না নামানোর কারণ। ''নেইমারকে কেন নামাইনি? অতিরিক্ত সময়ে খেলা গড়ানোর অপেক্ষা করছিলাম। ওর সঙ্গে কথা হয়েছে আমার। আমরা যদি গোল করতে না পারতাম, তাহলে ৬০ থেকে ৬৫ মিনিটের মধ্যে তাকে নামাতাম। গোল হয়ে যাওয়ার পর যেভাবে খেলছিলাম আমরা, সেই কাঠামো আর বদলাতে চাইনি। কারণ খেলা আমাদের নিয়ন্ত্রণে ছিল। তাকে আর প্রয়োজন পড়েনি।'' প্রথমার্ধে ১-০ গোলে পিছিয়ে পড়া ব্রাজিল দ্বিতীয়ার্ধের শুরু থেকেই পুরো ভিন্ন রূপে আবির্ভূত হয়। বিশেষ করে, প্রথম ১৫ মিনিটে আক্রমণের পর আক্রমণে জাপানের রক্ষণভভাগে ঝড় বইয়ে দেয় তারা। সেই পরিক্রমায়ই ৫৬তম মিনিটে হেডে গোল করেন কাসেমিরো। পরে ৯৫তম মিনিটে গাব্রিয়েল মার্তিনেল্লির ঠাণ্ডা মাথার ফিনিশিংয়ে নাটকীয় জয়ে শেষ ষোলোয় পা রাখে আনচেলত্তির দল। শেষ মুহূর্তে দলকে গোল এনে দেওয়া নায়কের প্রশংসাও করেন কোচ। ফুটবলার হিসেবে মার্তিনেল্লির তাড়না তীব্র। সে সবসময়ই তৈরি থাকে এবং মাঠে নেমেই খেলার চূড়ায় থাকে। ম্যাচের পর নেইমার-মার্তিনেল্লিদের দেখা গেছে জাপানের ফুটবলারদের সান্ত্বনা দিতে।

২০২৬ এশিয়ান গেমসের দল ঘোষণা বিসিসিআই-এর! অধিনায়ক সেই হরমনপ্রীতই

সংবাদ সংস্থা, মুম্বই, ৩০ জুনঃ ২০২৬ এশিয়ান গেমসের জন্য ভারতের মহিলা ক্রিকেট দল ঘোষণা করল ভারতীয় ক্রিকেট বোর্ড (বিসিসিআই)। টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপে হতাশাজনক গ্রুপ পর্ব থেকে বিদায়ের পরও দলের নেতৃত্ব দেবেন হরমনপ্রীত কউরই। সহ-অধিনায়ক হিসেবে রয়েছেন স্মৃতি মন্ধানা। বিশ্বকাপের দলের তুলনায় এবার মাত্র একটি পরিবর্তন করা হয়েছে। দল থেকে বাদ পড়েছেন উইকেটকিপার-ব্যাটার যশতিকা ভাটিয়া। তাঁর পরিবর্তে সুযোগ পেয়েছেন জি কমলিনী। টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপে যশতিকা একটি ম্যাচ বাদে বাকি সব ম্যাচ খেললেও ব্যাট হাতে প্রত্যাশা পূরণ করতে পারেননি। তিনটি ইনিংসে ব্যাট করেও বড় রান করতে ব্যর্থ হন। সেই কারণেই এবার তাঁকে বাদ দিয়ে মুম্বই ইন্ডিয়ান্সের উইকেটকিপার কমলিনীর উপর ভরসা রেখেছেন নির্বাচকরা। অন্যদিকে, স্পিনার শ্রেয়াঙ্কা পাটিলকে দলে রাখা হলেও তাঁর অংশগ্রহণ সম্পূর্ণ ফিটনেসের উপর নির্ভর করবে। বিশ্বকাপ চলাকালীন নেদারল্যান্ডসের বিরুদ্ধে ম্যাচে গোড়ালির লিগামেন্টে চোট পান তিনি। পাওয়ার প্লে-র শেষ বলে বাউন্ডারি আটকাতে গিয়ে গুরুতর চোট লাগে এবং স্ট্রেচারে করে মাঠ ছাড়তে হয় তাঁকে। পরে বিশ্বকাপের মাঝপথেই ছিটকে যান শ্রেয়াঙ্কা। তাঁর পরিবর্তে সুযোগ পেয়েছিলেন প্রেমা রাওয়াত। তবে এশিয়ান গেমসের দলে ফিটনেস সাপেক্ষে শ্রেয়াঙ্কাকে ফেরানো হয়েছে, আর প্রেমা জায়গা পাননি। ২০২৬ সালের এশিয়ান গেমস অনুষ্ঠিত হবে জাপানের আইচি-নাগোয়া শহরে। আগামী ২৪ সেপ্টেম্বর থেকে ৩ অক্টোবর পর্যন্ত পুরুষ ও মহিলাদের ক্রিকেট প্রতিযোগিতা হবে টি-টোয়েন্টি আন্তর্জাতিক ফরম্যাটে। ভারত, পাকিস্তান, শ্রীলঙ্কা, বাংলাদেশ, আফগানিস্তানের মতো শক্তিশালী দলগুলির পাশাপাশি এশিয়ার একাধিক উদীয়মান দলও অংশ নেবে।

ভারতের মহিলা দল- হরমনপ্রীত কৌর (অধিনায়ক), স্মৃতি মন্ধানা (সহ-অধিনায়ক), শেফালি বর্মা, জেমাইমা রডরিগেজ, দীপ্তি শর্মা, রিচা ঘোষ (উইকেটকিপার), জি কমলিনী (উইকেটকিপার), ভারতী ফুলমালি, শ্রী চরণী, রেণুকা ঠাকুর, ক্রান্তি গৌড়, অরুন্ধতী রেড্ডি, শ্রেয়াঙ্কা পাটিল (ফিটনেস সাপেক্ষে), রাধা যাদব এবং নন্দিনী শর্মা।

দুরন্ত প্রকাশন প্রাইভেট লিমিটেডের পক্ষে প্রকাশক অলোক কুমার নস্কর এবং মুদ্রক চিত্ত দেবনাথ কর্তৃক সত্যযুগ এমপ্লয়িজ কো-অপারেটিভ ইন্ডাস্ট্রিয়াল সোসাইটি লিমিটেড, ১৩, প্রফুল্ল সরকার স্ট্রিট, কলকাতা-৭২ হইতে মুদ্রিত ও ৯৪ ফিয়ার্স লেন, ৫ম তল, কলকাতা-৭০০০১২ হইতে প্রকাশিত, সম্পাদক-অলোক কুমার নস্কর
Published by Aloke Kumar Naskar & Printer by Chitya Debnath on behalf of Duranta Prakashan Pvt. Ltd. and printed at Satyajug Employees Co Operative Industrial Society Limited, 13, Prafulla Sarkar Street, Kolkata-700072 and Published at 94, Phears Lane, 4th Floor, Kolkata-700012, Dist.-Kolkata, Editor: Aloke Kumar Naskar
Ph. No. 033-2237-0488, 9830217166
E-mail: dailydurantabarta@gmail.com